আল-কুরআন, সহীহ হাদীস, সালফে-সালেহীনদের বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের আলোকে

পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ



সংকলনে

আব্দুর রাকীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলম

সম্পাদনায়

শাইখ ঈসা মিঞা আল-মাদানী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী

আল-কুরআন, সহীহ্ হাদীস, সালফে-সালেহীনদের বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের আলোকে

পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ

সংকলনে ঃ

‘আব্দুর রাকীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলম

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ

শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী

অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া ‘আরাবীয়া

01916839965

সম্পাদনায় ঃ

শাইখ ঈসা মিঞা আল-মাদানী

মুহাদ্দিস, মাদারাসা মুহাম্মাদীয়া ‘আরাবীয়া

01721992040

পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ

গ্রন্থকার : 'আব্দুর রাকীব আলফায বিন শামসুল আলম
01673975696, 01911813797

প্রকাশক : মুস্তাফীযুর রহমান
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
01720-848188

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৯ঈঃ
জিলক্বদ ১৪৩০ হিজরী

মূল্য : ৮০ (আশি) টাকা মাত্র।

মুদ্রণ : তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুলাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন : 7112762, 01190-368272
01711-646396
email : tawheedpp@gmail.com

স্নেহের ছাত্র আব্দুর রাক্বীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলম কর্তৃক "পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গে" রচিত গ্রন্থের বিষয় বস্তু সম্পর্কে শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল কাসেমীর

বাণী

আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াল আকীবাতু লিল মুত্তাক্বীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবীয়্যীনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী আজমাঈন। আম্মাবাদ।

বর্তমানে কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে যে, তারা সাউদী 'আরবের সাথে মিলিয়ে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করে যাচ্ছে। অথচ তা আল কুরআন, আল হাদীস, ক্বিয়াস এবং বিবেকেরও পরিপন্থী আমল। আমার পরিচিত এক আলিম শাইখ এনামুল হক আল মাদানী পৃথিবী ব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করছেন এবং একটি পুস্তিকাও লিখেছেন। যাতে অধিকাংশই ভুল করেছেন। আর সে ভুলগুলো আমি সে আলিমের উপস্থিতিতে মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার মাসজিদে একাধিক ছাত্র ও মুসাল্লির সামনে উপস্থাপন করে বিশুদ্ধ মতের দিকে আহবান জানিয়েছি।

পক্ষান্তরে, আমার স্নেহের ছাত্র আব্দুর রাক্বীবকে উক্ত পুস্তিকার দাঁত ভাঙ্গা জবাব লিখার জন্য বললাম এবং সে তা লিখে আমার সামনে পেশ করলে আমি তা ছাপার অনুমতি দিই।

অতএব মুসলিম উম্মাহর নিকট আমার বিনীত অনুরোধ রইল যে, শাইখ এনামুল হকের বই এবং আব্দুর রাক্বীবের বই মনযোগের সাথে পড়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন কাসেমী)
অধ্যক্ষ
মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
৭৯/ক, উত্তর যাত্রবাড়ী ঢাকা-১২০৪

অত্র বইয়ের মুদ্রিত কপিটি পাঠ করার পর দেশ বরেণ্য আলিম শাইখুল হাদীস 'আল্লামাহ্ জিল্লুর রহমান নাদভী-এর প্রেরিত

বাণী

মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার শেষ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুর রাক্বীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলম-এর লিখিত "পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ" সম্পর্কিত বইটির শিরোনামগুলো এক নজর দেখার এবং কিছু শুনার সুযোগ আমার হয়েছে, তাতে তথ্য মূলক পর্যালোচনা রয়েছে। বহুমুখি জটিল প্রশ্নোত্তর রয়েছে এবং শাইখ এনামুল হক আল মাদানী কর্তৃক প্রদত্ত ফাতাওয়া "বিশ্বের সকল মু'মিন সউদী আরবের সাথে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনই শরীআত সম্মত" বলে নিছক দাবীর পক্ষে একাধিক হাদীসের ও যুক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব রয়েছে। তাতে বিশ্ব বরেণ্য ইমাম ও আলিমগণের উক্ত বিষয় সম্পর্কিত ফাতাওয়া আছে। আমি বইখানা পাঠ করার পর অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং আব্দুর রাক্বীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলমের জন্য আল্লাহর সমীপে দু'আ করি যেন আল্লাহ তাঁকে বড় আলেম ও লেখক বানান। আমীন॥

এ গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে আব্দুর রাকীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলমের বইটি শাইখ এনামুল হক আল মাদানীর বইয়ের বিপরীতে মুসলিম উম্মাহকে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আশা করা যায়।

আমি এ বইটির বহুল প্রচার এবং উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে পঠন-পাঠন কামনা করি।

(শাইখ জিল্লুর রহমান নাদভী (দিনাজপুরী)
সাবেক মুহাদ্দিস, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদরাসা
গাইবান্ধা (রংপুর)

অত্র বই-এর মুদ্রিত কপিটি পাঠ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ মশিউর রহমান-এর প্রেরিত

বাণী

মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার (উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা) শেষ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুর রাক্বীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলম কর্তৃক রচিত "পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ" নামক পুস্তিকার লিখনির মান অত্যন্ত মূল্যবান।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের কতিপয় মানুষ সউদী 'আরবের সাথে একই দিনে সিয়াম ও ঈদ উদযাপন করছে, অথচ ভৌগোলিক দৃষ্টিকোনে এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ ভুল। সউদী আরবের সাথে বাংলাদেশের মানুষ কিভাবে একই সাথে সিয়াম ও ঈদ পালন করে? কেননা, এবার (২০০৯ইং) সউদী আরবের আগে চারটি দেশে ঈদ হয়েছে (যেমন লিবিয়া ও চাঁদ)। আল কুরআন ও হাদীসে এ প্রসঙ্গে কি আছে তা আমার পুরোপুরি জানা না থাকলেও এ কথা জানা আছে যে নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ উদযাপন করতে হবে। যার ফলে আমি অত্র বইটিকে সমর্থন জানালাম এবং বংলাদেশের মানুষকে সে দিকে আহ্বানও করলাম। আমি অত্র বইটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং মুসলিম উম্মাহর নিকটে এর কপি থাকা আবশ্যক মনে করি।

(মোঃ মশিউর রহমান)
বি, এস, এস সম্মান (শেষ বর্ষ)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মাদ আব্দুর রাক্বীব-এর বইয়ের মুদ্রিত কপিটি পড়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ছাত্র মোঃ শাহীনুর রহমানের প্রেরিত

বাণী

মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার শেষ বর্ষের ছাত্র স্নেহের ছোট ভাই মুহাম্মাদ আব্দুর রাক্বীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলম কর্তৃক রচিত "পৃথিবীব্যাপ একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ" নামক বইটি লিখনির মান অত্যান্ত মূল্যবান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ভাইদের সহযোগিতা নিয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল মানুষই সউদী 'আরবের সাথে একইদিনে সিয়াম ও ঈদ উদযাপন করা যে সঠিক নয় তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমিও একথাই বলব যে, ভৌগোলিক দৃষ্টিতে একই দিনে নতুন চাঁদ দেখা সম্ভব না হওয়ায় একইদিনে সিয়াম ও ঈদ উদযাপন করা সম্ভব নয়। যারা সউদী আরবের সাথে মিলিয়ে একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করে তাদের ভৌগোলিক চিন্তাভাবনা করা উচিত বলে মনে করি।

এগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত বইখানা মুসলিম সমাজে বহুল প্রচার কামনা করছি এবং আধুনিক শিক্ষিতদের নিকট থাকা আবশ্যক বলে মনে করছি।

মোঃ শাহীনুর রহমান

বিএসসি সম্মান (৪র্থ বর্ষ)

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Contents

অত্র বইয়ের মুদ্রিত কপিটি পাঠ করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ শাহীদুল্লাহ -এর প্রেরিত

অভিমত

৭৯/ক উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকায় অবস্থিত মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার শেষ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুর রাক্বীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলম-এর সংকলিত " "পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ" নামক বইটিতে সে সকল লোকদের বইয়ের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে, যারা এমর্মে বই লিখেছেন যে, সউদী 'আরবে চাঁদ দেখা বাংলাদেশের মুসলিম ভাইদের উপরেও সে চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ উদযাপন করা আবশ্যক। অথচ ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে একদিনে বিশ্বের সকল মানুষ নতুন চাঁদ দেখতে পায় না বা দেখা সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞানও তাদের এ মতকে সমর্থন করে না এবং বিজ্ঞান স্বগৌরবে প্রমাণ করে যে, স্ব-স্ব অঞ্চলে চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করা উচিত। যার ফলে স্নেহের ছোট ভাইয়ের বইটির প্রতি আমি সমর্থন জানালাম।

এগুরুত্ব পূর্ণ বইটি বাংলাদেশের মানুষের সন্দেহকে দুর করবে এবং এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আশা করা যায়। আমি অত্র বইটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে পঠন-পাঠন প্রয়োজন মনে করি।

মুহাম্মাদ শাহীদুল্লাহ্
বিজ্ঞান বিভাগ (৪র্থ বর্ষ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Contents

সূচীপত্র

Contents

Contents

অবতরণিকা ঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, সালাত ও সালাম তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর। সুপ্রিয় পাঠক, বিশেষ দরকার মনে করে কলম ধরলাম। আমি কোন প্রখ্যাত লেখক নই। বরং মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার শেষ বর্ষের ছাত্র। এ জন্য বিশেষ অনুরোধ, ভাষার পরিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য না করে আলোচ্য বিষয়ের প্রতি, এর প্রমাণাদির প্রতি গুরুত্ব দিবেন এবং বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন, তাহলেই আমার এ সামান্য শ্রমটুকু সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামী বিধানের মূল উৎস আল্লাহর কালাম আল কুরআন ও মহানবীর অনুশীলনী সুন্নাতে নববী ﷺ। মুসলমানদের জন্য নাজাতের মুল সম্পদের অন্যতম সিয়াম। আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশানুযায়ী তা পালন না করলে বিফলে যাবে। এ জন্য প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করা। কেননা, মহানবী ﷺ বলেছেন :

তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর।

বাংলাদেশে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, পৃথিবীব্যাপী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করা। এটি কি সঠিক? নাকি সঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমার প্রিয় সহীহ বুখারীর দারস প্রদানকারী সুযোগ্য শিক্ষক শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসিমী (হাফি.) আমাকে নতুন চাঁদ সমস্যা সমাধানে একটি পুস্তিকা রচনা করার প্রতি অনুপ্রেরণা জাগিয়ে দেন, সে সমস্যা নিরসনকল্পে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। কেননা, বাংলাদেশে কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে, তারা সউদী 'আরবের সাথে মিলিয়ে একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করছে, এমনকি তাদের সাথে আহলে হাদীসের একজন আলেমও করছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার দাবীর স্বপক্ষে "পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম 'ঈদুল ফিতর, 'আরাফা, 'ঈদুল আযহা, আশুরা পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন" নামক বইও রচনা করেছেন। আমি বইটি আদ্যোপান্ত একাধিকবার অধ্যয়ন করেছি। সেখানে আমি হাদীসের ভুল অনুবাদ ও অপব্যাখ্যাা পেয়েছি। তিনি নিজের মতের দিকে টানার জন্য হাদীসের বিকৃত অনুবাদ করেছেন। যা আরবী শিক্ষিত ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন।

আমি তাঁকে বলতে চাই, যদি নেক নিয়তে ইজতেহাদ বা গবেষণা করে থাকেন তাহলে হাদীস অনুযায়ী নিঃসন্দেহে একটি নেকীর ভাগীদার হবেন। তবে তাঁর ইজতেহাদ বা গবেষণা ভুল। আল-কুরআন, সহীহ হাদীস ও সালফে সালেহীন'র মতামতের আলোকে এমনকি বিজ্ঞানের আলোকেও পৃথিবীব্যাপী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করা সঠিক নয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝার তাওফীক দিন। আমীন॥

Contents

একক সিদ্ধান্তের উপর অটল থেকে আহলে হাদীসের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলবেন না। কারণ ভারতবর্ষে আহলে হাদীসের একজন আলেম অনুরূপ ফাতাওয়া দিয়েছিলেন এবং সাথে সাথে ভুল বুঝতে পেরে তার ফাতাওয়া ফিরিয়েও নিয়েছিলেন। এ ধরনের 'আমল শুধুমাত্র ফিতনা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিতনা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾

"আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।"[1]

পরিশেষে এ পুস্তিকাটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে মুহাঃ মুজাহিদ, আলামীন বিন ইউসুফ ও ক্লাসেরসহপাঠী ভাইয়েরা। সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে রইল বিশেষ প্রার্থনা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কবূল করুন। আমীন॥

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

মুহাম্মদ আবদুর রাকীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলম
জাহানাবাদ, সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

[1] সূরা বাকারাহ : ২১৭।

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়

মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং রাসূল ﷺ-এর উপর সালাত পেশ করছি। বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং দয়াময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে প্রভু! আপনি আমার কাজ সহজ করে দিন, একে কঠিন করবেন না, আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন আমার বক্তব্য সকলের বোধগম্য হয়।

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) (آمين)

অর্থঃ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি-(১) সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্য। তিনি দয়ালু ও অসীম দয়াবান। তিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র আপনারই 'ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক সরল পথ দেখান। তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত এবং তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট। (হে আল্লাহ! কবুল করুন)।

সর্বশক্তিমান বিশ্বপ্রভু অসীম দয়া পরবশ হয়ে মানবজাতির সার্বিক সুবিধার জন্য এবং সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য একটি অপূর্ব বিধান ওয়াহী অবতীর্ণ করেছেন।

প্রখ্যাত উর্দূ কবি আল্লামা আলতাফ হুসাইন হালী বলেছেন :

أصل دين آمد كلام الله معظم داشتن * پس حديث مصطفى برجاه مسلم داشتن

"ইসলাম ধর্মের মূল বিধান অতি মর্যাদা পূর্ণ-আল কুরআন।

অতঃপর পূর্ণ অনুশীলন তাঁর রাসূলে'র জীবনাচরণ- আল হাদীস।

অতঃপর আল্লামা আলতাফ হুসাঈন হালী আয়াত হতে আল্লাহর রাসূলের যোগসূত্র বিশ্ব প্রভুর সাথে বিজড়িত করেন এ বলে,

مصطفى ہرگز نہ گفتي تانہ گفتي جبرائل،

جبرائل ہرگز نہ گفتے تانہ گفتے کرد گار

"বিশ্ব নবী জিবরীলের অনুমতি ব্যতীত কোন কথা বলতেন না। অনুরূপ জিবরীল রাসূলকে কোন কথা বলতেন না যতক্ষণ স্বয়ং আল্লাহ না বলতেন।

یتیمي کنه کرده قرآن درست * کتب خانه چند ملت بسست

"আমাদের বিশ্ব নবী এমনই ইয়াতীম নবী যিনি কুরআনের অক্ষর পড়তে পারতেন না, অথচ তিনি পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাব সমূহকে রহিত বলে ঘোষণা করেন।

এজন্য কেউ যদি কুরআন ব্যতীত অন্য কোন কিছু গ্রহণ করে তাহলে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে।

সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টির রহস্য

মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে বলেছেন :

﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾

"তিনিই আল্লাহ যিনি সাতটি আকাশ এবং অনুরূপ সাতটি যমীন সৃষ্টি করেছেন।"[2]

আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি তার উপর যে আকাশ দেখা যায় তাতে রয়েছে একটি সূর্য। ঐ সূর্য যখন আকাশে উদিত হয় তখন পৃথিবীর সকল দেশে এক সাথে উদিত হয় না। বরং ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় উদিত হয়। অনুরূপভাবে চাঁদ পশ্চিম দিকে উদিত হয়ে পূর্ব দিকে আসতে থাকে (ঐ সূর্যের ন্যায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে উদিত হয়)।

আসলে সূর্য ও চন্দ্র মহান আল্লাহর ইচ্ছায় একই ভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সূর্যের অনেক কাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো স্থানীয় সময় নির্ধারণ এবং চাঁদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আরবী মাসের শুরু এবং শেষ নির্ধারণ। চাঁদ ও সূর্য উভয়ই যে সময় নির্ধারণী তা চাঁদ ও সূর্যের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে বলেছেন :

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾

সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে (সময় ও মাস নির্ধারণের জন্য)।[3]

---

[2] সূরা তালাক্ব : ১২

[3] সূরা আর রহমান : ৫

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে আরও বলেছেন :

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

"তিনিই আল্লাহ তা'আলা যিনি সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতিময় করেছেন এবং কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।"[4]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে আরও বলেছেন :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

"আমি রজনী ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন, এরপর রজনীর নিদর্শন করেছি নিরালোক আর দিবসের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়,যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাবে জানতে পার।"[5]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে আরো বলেছেন :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ

"(মুহাম্মাদ তুমি মানুষকে) বলে দাও, তোমরা কি ভেবে দেখেছ! আল্লাহ যদি রজনীকে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী করেদেন তবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ আছে কি, যে সত্তা তোমাদেরকে আলো (দিবস) এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা

---

[4] সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৫।

[5] সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ ঃ ১২।

কর্ণপাত করবে না? (মুহাম্মাদ তুমি মানুষকে) বলে দাও, তোমরা কি, ভেবে দেখেছ! আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ আছে কি, যে তোমাদের জন্য রজনীর আবির্ভাব ঘটাতে পারে যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?[6]

একমাত্র তিনি তাঁর রহমতে চন্দ্র ও সূর্যের ব্যবস্থা করে দিবা-নিশি নির্ধারণ করেছেন এবং এগুলোর অনেক কাজের মধ্যে সময় ও মাস নির্ধারণ করেছেন, এ সকল আয়াত থেকে জানা গেল সূর্য দিবসের সময় নির্ধারণকরে এবং চাঁদ আরাবী মাস নির্ধারণ করে, আর এ নির্ধারণ করতে না পারলে সিয়াম কিভাবে পালন করবে? এ জন্য মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রমাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন সিয়াম পালন করে।"[7]

আলোচ্য আয়াতে স্বঅঞ্চলে অবস্থানরত থেকে রমযানের চাঁদ দেখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সউদী 'আরবের সাথে মিলিয়ে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করা শরী'আত সম্মত নয়

সউদী 'আরবের সাথে মিলিয়ে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনকরা শরী'আতের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ সিয়াম পালনের বিষয়টা চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়ে বলেছেন :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

"তোমাদের মধ্যে, যে ব্যক্তি (রমাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন সিয়াম পালন করে।"[8]

আরবী মাসের শুরু এবং শেষ একমাত্র চাঁদের মাধ্যমেই নির্ণীত হয়। তাই 'এ মাস পাবে" অর্থ এ মাসের নতুন চাঁদ দেখবে। রাসূল ﷺ বলেছেন :

---

[6] ক্বাসাস : ৭১-৭২।

[7] সূরা বাকারাহ : ১৮৫।

[৮] সূরা বাকারাহ : ১৮৫।

Contents

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه)

"তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং সিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকট মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে শা'বান মাসের ত্রিশ পূর্ণ করে নাও।[9]

উপরিউক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সিয়াম ও ঈদ পালনের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত।

ইবনু উমার হতে আরও পরিস্কারভাবে বিষয়টি বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নতুন চাঁদ না দেখে সিয়াম পালন আরম্ভ করবে না এবং নতুন চাঁদ না দেখে সিয়াম ভঙ্গ করবে না।[10]

আর (পৃথিবীর) কোন দেশে নতুন চাঁদ দেখা প্রমাণ হলে তা যদি সকল দেশের জন্য যথেষ্ট হত তাহলে রাসূল ﷺ একথা বলতেন না যে, আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে ত্রিশপূর্ণ করে নাও। কেননা, একই দিবসে এ বিশাল পৃথিবীর সর্বত্রই যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে তা বিবেকহীন।আর এ যুক্তিকে সামনে রেখেই ইমাম তিরিমিযী "জামিউত তিরমিযীতে" অধ্যায় রচনা করেছেন। যথা :

لكل أهل بلد رؤيتهم

অর্থাৎ "প্রত্যেক দেশবাসী স্ব-স্ব দেশের আকাশে নতুন চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে।[11]

এবং ইমাম আবূ দাউদ এমর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন। যথা :

باب إذا رأى الهلال في بلد قبل آخرين بليلة

অর্থাৎ "যখন এক দেশে অন্য দেশের এক রজনী পূর্বেই নতুন চাঁদ দেখা যায়"।[12] এমনকি এমর্মে ইমাম নাসাঈ ও অধ্যায় রচনা করেছেন। যথা :

اختلاف أهل الآفاق في الرؤية

অর্থাৎ "নতুন চাঁদ দেখার বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশ বাসীদের বিভিন্নতা হয়।[13]

সুতরাং আমরা সে সকল সালাফীদের অভিমতই গ্রহণ করব।

---

[9] বুখারী ১ম খ: ২৫৬ পৃঃ,মুসলিম ১ম খঃ ৩৪৭-৩৪৮ পৃঃ মিশকাত হা/১৯৭০।

[10] বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ এবং অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসটি আছে।

[11] জামিউত তিরযিমী ১ম খণ্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা।

[12] আবূ দাউদ ১ম খণ্ড- ৩১৯ পৃ:।

[13] নাসায়ী ১ম খন্ড- ২৩০ পৃ:।

—২

নতুন চাঁদ দেখা বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত, না বিশ্বের সকল দেশের সাথে?

এক্ষণে এ চন্দ্র দর্শন বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত, না বিশ্বের যে কোন প্রান্তে একজন মু'মিন চাঁদ দেখাই পৃথিবীর সকলদেশের সকল মু'মিনের জন্য তা প্রযোজ্য হবে? যেমন আজকাল বিভিন্ন আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন চাঁদ দেখে ও তা সর্বত্র সাথে সাথে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এর জবাব নাবী ﷺ'র ভাষায় নিম্নরূপ :

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعنى تمام الثلاثين

(رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما)

"আমরা নিরক্ষর উম্মাত। আমরা লিখতেও জানি না, হিসাবও জানি না। মাস হলো এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয় বারে তিনি বৃদ্ধাঙ্গল মুষ্টিবদ্ধ করলেন। রাবী ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এর দ্বারা তিনি প্রথম বারে ২৯ দিবস ও পরের বারে ৩০ দিবস বুঝালেন। অর্থাৎ চান্দ্র মাস কখনো ২৯ দিবসে, আবার কখনো ৩০ দিবসে।[14]

উপরিউক্ত জবাবে এটা পরিস্কার যে, চাঁদ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা অনুরূপ কোন আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি ও হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নাই। স্বাভাবিক চোখে এক অঞ্চলের এক মু'মিন চাঁদ দেখলেই সে অঞ্চলের সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে রাসূল ﷺ'র যুগে কোন আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি বা মিডিয়ার ব্যবস্থা ছিল না, যে মদীনাতে চাঁদ দেখার সংবাদ সাথে সাথে মক্কায় পৌছাবে বা সিরিয়ার সংবাদ মদীনায় পৌঁছাবে। তাহলে কি রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের সিয়াম ও ঈদ পালন শরী'আত অনুযায়ী হয়নি (নাউযুবিল্লাহ)। বর্তমানে এ বইতে "পৃথিবী ব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদুল ফিতর, 'আরাফা, 'ঈদুল আযহা, 'আশুরা পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন:" প্রনেতার ফাতাওয়া অনুযায়ী শরী'আত সম্মত হয়নি।

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিষ্কে বিচার করুন, তিনি সংশয় নিরসন করলেন, না সংশয় সৃষ্টি করলেন? নিঃসন্দেহে তিনি বাংলাদেশে এক নতুন সংশয় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যেন সকলকে এ সংশয় হতে রক্ষা করেন। আমীন॥

---

[14] বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/ ১৯৭১।

সাথে সাথে এ মূলনীতি ঠিক রাখতে হবে যে, রমাযান কখনোই ৩০ দিবসের বেশী হবে না এবং ২৯-এর কমে হবে না। তা ছাড়া রাসূল ﷺ বলেছেন :

شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ، رَمَضَانُ وَذُوْ الْحِجَّةِ، (رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة)

"একই বছরে দুই ঈদের মাস অর্থাৎ রমাযান ও যুলহিজ্জাহ (সাধারণত) এক সাথে কম হয় না" অর্থাৎ একটি ২৯ অপরটি ৩০ দিবসে হয়ে থাকে। দুটি ২৯ দিবসে হয় না।[15]

অঞ্চল বলতে কতটুকু দূরত্বের অঞ্চল বুঝায়

উত্তর : প্রথমত : এ বিষয়ে সহীহ মুসলিমে, মুসনাদ আহমাদে, নাসাঈতে, আবূ দাউদে ও তিরমিযীতে সহীহ সনদে কুরাইব হতে হাদীস এসেছে যে,

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَ لاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

"কুরাইবকে (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উম্মুল ফাযল বিনতে হারিস মু'আবিয়ার নিকট শাম (সিরিয়া) দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন :

আমি সিরিয়ার পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকাবস্থায় রমাযানের নতুন চাঁদ উদিত হয় এবং আমি তা জুমু'আর রজনীতে দেখি। এরপর আমি রমাযানের শেষের দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তণ করি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে (সফর বিশেষ করে নতুন চাঁদ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন তোমরা

---

15 বুখারী ও মুসলিম।

(রমাযানের) চাঁদ কখন দেখেছিলে? আমি জবাব দিলাম জুমুয়ার রজনীতে। এরপর তিনি (নিশ্চিত হওয়ার জন্য) পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন। তুমি নিজেই কি তা দেখেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে (এমন কি তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মু'আবিয়াও (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তিনি (ইবনু আব্বাস) বললেন : আমরাতো তা শনিবারের রাতে দেখেছি। সুতরাং আমরা ত্রিশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সিয়াম পালন করব অথবা (শাওয়ালের) চাঁদ দেখা পর্যন্ত সিয়াম পালন করে যাবো। আমি (তাঁকে) বললাম : মু'আবিয়ার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নতুন চাঁদ দেখা ও সিয়াম পালন কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?

তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।[16]

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ যা বলেছেন :

** ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন : এ হাদীস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এক শহরের নতুন চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে।[17]

** ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী বলেছেন : এ হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক দেশবাসী স্ব-স্ব দেশের আকাশে নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করবে।

** খত্বীব হিন্দ শাইখ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদী বলেছেন : সিরিয়াবাসীর নতুন চাঁদ দর্শন হিজাযবাসীদের নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়, এটাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নির্দেশ।

* হাফিয ইবনু আবদিল বার্ বলেছেন :

মুসলিম মনীষীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এক দেশে নতুন চাঁদ উদয় তা হতে দূরদেশের জন্য সর্বব্যাপী হবে না। যেমন, খোরাসান ও স্পেন।

** আল্লামা সিন্ধী হানাফী বলেছেন : এর অর্থ হচ্ছে আমাদের নির্দেশ করা হয়েছে নিজ দেশে চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করতে, অন্য দেশবাসীর চাঁদের উপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ :

وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن المراكشي في كتابه "العذب الزلال في مباحث وؤية الهلال" أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من ٢٢٢٦ من الكيلومترات فهلالها واحد، وإن كان أكثر فلا.

---

[16] মুসলিম ১ম খ. ৩৪৮ পৃঃ, সহীহ তিরমিযী হা/৫০৯, সহীহ আবূ দাঊদ হা/২০৪৪।

[17] মিরআত ৬/৪২৮ হা/১৯৮৯ এর ব্যাখ্যা, শরহুন নাববী মুসলিম ৩৪৮ পৃঃ।

انظر : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام صـــ ٤٣٤-٤٣٥ طبع مطبعة النهضة الحديثة

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বিন মারাকিশী স্বীয় গ্রন্থে "আলউযবুল যিলাল ফী মাবাহিস রূইয়্যাতিল হিলাল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যখন দুই শহরের দূরত্ব ২ হাজার ২ শত ২৬ কিলোমিটার হবে, তখন তাদের জন্য একই চাঁদ প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় ভিন্ন ভিন্ন,[18]

এ দূরত্ব গ্রহের পক্ষে উপরিউক্ত কুরাইব (রঃ) এর সহীহ হাদীসই যথেষ্ট।

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সিরিয়ার দূরত্ব নির্ণয় ও সিয়াম পালন

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং ৭০০ মাইলের মত দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য ১৪ মিঃ ৪০ সেকেন্ড। সম্ভবত ঃ সে কারণেই সেখানে মদীনার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গিয়েছিল।

আর তা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) গ্রহণ করেননি। নিজ অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করেছেন।[19]

মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ্ মুবারোকপুরী (১৩২২-১৪১৪ হিঃ / ১৯০৪-১৯৯৪ ঈসায়ী) বলেছেন : পশ্চিম দিগন্তে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নতুন চাঁদের উদয়কালের উচ্চতার আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ প্রমাণ হলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখানে থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ প্রযোজ্য হবে। আর যদি পূর্ব অঞ্চলে দেখা যায় তাহলে পশ্চিম অঞ্চলের সকল দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাঁদ প্রযোজ্য হবে।"[20]

মক্কা-মদীনা হতে পূর্ব-পশ্চিমের দেশগুলোর দূরত্ব ও সিয়াম পালন

পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী দু'শহরের দূরত্ব যখন ২ হাজার দুইশত ২৬ কি: মি হবে তখন তাদের জন্য একই চাঁদ প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় ভিন্ন ভিন্ন। এ হিসাব গ্রহণ যোগ্য। আর সে হিসাব অনুযায়ী মক্কার পূর্ব দেশের রাজধানীর দূরত্ব নির্ণয় ও সিয়াম পালন করা উচিত। কেননা, মহাকাশ গবেষকদের হিসাব মতে বিশ্ববাসী একই দিবসে নতুন চাঁদ দেখতে পারেনা, পারলে তো কোন সমস্যা থাকত না।

[18] উমদাতুল আহকামের ভাষ্য "তাইসীরুল আল্লামা, পৃঃ ৪৩৪–৪৩৫।

[19] মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়াদুল্লাহ মুবারকপুরী- ১৩২২-১৪১৪ হিঃ/১৯০৪-১৯৯৪ খৃঃ।

[20] মিরআতুল মাফাতীহ্ ৬/৪২৯, হা/১৯৮৯- এর ব্যাখ্যা।

উল্লেখ্য যে, সউদী আরবের মক্কা নগরী হতে পূর্বের দেশ কাতারের রাজধানী দোহার দূরত্ব ১ হাজার ২শত ৬৮.২৯ কি: মি: ।

আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবীর দূরত্ব ১ হাজার ৫ শত ২৮.৮২ কি: মি: বা ৯৪৭.৫১ মাইল।

ইরানের রাজধানী তেহরান ১ হাজার ৭ শত ১৭.২০ কি: মি: বা ১০৬৭.০৫ মাইল দূরত্ব।

ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ১ হাজার ৩শত ৯৭.৭৩ কি: মি: বা ৮৬৮.৫৩ মাইল দূরত্ব। এসকল দেশগুলো মক্কার সাথে মিলিয়ে একই দিবসে সিয়াম পালন করবে। আর মক্কা হতে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ ৩ হাজার ৩ শত ৩.৬১ কি: মি: বা ২০৫২.৮৩ মাইল দূরত্ব। যার ফলে মক্কার সাথে মিলিয়ে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারবে না। অধিক দূরত্বের কারণে একদিন পরে নতুন চাঁদ দেখে। অনুরূপ অফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ৩ হাজার ২ শত ১০.৫৪ কি: মি: বা ১৯৯৪.৯৯ মাইল দূরত্ব এবং ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লী ৩ হাজার ৮ শত ৩২.৭৩ কি: মি: বা ২৩৮১.৬১ মাইল দূরত্ব। যার ফলে মক্কার সাথে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারবে না অধিক দূরত্বের কারণে। অনুরূপ মক্কা হতে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডো ৪ হাজার ৬ শত ২৪.২২ কি: মি: বা ২৮৭৩.৪৪ মাইল দূরত্ব। আর ভূটানের রাজধানী থিম্পু ৪ হাজার ৮ শত ২৮.২০ কি: মি: বা ২৮৮৮.৫০ মাইল।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ৫ হাজার ১ শত ৬৯.০১ কি: মি: বা ৩২১১.৯৬ মাইল দূরত্ব। যারফলে মক্কার সাথে মিলিয়ে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারবে না। ১ দিনে পরে এমনকি ২দিন পরে বাংলাদেশে নতুন চাঁদ উদয় হয়। আর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা ৭ হাজার ৯ শত ১১.২৯ কি: মি: বা ৪৯১৫.৯৮ মাইল দূরত্ব। মায়ানমারের রাজধানী ইয়াংগুন ৫হাজার ৯ শত ১৪ কি: মি: বা ৩৬৭৫ মাইল দূরত্ব। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক ৬ হাজার ৪ শত ৪৮.০৭ কি: মি: বা ৪০০৬.৭৫ মাইল দূরত্ব, কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনের দূরত্ব ৬ হাজার ৮ শত ১৯ কি: মি: বা ৪২৩৭ মাইল।

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় ৬ হাজার ৭ শত ৮২০৫৬ কি: মি: বা ৪২১৪.৬০ মাইল দুরত্ব। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যনিলা ৮ হাজার ৬ শত ৩৭.৩৮ কি: মি: বা ৫৩৬৭.১৭ মাইল দূরত্ব, মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর ৬ হাজার ৯ শত ৬৯.০৮ কি: মি: বা ৪৩৩০.৫০ মাইল দূরত্ব, ব্রুনাইয়ের রাজধানী বন্দরবেগওয়ান ৬ হাজার ৯ শত ২৫ কি: মি: বা ৮২৪৫ মাইল দূরত্ব, এবং সিঙ্গাপুরের রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটি ৭ হাজার ২ শত ৭০.৪০ কি: মি: বা ৪৫১৭.৭৪ মাইল দূরত্ব।

এ দেশগুলো মক্কার দু'দিন পরে নতুন চাঁদ দেখে। যার ফলে দু'দিন পরে সিয়াম পালন করবে

আর শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বো ৪ হাজার ৫ শত ৮৪.৩২ কি: মি: বা ২৮৪৮.৬৪ মাইল দূরত্ব, মালদ্বীপের রাজধানী মালে, ৪ হাজার ৬ শত ১০.৪০ কি: মি: বা ২৮৬৮.৮৫ মাইল দূরত্ব, চীনের রাজধানী বেইজিং, ৮ হাজার ০০৪.০৪ কি: মি: বা ৪৯৭৬.১৩ মাইল দূরত্ব। এদেশগুলো মক্কার একদিন পরে নতুন চাঁদ দেখে। কিন্তু চীন বিশাল দেশ বিধায় পূর্ব শহর ও পশ্চিমের শহর একদিনে সিয়াম পালন করতে পারবে না।

আর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল ৮ হাজার ৩ শত ৩১.৬৯ কি: মি: দূরত্ব, উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ং ৮ হাজার ১ শত ৮৪.৬৫ কি: মি: বা ৫০৮৫.৮৫ মাইল দূরত্ব, জাপানের রাজধানী টোকিও ৯ হাজার ৪ শত ৭২.৭৪ কি: মি: বা ৫৪৪৬.২৫ মাইল দূরত্ব, তাইওয়ানের রাজধানী তাইপে ৮ হাজার ১ শত ১৫ কি: মি: বা ৫০৪৯ মাইল দূরত্ব, হংকং শহর ৭ হাজার ৫ শত ৮৩.০ কি: মি: বা ৪৭১২.০০ মাইল দূরত্ব। এদেশগুলো ২দিন পর নতুন চাঁদ উদয় হয় এমনকি তিন দিনেও হতে পারে।

আর তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আসখাবাদ ৩ হাজার ২ শত ৫ কি: মি: বা ২১৮৫ মাইল দূরত্ব, উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ ৩ হাজার ৫ শত ৩০.১৯ কি: মি: বা ২১৯৩.২৬ মাইল দূরত্ব, তাজিকিস্তানের রাজধানী দুসানবে ৩ হাজার ২ শত ৪৩ কি: মি: বা ২০১৫ মাইল দূরত্ব, কিরগিজিয়ার রাজধানী বিশকে ৩ হাজার ৭ শত ৯৫ কি: মি: বা ২৩৫৭ মাইল দূরত্ব। কাজাকিস্তানের রাজধানী আলমাআতা ৩ হাজার ৯ শত ৮৬ কি: মি: বা ২৪৭৭ মাইল দূরত্ব, আজার বাইজানের রাজধানী বাকু ২ হাজার ০১৩ কি: মি: বা ১২৫১ মাইল দূরত্ব। মদীনা হতে জার্জিয়ার রাজধানী তিবলিসি, ২ হাজার ৩ শত ০২.৮০ কি: মি: বা ১৪৩০.৯৩ মাইল দূরত্ব, এ দেশগুলো ১ দিন পরে চাঁদ দেখে।

আর সউদী আরব হতে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো ৩ হাজার ৮ শত ১৮.৪৭ কি: মি: বা ২৩৭২.৭৫ মাইল দূরত্ব। ১ দিন পরে চাঁদ দেখে, কিন্তু রাশিয়া বিশাল দেশ যার ফলে পূর্ব শহর ও পশ্চিম শহর একসাথে সিয়াম পালন করবে না।

মদীনা হতে মিশরের রাজধানী কায়রো ১ হাজার ৩২.৪৪ কি: মি: বা ৬৪১.৫৫ মাইল দূরত্ব। মদীনার সাথে সিয়াম পালন করতে পারবে, কিন্তু কখনো ১ দিন পূর্বেও চাঁদ দেখতে পারে। যেমন ২০০৪ সালে মিশরবাসী মদীনার ১ দিন পূর্বে চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করে, কিন্তু ঈদুল ফিতর মদীনার সাথে উদযাপন করে। মিশরের ৩০ শে রমাযান হয় এবং মদীনাবাসীর ২৯ শে।

জর্দানের রাজধনী আম্মান ৯ শত ৫.৮৬ কি: মি: বা ৫৬২.৮৯ মাইল দূরত্ব হওয়ায় মদীনার সাথে সিয়াম পালন করতে পারবে। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক ১ হাজার ৫৩.৭৫ কি: মি: বা ৬৫৪.৭৯ মাইল দূরত্ব, ১দিন পূর্বে সে দেশে চাঁদ উদয় হতে পারে। (যেমন হাদীসে আছে : 'আবার কখনো একসাথে হতে পারে।

মদীনা হতে ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেম ৯ শত ১৮ কি:মি: বা ৫৭১ মাইল দূরত্ব, লেবানানের দূরত্ব ১ হাজার ৩.০৮ কি: মি: বা ৬৮৫.৪৪ মাইল। ১ দিন পূর্বে চাঁদ দেখতে পারে। বেশির ভাগ একসাথে হবে। সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়া ১ হাজার ৩ শত ৩১.৭৬ কি: মি: বা ৮২৭.৫৪ মাইল দূরত্ব ঐ দেশের ন্যায়।

লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলী ২ হাজার ৭ শত ৩২.৩৯ কি: মি: বা ১৬৯৭.৮৭ মাইল দূরত্ব। ১দিন পূর্বে চাঁদ দেখা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবেই সিয়াম পালন করবে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স ২.১২২.৬৮ কি:মি: বা ১৩১৯.০১ মাইল মাল্টার রাজধানী ভেলেটা ২ হাজার ৭ শত ১৭ কি:মি: বা ১৬৮৮ মাইল দূরত্ব। তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিস ৩ হাজার ১ শত ১৭ কি: মি: বা ১৯৩৭ মাইল দূরত্ব।

মদীনা হতে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়াস ৩ হাজার ৭ শত ২৬.০৬ কি: মি: বা ২৩১৫.৩৩ মাইল দূরত্ব। ১ দিন পূর্বে সিয়াম পালন করবে। ২দিন পূর্বেও হতে পারে। মরক্কোর রাজধানী রাবাত ৪ হাজার ৫ শত ৮৬.১৩ কি: মি: দু'দিন পূর্বে চাঁদ দেখবে। সূদানের রাজধানী খার্তুম ১ হাজার ২ শত ৩২.২২ কি: মি: বা ৭.৬৫.৬৯ মাইল দূরত্ব। মদীনার সাথে পালন করবে। আর কখনো ১ দিন পূর্বেও হতে পারে।

চাঁদের রাজধানী জামেনা ২ হাজার ৩ শত ৯৪.৭৪ কি: মি: বা ১৪৮৮.০৬ মাইল দূরত্ব। ১ দি পূর্বে তারা চাঁদ দেখবে, এবং ১ দিন পূর্বে সিয়াম পালন করবে। নাইজারের রাজধানী নিয়ামী ৩ হাজার ৪ শত ১৮.৬৬ কি: মি: বা ২১২৪.৩১ মাইল দূরত্ব, ১দি পূর্বে সিয়াম পালন করবে। আবার কখনো ২ দিনের পার্থক্যও হতে পারে। নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজা ৪ হাজার ৩ শত ৪২.৯০ কি: মি: বা ২৬৯৮.৬৩ মাইল দূরত্ব, ২ দিন পূর্বেও চাঁদ দেখা যেতে পারে। বেনিনের রাজধানী কটোনো ৪ হাজার ২ শত ৮৫.৬২ কি: মি: বা ২৬৬৩.০৪ মাইল দূরত্ব, বুর্কিনাফাসোর ধাজধানী ওয়াগাডোগো ৪ হাজার ৫ শত ২০.৭৮ কি: মি: বা ২৮০৯.১৬ মাইল দূরত্ব, ২ দিনের পার্থক্য হতে পারে। মালির রাজধানী বামাকো ৫ হাজার ১ শত ৫৭.৭৪ কি: মি: বা ৩২০৪.৯৬ মাইল দূরত্ব, মোরিতানিয়ার রাজধানী নৌয়কচট ৫ হাজার ৩ শত ০২.৩১ কি: মি: বা ৩১৯৪.৭৯ মাইল দূরত্ব, এ দেশগুলোতে ৩ তিন পূর্বেও চাঁদ দেখা যেতে পারে। মক্কা হতে ইয়েমেনের রাজধানী সান্‌য়া ৬ শত ৪১.০৫ কি: মি: বা ৩৯৮.৩৪ মাইল দক্ষিণে। ইবিত্রিয়ার রাজধানী আসমারা ৬ শত ৮৩.৫৬ কি: মি: বা ৪২৪.৭৬ মাইল দক্ষিণে জিবুতির রাজধানী জিবুতি সিটি ১ হাজার ১ শত ৩৯.০৯ কি: মি: বা ৭০৭ .৮২ মাইল দক্ষিণে এদেশগুলো মক্কার সাথে একই দিবসে সিয়াম পালন করবে।

ইথিউপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা, ১ হাজার ৩ শত ৮২.৩৪ কি: মি: বা ৮৫৮.৯৭ মাইল দক্ষিণে। একসাথে সিয়াম পালন করবে, আবার কখনো ১দিন পূর্বে হতে পারে সিরিয়ার ন্যায়। সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসু ২ হাজার ২শত ৩৩.১৪ কি: মি: বা ১৩৮৭.৬৫ মাইল দক্ষিণে। এক সাথে সিয়াম পালন করবে।

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবী ২ হাজার ৫ শত ৪৪.৪৯ কি: মি: বা ১৫৮১.১২ মাইল দক্ষিণে, এক সাথে সিয়াম পালন করতে পারে। তানজানিয়ার রাজধানী দারুস সালাম ৩ হাজার ১ শত ৩৬.৯৫ কি: মি: বা ১৯৪৯.৬২ মাইল দক্ষিণে, মক্কার সাথে সিয়াম পালন করবে। অনুরূপভাবে, সিসিলির রাজধানী ভিক্টোরিয়া, কমোকেস রাজধানী মরোনি, মোজাম্বিকের রাজধানী মালয় এবং দক্ষিণের দেশগুলো মক্কার সাথেই সিয়াম পালন করবে।

মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রর রাজধানী ক্যাংগুই ৩ হাজার ২ শত ৬৭ কি: মি: বা ২০৩০ মাইল দূরত্ব। ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউন্ডি ৩ হাজার ১ শত ১৪.৫৪ কি: মি: দূরত্ব। ১ দিন পূর্বে চাঁদ দেখা যেতে পারে। টোগোর রাজধানী লোমে ৪ হাজার ৪ শত ৮১.২২ কি: মি: বা ২৭৮৪.৫৮ মাইল, ঘানার রাজধানী আক্রা ৪ হাজার ৬ শত ৫২.৫৪ কি: মি: বা ২৮১১.০৩ মাইল, এদেশগুলোতে কখনো দুদিন পূর্বেও চাঁদ উদয় হতে পারে। আইভোরীকোষ্টের রাজধানী আবিদজান ৫ হাজার ৪২.৭৭ কি: মি: বা ৩১৩৩.৫২ মাইল দূরত্ব, গিনির রাজধানী কোনাক্রি ৫ হাজার ৮ শত ৫৫.৯৫ কি:মি: বা ৩৬৩৮.৮২ মাইল দূরত্ব, গিনিবিসাউ-এর রাজধানী বিসাউ ৫ হাজার ৯ শত ৬৫.১৭ কি: মি: বা ৩৭০৬.৬৯ মাইল দূরত্ব, সিয়েরা লিওনের রাজধানী ফ্রিটাউন ৫ হাজার ৮ শত ৪৫.৭০ কি: মি: বা ৩৬৩২.৪৫ মাইল দূরত্ব, গাম্বিয়ার রাজধানী বানজুল ৬ হাজার ১৪.৬১ কি: মি: বা ৩৭৩৭.৪১ মাইল দূরত্ব এবং সেনেগালের রাজধানী ডাকার ৬ হাজার ৬৫.১৪ কি: মি: বা ৩৭৬৮.১৮ মাইল দূরত্ব। এদেশগুলোতে ২ দিন পূর্বে চাঁদ দেখতে পারে এমনকি ৩ দিন পূর্বেও হতে পারে।

মদীনা হতে অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ভিয়েনা ৩ হাজার ২ শত ২৩.৩ কি: মি: বা ২০০২.৯ মাইল দূরত্ব, মদীনার ১দিন পূর্বে সে দেশে চাঁদ উদয় হবে। মদীনা হতে আইসল্যান্ডের রাজধানী রিকজাভিক, ৬ হাজার ০৯.৮.৫ কি: মি: বা ৩৭৮৯.৪ মাইল দূরত্ব। সেদেশ মদীনার পশ্চিম উত্তরে অবস্থিত ২ দিন পূর্বে চাঁদ উদয় হবে। মাদীনা হতে আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন ৪ হাজার ৯ শত ৭৫ কি.মি. বা ৩০৯২ মাইল। আল বেনিয়ার রাজধানী তিরানা ২ হাজার ৫ শত ২১.৮ কি.মি বা ১৫৬৬.৯ মাইল দূরত্ব। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ২ হাজার ৮ শত ৫৮.৯ কি: মি: বা ১৭৭৬.৫ মাইল দূরত্ব। ১ দিন পূর্বে আবার কখনোও মাদীনার সাথে হবে। ইতালীর রাজধানী রোম ৩ হাজার ০৭৩.০ কি: মি: বা ১৯০৯.৫ মাইল দূরত্ব। এন্ডোরার রাজধানী এন্ডোরা ৩ হাজার ৯ শত ৩৯.৯ কিমি বা ২৪৪৮.১ মাইল দূরত্ব। এস্তে ানিয়ার রাজধানী তাল্লিন ৩ হাজার ৯ শত ২৬.২ কি: মি: বা ২৪৩৯.৬ মাইল দূরত্ব

ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্‌বের ৩ হাজার ১ শত ৭৮ কি: মি: বা ১৯৭৬ মাইল দূরত্ব। গ্রীসের রাজধানী এথেন্স ২ মাইল ৬০.৯ মাইল দূরত্ব।

চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ ৩ হাজার ৪ শত ৬৬.৮ কি: মি: বা ২১৫৪.২ মাইল দূরত্ব। জার্মানীর রাজধানী বার্লিন ৩ হাজার ৭ শত ০৫.১ কি: মি: বা ২৩০২.২ মাইল দূরত্ব। এদেশগুলোতে মাদীনার ১ দিন পূর্বে উদয় হয়।

নরওয়ের রাজধানী আসলো ৪ হাজার ৪ শত ০৫.৬ কি: মি: বা ২৭৩৭.৫ মাইল দূরত্ব। নেদারল্যান্ডের রাজধানী আর্মস্টারডাম ৪ হাজার ২ শত ৫৯ কি: মি: বা ২৬৪৭ মাইল দূরত্ব। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেন ৪ হাজার ১ শত ১০ কি: মি: বা ২৫৫৪ মাইল দূরত্ব। পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারস ৪ হাজার ০৫১.৪ কি: মি: বা ২৫১৭.৪ মাইল দূরত্ব। এদেশগুলোতে মদীনার ২ দিন পূর্বেও চাঁদ উদয় হতে পারে।

মদীনা হতে পর্তুগাল সরাসরি পশ্চিমে রাজধানী লিবসন ৪ হাজার ৭ শত ৬৩.০ কি: মি: বা ২৯৫৯.৬ মাইল দূরত্ব। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ ৪ হাজার ৩ শত ৮৩ কি: মি: বা ২৭২৩ মাইল দূরত্ব। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ৪ হাজার ৭ শত ৬৩.০ কি: মি: বা ২৯৫৯.৬ মাইল দূরত্ব। এদেশগুলোতে মদীনার দু'দিন পূর্বেও কখনো চাঁদ উদয় হতে পারে।

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকী পশ্চিম-উত্তরে ৩ হাজার ৯ শত ৯৭.৪ কি: মি: বা ২৪৮৩.৯ মাইল দূরত্ব। বেলারুসের রাজধানী মিন্‌স্ক ৩ হাজার ২ শত ৯১.২ কি: মি: বা ২০৪৫.১ মাইল দূরত্ব। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া ২ হাজার ৫ শত ১৮ কি: মি: বা ১৫৬৫ মাইল দূরত্ব। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস ৪ হাজার ২ শত ৯২ কি: মি: বা ২৬৬৭ মাইল দূরত্ব।

বসনিয়া-হাজেগোভিনার রাজধানী সারায়েভো ২ হাজার ৮ শত ৯৩ কি: মি: বা ১৭৯৮ মাইল দূরত্ব, ভ্যাটিকানসিটির রাজধানী ভ্যাটিকান সিটি ৩ হাজার ১ শত ৬৪ কি: মি: বা ১৯৬৬ মাইল দূরত্ব। মেসিডোনিয়া রাজধানী স্কোপজে ২ হাজার ৫ মত ৭১ কি: মি: বা ১৫৯৮ মাইল দূরত্ব মাল্টার রাজধানী ভ্যালেটা ২ হাজার ৭ শত ১৭ কি: মি: বা ১৬৮৮ মাইল দূরত্ব। মালাদাভিয়ার রাজধানী কিসিভেন, ৩ হাজার ১ শত ১০ কি: মি: বা ২২৫১ মাইল দূরত্ব। মোনাকোর রাজধানী মোনাকো ৩ হাজার ৬ শত ২৩ কি: মি: বা ২২১৫ মাইল দূরত্ব। যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন ৪ হাজার ৫ শত ১২ কি: মি: বা ২৮০৪ মাইল দূরত্ব। কখনো মদীনার ২ দিন পূর্বেও চাঁদ উদয় হতে পারে।

মদীনা হতে রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট ২ হাজার ৫ শত ৩৬ কি: মি: বা ১৫৭৬ মাইল দূরত্ব। হাংগেরীর রাজধানী বুদাপেষ্ট ৩ হাজার ১ শত ৩৯ কি: মি: দূরত্ব। লুক্সেমবার্গের রাজধানী নুক্সেমবার্গ ৪ হাজার ৪২ কি: মি: বা ২৫০১ মাইল দূরত্ব। লিথুনিয়ার রাজধানী ভিলনিয়ার্স ৩ হাজার ৫ শত ৬৩ কি: মি: বা ২২১৪ মাইল দূরত্ব। লাটভিয়ার রাজধানী রিগা ৩ হাজার ৮ শত ২৪ কি: মি: বা ২৩৭৬

মাইল দূরত্ব। সাইপ্রাসের রাজধানী নেকোসিরা ১ হাজার ৩ শত কি: মি: বা ৮২৮ মাইল দূরত্ব। সান্‌মারিনোর রাজধানী সানমারিনো ৩ হাজার ২ শত ৮০ কি: মি: বা ২০৩৮ মাইল দুরত্ব। স্লোভাকিয়ার রাজধানী বার্টিসলাভা ৩ হাজার ২ শত ৯৩ কি: মি: বা ২০৪৬ মাইল দুরত্ব। সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড ৪ হাজার ০২২ কি: মি: বা ২৬৪১ মাইল দূরত্ব। স্লোভানিয়ার রাজধানী সান ৪ হাজার ৮ শত ১০ কি: মি: বা ২৬৫২ মাইল দূরত্ব। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম ৫ হাজার ১ শত ৮০ কি: মি: বা ৩২১৯ মাইল দূরত্ব। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ম ৩ হাজার ৭ শত ৩৩ কি: মি: বা ২৩২০ মাইল দূরত্ব। এ দেশগুলোতে মদীনার ১ দিনে পূর্বে চাঁদ উদয় হতে পারে।

এল সালবাদরের রাজধানী সানসাল্‌ভাদর ১৩ হাজার ৩৭ কি: মি: ৮১০২ মাইল দূরত্ব। মদীনা হতে কানাডার রাজধানী অটোয়া ৯ হাজার ৮ শত ৭৭ কি: মি: বা ৬১৩৪ মাইল দূরত্ব। কোস্টারিকা রাজধানী হাভানা ১১ হাজার ৮ শত ৩০ কি: মি: বা ৭৩৫২ মাইল দূরত্ব। গ্রানাডার রাজধানী সেন্টজর্জেস ১২ হাজার ৮ শত ২০ কি: মি: বা ৭৯৬৭ মাইল দূরত্ব। গুয়েতেমালার রাজধানী গুয়েতেমালাসিটি ১৩ হাজার ০৮৬ কি: মি: বা ৮১৩২ মাইল দূরত্ব। জ্যামাইকার রাজধানী কিংসটন ১১ হাজার ৬ শত কি: মি: বা ৭২৫৫ মাইল দূরত্ব। ত্রিনিদাদ ও ওটোবাগোর রাজধানী পোর্ট অবস্পেন ১০ হাজার ৫ শত ৩০ কি: মি: বা ৬৬০৬ মাইল দূরত্ব।

নিকাকাগুয়ার রাজধানী মানাগুয়া ১২ হাজার ৮ শত ৮৩ কি: মি: বা ৮০০৬ মাইল দূরত্ব। ডোসিনিকার রাজধানী রেসিয়াউ ১০ হাজার ৩ শত কি: মি: বা ৬৪৫৬ মাইল দূরত্ব। জেমিনিকা প্রজাঃ ডেমিংগো ১১ হাজার ২ শত ০৫ কি: মি: বা ৬৯৬৩ মাইল দূরত্ব। পানামার রাজধানী পানামাসিটি ১২ হাজার ৪ শত ৫৬ কি: মি: বা ৭৭৪১ মাইল দূরত্ব। মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকোসিটি ১৩ হাজার ৪ শত ১৫ কি: মি: বা ৮৩৩৬ মাইল দূরত্ব। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ১১ হাজার ৮৮৪ কি: মি: বা ৭৩৮৫ মাইল দূরত্ব। বাহামাদ্বীপপুঞ্জের রাজধানী বাসাউ ১১ হাজার ২ শত ৮৯ কি: মি: বা ৭০১৫ মাইল দূরত্ব। বারবাডোসের রাজধানী ব্রিজটাউন ১০ হাজার ৩ শত ২৫ কি: মি: বা ৬৪১৬ মাইল দূরত্ব। বারমুডার রাজধানী হ্যামিলটন ৯ হাজার ৮ শত ২৫কি: মি: বা ৬১০৬ মাইল দূরত্ব। হাইতির রাজধানী পোষ্ট অব প্রিন্স ১২ হাজার ০২০ কি: মি: বা ৭৯৩৯ মাইল দূরত্ব।

হন্ডুরাসের রাজধানী তেগুচিগাল্‌পা ১২ হাজার ৮ শত ৩৯ কি: মি: বা ৭৯৭৯ মাইল দূরত্ব। সেন্টকিটনের রাজধানী বাসেটরী ১০ হাজার ৪ শত ১৫ কি: মি: বা ৬৪৭২ মাইল দূরত্ব। সেন্টভিনসেন্টের রাজধানী কিংস টাউন ১০ হাজার ৪ শত ৭৯ কি: মি: বা ৬৫১২ মাইল দূরত্ব। এদেশগুলোসরাসরি মদীনার পশ্চিমে অবস্থিত। মদীনার মিনিমাম, ৩ দিন পূর্বে চাঁদ উদয় হতে পারে। তথাকার বসবাসরত

মুসলমানগণ তথায় চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করবে। মদীনা হতে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্সআয়ারস ১২ হাজার ৬ শত ৭৯ কি: মি: বা ৭৮৭৯ মাইল দূরত্ব। উরুগুয়ের রাজধানী মন্টিভিডিও ১২ হাজার ০৪২ কি: মি: বা ৭৪৮৩ মাইল দূরত্ব। কলোম্বিয়ার রাজধানী বাগোটা ১২ হাজার ৬ শত ৭০ কি: মি: বা ৭৮৭২ মাইল দূরত্ব। গায়ানার রাজধানী জর্জটাউন ১০ হাজার ৪ শত ৮৪ কি: মি: বা ৬৫১৫ মাইল দূরত্ব। চিলির রাজধানী স্যান্টিয়াগো ১৩ হাজার ২ শত ৯৩ কি: মি: বা ৮২৬১ মাইল দূরত্ব। প্যারাগুয়ের রাজধানী আসুনসিয়ন ১১ হাজার ৭ শত ৯৭ কি: মি: বা ৭৩৩১ মাইল দূরত্ব।

পেরুর রাজধানী লিমা ১৩ হাজার ২ শত ৫২ কি: মি: বা ৮২৩৫ মাইল দূরত্ব। ফ্রান্সগায়ানার রাজধানী কায়েনী ৯ হাজার ৯ মত ৮৬ কি: মি: বা ৬২০৬ মাইল দূরত্ব। বলিভিয়ার রাজধানী লাপাজ ১২ হাজার ২ শত ৭৫ কি: মি: বা ৭২২৮ মাইল দূরত্ব। ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়া ১০ হাজার ৪ শত ৯৫ কি: মি: বা ৬৫২২ মাইল দূরত্ব। ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাস ১১ হাজার ১ শত ৬৫ কি: মি: বা ৬৯৩৮ মাইল দূরত্ব। সুরিনামের রাজধানী পরামারিবো ১০ হাজার ২ শত ২৯ কি: মি: বা ৬৩৫২ মাইল দূরত্ব। এদেশগুলো মদীনার পশ্চিম- দক্ষিণে অবস্থিত। তথায় মদীনার ২ দিন পূর্বে চাঁদ উদয় হতে পারে। মদীনা হতে অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা ১৩ হাজার ২ শত ৭১ কি: মি: বা ৮২৪৭ মাইল দূরত্ব। কিরিবাতির রাজধানী তারাওয়া ১৪ হাজার ২ শত ২৫ কি: মি: বা ৯১১৫ মাইল দূরত্ব। টুভ্যালুর রাজধানী ফুনাফুতি ১৫ হাজার ২ শত ২৫ কি: মি: বা ৯৬২০ মাইল দূরত্ব। টোংগার রাজধানী নুকুয়ালোফা ১৬ হাজার ৪ শত ৫১ কি: মি: বা ১০২২৪ মাইল দূরত্ব।

নাউরুর রাজধানী ইয়ারেন ১৫ হাজার ২ শত ২০ কি: মি: বা ৯৬৪৯ মাইল দূরত্ব। নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটন ১৫ হাজার ৫ শত ৫ কি: মি: বা ৯৬৩৬ মাইল দূরত্ব। পাপুয়ানিউগিনির রাজধানী মোরসিবন্দর ১২ হাজার ২ শত ২৪ কি: মি: বা ৭৫৭৬ মাইল দূরত্ব ফিজির রাজধানী সুফা ১৫ হাজার ৭ শত কি: মি: বা ৯৭৬৯ মাইল দূরত্ব। পশ্চিম সামোয়াদ্বীপের রাজধানী আফিয়া ১৬ হাজার ৫ শত ৪২ কি: মি: বা ১০২৮০ মাইল পালাও- এর রাজধানী করর ১৩ হাজার ৯ শত ২০ কি: মি: বা ৯১০১ মাইল দূরত্ব। ভানুয়াতুর রাজধানী পোর্ট ভিলা ১৪ হাজার ৬ শত ৮৪ কি: মি: ৯১২৫ মাইল দূরত্ব। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হোনিয়ারা ১৩ হাজার ৫ শত ১৪ কি: মি: বা ৮৩৯৮ মাইল দূরত্ব।

সূত্র : (ইন্টারনেট)

২০০৯ইং-এ সউদী আরবের আগে ও পরে যে সকল দেশে সিয়াম উদযাপিত হয়েছে তার তালিকা পেশ করা হলো-

২১ আগস্ট যে সব দেশে সিয়াম শুরু হয়েছে

১. আলবানিয়া
২. বসনিয়া এবং হার্সিগোভিনা
৩. বুলগেরিয়া
৪. কসোভো
৫. লিবিয়া
৬. মনটেনেগ্রো
৭. রোমানিয়া
৮. সারভিয়া
৯. তুর্কী

২২ আগস্ট যে সব দেশে সিয়াম শুরু হয়েছে

১. আলজেরিয়া
২. অষ্ট্রেলিয়া
৩. বাহরাইন
৪. বেলজিয়াম
৫. ব্রাজিল
৬. কানাডা
৭. চকোসোলভাকিয়া
৮. ইজিপ্ট
৯. ফ্রান্স
১০. ঘানা
১১. গোয়ানা
১২. হাঙ্গেরি
১৩. ইন্দোনেশিয়া
১৪. ইরান
১৫. ইটালি
১৬. জর্ডান
১৭ . কুয়াইট
১৮. লেবানন
১৯. মাউরিটানিয়া
২০. মাউরিটিউস
২১. মরক্কো
২২. নামিবিয়া
২৩. নেদারল্যান্ড
২৪. নাইজেরিয়া
২৫. ওমান
২৬. প্যালেসটিন
২৭. ফিলিপাইন
২৮. কাতার
২৯. সউদী আরব
৩০. স্নেগাল
৩১. সিঙ্গাপুর
৩২. সোমালিয়া
৩৩. স্পেন
৩৪. সুদান
৩৫. সুইডেন
৩৬. সুইজারল্যান্ড
৩৭. সিরিয়া
৩৮. তানজানিয়া
৩৯. তিউনিসিয়া
৪০. ইউ. এ. ই
৪১. ইউ. কে
৪২. ইউ. এস. এ
৪৩. ইয়ামেন

২৩ আগস্ট যে সব দেশে সিয়াম শুরু হয়েছে

১. বাংলাদেশ
২. ইন্ডিয়া
৩. পাকিস্তান
৪. চীন
৫. বার্মা
৬. জাপান

২০০৯ইং-এ সউদী আরবের আগে ও পরে যে সকল দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে তার তালিকা পেশ করা হলো-

১৯ সেপ্টেম্বর যে সব দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে

১. লিবিয়া	২. চাঁদ

২০ সেপ্টেম্বর যে সব দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে

১. আলবানিয়া	২. আলজেরিয়া	৩. আর্জেন্টিনা
৪. অষ্ট্রেলিয়া	৫. বাহরাইন	৬. বসনিয়া এবং হার্সিগোভিনা
৭. বুলগেরিয়া	৮. চিলি	৯. চীন
১০. জার্মান	১১. গোয়ানা	১২. ফ্রান্স
১৩. ইন্দোনেশিয়া	১৪. ইরাক	১৫. জর্ডান
১৬. কেনিয়া	১৭ . কুয়াইট	১৮. লেবানন
১৯. লিবিয়া	২০. লাক্সেমবোরগ	২১. মালয়েশিয়া
২২. মোজাম্বিক	২৩. নেদারল্যান্ড	২৪. নরওয়ে
২৫. প্যালেসটিন	২৬. পানামা	২৭. ফিলিপাইন
২৮. কাতার	২৯. সউদী আরব	৩০. সিঙ্গাপুর
৩১. সোমালিয়া	৩২. দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৩. স্পেন
৩৪. সুদান	৩৫. সুইডেন	৩৬. সিরিয়া
৩৭. তানজানিয়া	৩৮. তিউনিসিয়া	৩৯. তুর্কী
৪০. ইউ. এ. ই	৪১. ইউ. কে	৪২. ইউ. এস. এ
৪৩. ইয়ামেন		

২১ সেপ্টেম্বর যে সব দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে

১. বাংলাদেশ	২. ব্রুনাই	৩. চীন
৪. হংকং	৫. ইন্ডিয়া	৬. ইরাক
৭. মারিটিউস	৮. মরক্কো	৯. নিউজিল্যান্ড
১০. ওমান	১১. পাকিস্তান	১২. শ্রীলংকা

বিদিত যে, পৃথিবী গোলাকার, যার ফলে পশ্চিমের ও পূর্বের শহর ও দেশগুলোও গোলাকার হবে সে জন্যে পশ্চিমের দেশ মদীনা হতে বহুদূর হওয়া সত্ত্বেও বেশী দিনের পার্থক্য থাকবে না।

পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয় কেন?

উত্তর : ভৌগলিক অবস্থানগত কারণেই এক দেশের চন্দ্র উদয়ের সংবাদের উপর ভিত্তি করে বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের মুসলিমদের জন্য একই দিবসে সিয়াম শুরু ও ঈদ উদযাপন করা কেন সম্ভব নয় তার সংক্ষিপ্ত উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল ঃ

আজ বুধবার ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিঃ। আজ সউদী আরবে সুর্যোদয় সকাল ৬ ঃ ৩০ মিনিটে আর সূর্যাস্ত সন্ধা ৫ ঃ ০৭ মিনিটে মনেকরি আজ ২৯ শে শাবান ১৪৩০ হিঃ আজ রমাযানের চাঁদ উদিত হল। সে হিসেবে সউদী আরবে সন্ধা ৫ ঃ ০৮ মিনিট থেকেই রমাযান মাসের ১ তারিখ গণনা শুরু হল। চাঁদ উদয়ের নুন্যতম এক ঘন্টার মধ্যেই যদি সে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহলে সে সংবাদ অনুযায়ী বিশ্বের কোন একটি দেশে একজন মুসলমান থাকলেও সে সউদী আরবের মুসলমানদের সাথে সম্মিলিত ভাবে একই হিজরী তারিখে সিয়াম শুরু করতে পারে কি না সেটা পর্যালোচনা করা দরকার। বুধবার সউদী আরবের চাঁদ উদয়ের এক ঘন্টা (৫.০৭+৬০ মিনিট= ৬.০৭ মিনিট) পরে যখন সে সংবাদ পরিবেশিত হল, তখন নিউজিল্যান্ডের ডানেডিন সহ অন্যান্য শহরে সময় ১৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভোর ৪.০৭ মিনিট, আর এসকল শহরে আজকে সূর্যোদয় এর সময় হল ৪.৪০ মিনিট, অথবা সূর্যোদয়ের ৩৬ মিনিট পূর্বে নিউজিল্যান্ডের মুসলমানগণ ১লা রমাযানের চাঁদ উদয়ের সংবাদ পেল।

আমরা সকলেই জানি যে, সূর্যোদয়ের কমপক্ষে দেড় ঘন্টা পূর্বে সাহারী খাওয়ার সময় শেষ হয়ে যায়। সে হিসেবে ঐ সব শহরের মুসলমানদের পক্ষে সউদী আরবের চাঁদের সংবাদ অনুযায়ী অন্যান্য দেশের মুসলমাদের সাথে সম্মিলিত ভাবে সিয়াম শুরু করাটা একেবারেই অবম্ভব নয়কি? অন্য দিকে ১৬ ই ডিসেম্বর সন্ধা ৬.০৭ সউদী আরব থেকে ১লা রমাযানের চাঁদ উদয়ের সংবাদ যখন পরিবেশিত হল, সে সময়ে কানাডার ভিক্টোরিয়া ও ভ্যাংকুভাবে, মেক্রিকোর টিজআনা এবং আমেরিকার হনুলুলু সহ বিভিন্ন শহরে সময় বুধবার ১৬ ডিসেম্বর (ধরে নেয়া ২৯ শাবান) ভোর ৪.০৭-৫.০৭ মিনিট আর সুর্যাস্ত ৫.৫২ মিনিটে সুর্যাস্তের পর হনুলুলু বাসীগণ ৩০ শাবান এর অপেক্ষায় না থেকে যদি সউদী আরবের চাঁদের সংবাদের উপর ভিত্তি করে ১লা রামাযান এর রাতে উপনীত হয়, তাহলে সে সময়ে সউদী আরবে সময় বৃহস্পতিবার ১৭ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিঃ, ১লা, রমাযান সকাল ৬.৫২ মিনিট। অর্থাৎ সউদী আরবের মুসলমানগণ ১লা রামাযানের সাহরী খাওয়া সমাপ্ত করে ১ম সিয়ামরত অবস্থায়, অন্য দিকে হনুলুলুর মুসলমানগণ ১লা রমাযান এর কিয়ামুল লাইল শেষে ভোর ৫.৩০

মিনিটে সাহারী খাওয়া শুরু করার প্রায় ১ ঘন্টা ২৩ মিনিট পূর্বেই সউদী আরবের মুসলমানগণ ইযাতারের মাধ্যমে ১লা সিয়াম সমাপ্ত করে ২য় রমাযানের রাতে উপনীত হবে। আর এ ধারাবাহিকতায় ২৯ সিয়াম শেষে সউদী আরবে যদি শাওয়ালের চাঁদ উদিত হয়, তাহলে একদিকে সউদী আরবের মুসলমানগণ ১লা শাওয়ালের রাতে উপনীত হবে।

অন্য দিকে হনুলুলুর মুসলমানগণ ২৯ রোযার রাতের (রাত প্রায় ৩.৩০ মিনিট) ঘুমে মগ্ন, আরও প্রায় দেড় ঘন্টা পরে তারা ২৯ রোযার সাহরী খাবে; অতঃপর সউদী আরবের মুসলমানগণ যখন ১লা শাওয়ালের সকাল ৭টায় ঈদুল ফিতর এর সালাত আদায়ের মাধ্যমে ঈদ উদযাপন করবে, তখন হনুলুলুর মুসলমানগণ ২৯ রোযার ইফতার শেষে মাগরিবের সালাত আদায় করবে। অতঃপর হনুলুলু বাসীগণ ৩০ রোযার অপেক্ষায় না থেকে সউদীতে উদিত হওয়া শাওয়ালের চাঁদের সংবাদের ভিত্তিতে যদি ১লা শাওয়ালের রাতে উপনীত হয়, তাহলেও তারা সউদী আরবের সাথে একই হিজরী তারিখে ঈদ উদযাপন করতে পারবে না। কেননা হনুলুলুবাসীগণ ১লা শাওয়ালের ফজরের সালাতের আদায়ের প্রায় ২ ঘন্টা পূর্বেই সউদী আরবের মুসলমানগণ ২রা শাওয়ালের রাতে উপনীত হবে। এমতাবস্থায় বিশ্বের সর্বত্র একই দিনে সিয়াম শুরু ও সমাপ্ত করে ঈদ উদযাপন করা অসম্ভব নয় কি? তাছাড়া সউদী আরবের সাথে যেসব দেশের সময়ের ব্যবধান পাঁচ থেকে নয় ঘন্টা, সেসব দেশের মুসলমানগণ অসমর্থিত পন্থায় সিয়াম পালন করার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত হননি, ১৬ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৬.০৭ মিনিটে সউদী আরব থেকে রমাযানের চাঁদ উদয়ের সংবাদ যখন পরিবেশিত হল, সে সময়ে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, হংকং চীনে ইন্দোনেশিয়ার বালি ও অন্যান্য শহরে রাত ২.০৭ মিনিট। কোরিয়া ও জাপানের ওসাকায় রাত ১২.০৭ মিনিট। অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানবেক ও সিডনী সহ অন্যান্য শহরে রাত ২.০৭ মিনিট। আর ফিজিতে সময় রাত ৩.০৭ মিনিট।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত দেশ সমূহের মুসলমানগণ নিদ্রা ত্যাগ করে সউদী আরব থেকে রমাযানের চাঁদ উদয়ের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করা অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা নয় কি?

অথচ আল্লাহ তা'আলা ঃ তাঁর বান্দাদেরকে এ থেকে নিস্কৃতি দিয়েছেন এবলে

﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾

অর্থাৎ "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের দ্বায়িত্ব অর্পণ করেন না।"[21]

---

[21] সূরা বাকারাহ- ২৮৬।

তিনি আরও বলেন ঃ

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

অর্থাৎ ঃ "(অতএব) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসেই সিয়াম পালন করে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা করতে চাননা, যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।[22]

প্রকৃত পক্ষে ভৌগোলিক কারণেই বিশ্বের সর্বত্র একই দিনে সম্মিলিতভাবে সিয়াম শুরু ও ঈদ উদযাপন করা সম্ভব নয় বলেই রাসূল (ﷺ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে এ সংক্রান্ত কোন উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত এর (ক) নং আবু হুরাইরাহ বর্ণিত সম্মিলতভাবে ঈদ উদযাপন সংক্রান্ত হাদীসটি আসলে স্থানীয় চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল হয়েই অঞ্চল ভিত্তিক সকলের সম্মিলিত ভাবে সিয়াম পালন ও ঈদ উদযাপনেরই নির্দেশনা। আর এ নির্দেশনার আলোকেই কোন দেশের অধিকাংশ মুসলমানের বিপরীতে স্বল্প সংখ্যক মুসলমানের ভিন্ন দেশের চাঁদের সংবাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে এ সকল ইবাদত করা বৈধ হবে না।

দেশে দেশে সময়ের পার্থক্য থাকে কেন?

উত্তর ঃ আমাদের দেশে যখন দুপুর ১২ টা, আমেরিকায় তখন রাত ১২ টা ভারতে তখন বেলা ১১ টা। একই সময়ে এককে দেশের ঘড়িতে কেন এককে রকম সময় নির্দেশ করে? আবার একই দেশ হলেও আমেরিকার মধ্যেও রয়েছে চারটি টাইম জোন ইস্টার্ণ সেন্ট্রাল, মাউন্টের ও প্যাসিফিক। প্রতিটি টাইম জোনের মধ্যেপার্থক্য ১ ঘন্টা করে। অর্থাৎ ইস্টার্ণ জোনে যখন ৭টা বার্জে, তখন সেন্ট্রাল

[22] সূরা বাকারাহ- ১৮৫।

জোনে বাজে ৬টা, মাউন্টেন জোনে ৫টা আর প্যাসিফিক জোনে বাজে ৪টা, এর কারণ হলো, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে অবিরাম ঘুরছে। তাই পৃথিবীর যে পিঠ সূর্যের দিকে থাকে সেপিঠে তখন দিন, অন্য পিঠে রাত। সময়ের এ জটিলতা নিরসনের জন্য ১৮৮৪ সালে ২৫ দেশের বিশেষজ্ঞরা এক হয়ে বসে সারা পৃথিবীকে ২৪টি সময় অঞ্চল বা টাইম জোনে ভাগ করেন। পৃথিবীর পেট বরাবর ঠিক মাঝ খানে একটি সরলরেখা ঘুরে আবার শুরুর বিন্দুতে মিলিত হয়ে একটি বৃত্ত সৃষ্টি করে। এই রেখাকে বলা হয় বিষুব রেখা। এ বিষুব রেখা বা বৃত্তকে তাঁরা ২৪টি টাইম জোনে ভাগ করেন। প্রতিটি ভাগে জ্যামিতিক নিয়মে হয় ১৫ ডিগ্রি (২৪×১৫= ৩৬০ ডিগ্রি)। তারা ইংল্যান্ডের গ্রিন উইচ থেকে সময় গণনার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে ধরা হয় ০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন টাইম জোনের সময়ের পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সেজন্য প্লেন থেকে এদেশ থেকে আন্যদেশে গিয়ে নামলে সাথে সে দেশের রমাযানের সাথে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয়।

(দ্রঃ দৈনিক নয়া দিগন্ত : ঢাকা, রোববার, ৩ ফাল্গুন ১৪১৫, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ৮)

নতুন চাঁদ দেখার দু'আ

বিভিন্ন হাদীসে নবী ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণ থেকে কিছু শব্দ হেরফের করে চাঁদ দেখার আট রকম দু'আ পাওয়া যায়। তিরমিযী, আবূ দাউদ, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, ইবনু আরোযা ও মাজমাউয যাওয়া-য়িদে ঐ দু'আগুলো বর্ণিত আছে। ঐ সব দু'আর অধিকাংশ হাদীসের সূত্রে দুর্বল রাবী আছেন।

আল্লামা নুরুদ্দীন হায়সামীর গবেষণা ঐ সংক্রান্ত নিম্নের হাদীসটির সূত্র আপত্তিমুক্ত। তাই এ দু'আটি এখানে বর্ণনা করা হলো। রাফে ইবনু খাদীজ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন :

هِلَالُ خَيْرٍ وَالرُّشْدِ

হিলালু খাইরিন ওয়ার রুশদি।

অর্থাৎ কল্যাণ ও সুপথ প্রদর্শনের চাঁদ।

তারপর তিনবার বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ قَدْرٍ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ

" হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ মাসের কল্যাণ ও ভাগ্যের কল্যাণ কামনা করছি এবং এর অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[23]

বর্তমান সমাজে দেখা যায় কোন কোন ব্যক্তি নতুন চাঁদ দেখলে চাঁদকে হাত তুলে সালাম করে। নাউযুবিল্লাহ॥

তা কখনই করবেন না। কেননা, আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তোমাদের কেউ নতুন চাঁদ দেখাকালে মাথা তুলবে না। তোমাদের জন্য কেবল একথা বলাই যথেষ্ট : رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

"আমার এবং তোমার প্রতি পালক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা[24]

সহীহ মুসলিমের কুরাইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক প্রশ্নে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র উত্তর কি গবেষণালব্ধ ছিল?

বিশ্ববরেণ্য ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী (র.) "নাইনুল আওতার" নামক গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে বলেছেন :

প্রথমত: সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)' প্রশ্নোত্তর ইজতেহাদ (গবেষণালবদ্ধ) ছিল। এটা শরী'আতের দলীল হিসেবে গ্রহণ যোগ্য নয়।

আমি বলব : তাঁর এ উক্তিটি সঠিক নয়। কারণ, বিশ্ব বরেণ্য ইমাম জালালুদ্দীন আসসুয়ূতী (উসূলি হাদীস বা হাদীসের গ্রামার হিসেবে) লিখেছেন :

সাহাবীর ক্বওল (কথা) বা ফেলকে (কার্মকে) স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র দিকে সম্পৃক্ত করলে সেটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কথা বা কাজ হিসেবে আখ্যায়িত হবে। অর্থাৎ সেটি মারফূ হাদীস যাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা ও আমল করা ওয়াজিব। অন্যথায় মাওকুফ হাদীস হবে।

অনুরূপ সাহাবীর কথা যে, আমাদেরকে এরূপ নির্দেশ বা নিষেধ করা হয়েছে, সেটিও মারফূ হাদীস যাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা ও আমল করা ওয়াজিব। [25]

ইমাম শাওকানী বলেছেন : বরং দলীল হচ্ছে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নির্দেশটি "তোমরা যখনই চাঁদ দেখবে তখন তোমরা সিয়াম আরম্ভ করবে, আবার যখন চাঁদ দেখবে তখন তোমরা সিয়াম ভঙ্গ করবে।[26]

---

[23] তাবারানী, মাজ মাউয যাওয়া- যিদ ১০/১৩৯ পৃষ্ঠা।

[24] মুসান্নাফ ইবনু শায়বা ৩/৯৮ পৃঃ।

[25] তাদরীবুর রাবী ১৪৮–১৪৯, আরও দেখুন, বায়িসুল হাসীস ও তাইসীর মুসত্বালাহিল হাদীস।

আমি বলব : অত্র হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, তোমরা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে চাঁদ দেখার নিঁখুত সংবাদ পাবে তখন সিয়াম আরম্ভ করবে এবং ভঙ্গ করবে। তা কি স্ব-স্বদেশের চন্দ্রানুযায়ী করবে?

অতএব রাসূল ﷺ স্বয়ং উপরোক্ত নির্দেশানুযায়ী কিভাবে সিয়াম ও ঈদ পালন করেছেন এবং সাহাবীগণ?

রাসূল ﷺ কখনো স্বয়ং চাঁদ দেখেছেন, আবার কখনো কোন সাহাবীর (যেমন, ইবনু উমার) চাঁদ দেখা অনুযায়ী, আবার কখনো কোন (মুমিন প্রমাণ হওয়ার পর) বেদুইনের সাক্ষ্যানুযায়ী নিজে সিয়াম পালন করেছেন এবং সাহাবীগণকে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো : ইবনু উমার তো নবীর শহরের মানুষ, কিন্তু আগত বেদুইন কোথাকার?

তার সম্পর্কে আলোচনা আসছে। তবে জেনে রাখুন সে ব্যক্তি মদীনার পার্শবর্তী কোন গ্রামের। কারণ সে যদি মদীনা থেকে বহু দূরের হত এবং তার সাক্ষ্যানুযায়ী সিয়াম পালন আরম্ভ করেন, তাহলে মদীনার পূর্বে মক্কায় সিয়াম পালনের জন্য চাঁদ উদয়ের সংবাদ ঘোষণা জন্য কোন সাহবীকে প্রেরণ করেছিলেন?

না, কাউকে প্রেরণ করা দরকার মনে করেননি।

কারণ, তিনি বলেছেন : তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং তা দেখেই সিয়াম ভঙ্গ কর। এ প্রশ্ন দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ব্যক্তি মাদীনা এমন পার্শ্ববর্তী যে, সেখানকার এবং মাদীনার চন্দ্রউদয় স্থল এক। কেননা, সে যদি বহুদূরের হত, তাহলে সে তাৎক্ষনাত কিভাবে আসল। অথচ মাক্কা হতে মাদীনায় আসতে ১২ দিন লাগত। আর মক্কা ও মদীনার চাঁদের উদয় স্থল এক। রাসূল ﷺ সে ব্যক্তির সাক্ষ্যানুযায়ী সিয়াম পালন করবেন, আর মদীনার পূর্বে মক্কার এবং অন্যান্য বহু দূরের মানুষ ফরয সিয়াম পালন করবে না? এমনটি কখনোও হতে পারে না। এহলো রাসূল ﷺ'র সিয়াম ও ঈদ পালনের পদ্ধতি।

আর সাহাবীগণ রাসূল ﷺ'র নির্দেশানুযায়ী কিভাবে সিয়াম ও ঈদ পালন করে ছিলেন?

সাহাবীরা তো তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সাথেই পালন করেছেন, কাজেই কোন প্রশ্ন আসে না।

---

[26] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, নাসায়ী।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নির্দেশানুযায়ী সাহাবীরা স্ব-স্ব শহরের নতুন চঁন্দ্রানুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করেছিলেন। যেমন মু'আবিয়া সিরিয়ায় মদীনার এক দিন পূর্বে সিয়াম ও ঈদ পালন করেছিলেন এবং ইবনু আব্বাস সিরিয়ার একদিন পরে মদীনায় চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করেছিলেন (কারণ, মদীনা থেকে সিরিয়ার আকাশ পথে ৭০০ মাইল দূরে অবস্থিত)।

দলীল সহীহ মুসলিমে কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। যা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

অতএব পরিস্কারভাবে বুঝা গেল যে, রাসূল 'র নির্দেশটি থেকে সাহাবীগণ বুঝে ছিলেন স্ব-স্ব শহরের চাঁদ চন্দ্রানুযায়ী পালন করা।

আর যদি তা না হয়, তাহলে ইবনু আব্বাস ও মু'আবিয়ার মত সাহাবীদের সিয়াম ও ঈদ পালন রাসূল 'র নির্দেশের পরিপন্থী। কাজেই তাঁদের ফরয সিয়াম ও ঈদ শরী'আত সম্মত হয়নি। নাউযুবিল্লাহ।

ইমাম শাওকানীর উক্তি :

দ্বিতীয়তঃ ইবনু আব্বাস বলেছেন : "রাসূল এভাবেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।" কিন্তু তিনি রাসূল 'র বাণী কোন শব্দ বা তাঁর শব্দের কোন অর্থ বর্ণনা করেননি, যার ফলে তাঁর বাণীর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যাবে।

আমি বলব : ইবনু 'আব্বাস তাঁর বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য নিম্নের হাদীস সমূহ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ثَلَاثِينَ– (رواه البخاري ومسلم)

রাসূল বলেছেন : 'তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং চাঁদ দেখেই সিয়াম ভঙ্গ কর। যদি তোমাদের নিকট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ত্রিশ পূর্ণ করে নাও।'[27]

ইবনু উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীস:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

---

[27] বুখারী ও মুসলিম।

রাসূল ﷺ বলেছেন : চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পালন করিও না এবং তা না দেখা পর্যন্ত তোমরা সিয়াম ভঙ্গ করিও না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তা গণনা করে নাও।'[28]

অতএব আলোচ্য হাদীস দ্বয়ের নির্দেশের ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ (ইমাম শাওকানীর উক্তি) তাছাড়া মাহে রমাযানের প্রথম দিকে ইবনু আব্বাস (রাঃ)'র নিকট সিরিয়ার চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছেনি। রবং মাহে রমযানের শেষ ভাগের দিকে পৌঁছে।

আমি বলব : যদি তাই হয়, তাহলে তো ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) ও মদীনাবাসীর একদিনের সওম বা একটি রোযা কমে যায় কারণ, সিরিয়ার এক দিন পরে থেকেই ইবনু আব্বাস (রাঃ) সিয়াম আরাম্ভ করে ছিলেন। প্রথম দিকে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর যদি না হয় তাহলে ইবনু আব্বাস ছুটে যাওয়া সওমটি কবে কাযা হিসেবে পালন করলেন? সে আলোচনা কোথায়?

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর মত সাহাবীর উক্তি রাসূল ﷺ'এর দিকে সম্পৃক্ত করা হাদীস যদি ইমাম শাওকানীর মত ব্যক্তি গবেষণা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন, তাহলে শাইখুল হাদীস 'আল্লামাহ্ ওবায়দুল্লাহ্ মুবারকপুরীর মত ব্যক্তি ইমাম শাওকানীর মন্তব্য কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত সহজ ও যুক্তি সঙ্গত। তাই তিনি স্বীয় গ্রন্থে (মির'আতে) বলেছেন, শাওকানীর মন্তব্যটি সম্ভবনাময় আর এ সম্ভাবনাকে অত্র হাদীস প্রত্যাখ্যান করছে।[29]

সুতরাং আমরা বলব ইমাম শাওকানীর মন্তব্য সঠিক নয় । কেননা, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর লিখিত মূলনীতি হতে এবং শাইখুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর পর্যালোচনা এটা প্রমাণ করে। (এখানে ইমাম শাওকানীর মন্তব্যের পর্যালোচনা শেষ)

পঞ্জিকা বনাম মুহাম্মাদীয় ধর্ম

ইসলামী শরী'আতে জ্যোতিবিজ্ঞানীদের গণনা ও পঞ্জিকা বর্ণনাকারীর বিষয়ে এক পয়সাও মূল্য নাই। কারণ, মহানবী ﷺ'র যুগে 'আরবের অনেক কাফিররা আকাশ বিদ্যায় ভালপণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা গ্রহ, নক্ষত্র দর্শন করে যেসব হিসাব পেশ করত তা 'আরবের কাফিররা এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা দেখে বুঝে মেনে নিত। ওদের দেখা-দেখি কিছু মুসলিমরাও ওদের হিসাবে আস্থা রাখতো ফলে মুসলিমদের এ শিরকী ধারণা দূর করার জন্য একদা রাসূল ﷺ বললেন :

---

[28] বুখারী ও মুসলিম।

[29] মিরআতুল মাফাতিহ ৬/৪২৮ পৃঃ।

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ كُلِّهَا (رواه البخاري ومسلم)

"আমরা নিরক্ষর উম্মাত। আমরা লিখতে ও জানি না, হিসাব ও জানি না। মাস হলো এরূপ, এরূপ, এরূপ। দু'হাত তিনবার ইঙ্গিত করেন, তৃতীয়বারে তিনি বৃদ্ধা আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করলেন। (রাবী ইবনু উমার বলেন) মাসগুলো এরূপ, এরূপ, এরূপ, এবার সমস্ত আঙ্গুলগুলো দ্বারা ইঙ্গিত করেন। অর্থাৎ মাস কখানো ২৯ শে এবং কখনো ৩০শে।[30]

পঞ্জিকা অর্থাৎ জ্যোতি বিজ্ঞানীদের হিসাব গ্রহণ করা যাবে কি-না? এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) অত্র হাদীসকে সামনে রেখে স্বীয় গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করেন এ বলে :

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ

"নবী ﷺ-এর বাণী আমরা "লিখি না, হিসাবও করি না" বিষয়ক অধ্যায়।

এখানে তারিখ লিখে রাখা পঞ্জিকার ন্যায় এবং সে গণনা লিখিত তারিখকে গণ্য করা উভয় বস্তু শরী'আত বর্হিভূত এবং অগ্রহণীয়।

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় তের শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন (রহ.) বলেন : সিয়ামের ব্যপারে আমাদেরকে চাঁদ দেখার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং গ্রহ নক্ষত্রের গোলক ধাঁধায় পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, অন্য হাদীসে আছে, যদি তোমরা মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পারলে তা গণনায় ত্রিশ পূর্ণ করে নাও। ঐ হাদীসে নবী ﷺ একথা বলেননি যে, যদি তোমরা মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পারলে পঞ্জিকা ওয়ালা জ্যোতি বিজ্ঞানীদের নিকটে যাও। কারণ ইলমে নুজুম বা জ্যোতি বিজ্ঞানে মগ্ন থাকতে ইসলামী শরীআত নিষেধ করেছেন তার কারণ, ঐ হিসাব নিছক অনুমান ও কল্পনা। ওতে কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই এবং দৃঢ় ধারণাও নাই।

বুলুগুল মারামের ভাষ্যকার মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-ইয়ামানী আস সানয়ানী (রহ.) বলেন, চাঁদের মনযিল সমূহের (কক্ষস্থান সমূহের) হিসাব অনুযায়ী সন, মাস ও তারিখ নিরূপন করা উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার সর্বসম্মতক্রমে বিদ'আত। সারা বিশ্বের কোন 'আলিম এ কথা দাবী করতে পারে না যে, রাসূল ﷺ'র যুগে কিংবা খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ঐ হিসাবের প্রতি কানা কড়িও গুরুত্ব দেয়া হ'ত।

[30] বুখারী ও মুসলিম।

এ বিদ'আত সম্ভবত হারুনুর রশীদের ছেলে মামুনের যুগে চালু হয়। যিনি গ্রীক মনীষীদের বই পুস্তকের অনুবাদ আরাবীতে করান। কিন্তু ঐ জ্যোতি বিজ্ঞান এমন এক বিজ্ঞান, যার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন : এটা এমন একটি বিদ্যা যা কোন উপকারে আসে না এবং না জানলে কোন ক্ষতি ও হয় না। এটা আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট থেকে এসেছে। কারণ তাদের ঈদ ও অন্যান্য উৎসবাদি সূর্যের চলাচলের হিসাব অনুযায়ী হয়। তাই মনে হয় ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও গ্রীকদের নিকট থেকে এ ব্যাধি মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এ বিদ্যা চর্চায় সারা দুনিয়া যখন মুখর সে সময়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তিনি এর প্রতি বিন্দুবিসর্গ ও গুরুত্ব আরোপ করেননি। অতঃপর আহলে বাইত ও সাহাবায় কেরাম এবং তাদের পূরবর্তী ওলামায়ে কিরাম কেউই এ বিদ্যাকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেননি (আইনুল বারী ৪/৩১৪-৩৩৫ পৃঃ) চাঁদের ব্যাপারে জ্যোতি বিজ্ঞানীদের হিসাবের কোন গুরুত্বই ইসলামে নাই। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোন গণকের কিম্বা জ্যোতিষীর নিকট যায়, অতঃপর সে যা বলে তা ঐ ব্যক্তি সত্য বলে মানে তাহলে সে মুহাম্মাদ ﷺ'র উপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করলো।[31]

যদিও মুসলিমের একটি দল রাফেয়ী বা জ্যোতি বিজ্ঞানীদের প্রতি রুজু (ফিরে) করতে বলেছেন এবং ফাকীহ ওদের ঐ মতকে সমর্থন করেছেন। 'আল্লামা রাজী বলেন : পূর্ববর্তী 'আলিমদের সর্ববাদী সম্মত মত ওদের বিরুদ্ধে।[32]

যা হোক অমুসলিম- জ্যোতিষী এবং কুরআন ও হাদীস জ্ঞানী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেমের হিসাব ও যখন চাঁদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারছে না তখন দেখা যাক সারা বিশ্বের শিক্ষক মুহাম্মাদ ﷺ কী বলেন।

তিনি বলেন : তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং তা দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর। যদি তোমাদের নিকট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ত্রিশ পূর্ণ করে নাও।[33]

অত্র হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্য কোন দেশের নবচন্দ্রে নিখুঁত সংবাদ পাওয়ার জন্য নিজ ঘরে নির্বোধের মত বসে থাকা দরকার নাই বরং দেশেই চাঁদ দেখতে হবে। কেননা, যদি অন্য কোন দেশের চাঁদের সংবাদ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করাই শরী'আত সম্মত হত, তাহলে রাসূল ﷺ এ কথা বলতেন না যে, আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ পূর্ণ করে নাও। অতঃপর সিয়াম পালন আরম্ভ কর।

---

[31] বাহরুর রায়েক ২/২৬৪ পৃঃ।

[32] ফাতহুল বারী ৪/১২৭ পৃঃ।

[33] বুখারী ও মুসলিম।

কারণ একই সময়ে পৃথিবী ব্যাপী সকল দেশের আকাশে মেঘাচ্ছন্ন থাকে না। সুতরাং যে দেশে বা অঞ্চলে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে সে দেশের অধিবাসীদের জন্য ত্রিশপূর্ণ করাই ফরয। সউদী 'আরব বা অন্যান্য দেশের চাঁদের সংবাদ গ্রহণ করা ফরয নয়। আজ থেকে ৭০ বছর পূর্বে বাংলাদেশের মানুষ সউদী 'আরবের চাঁদের সংবাদ গ্রহন করার সরকারীভাবে কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ব্যক্তিগত তো দূরেই থাক। তাহলে কি সে সময়ের লোকদের সিয়াম বিফলে গেছে? না কখনোও না। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ.) এবং ইমাম নববী (রহ.) বলেন :

(المراد بالحساب هنا حساب المنجين)

এখানে হিসাবে অর্থে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব (ফাত্হুল বারী ৪/৯০ পৃঃ, শারহু নব্বী ১ম খণ্ড)।

হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্র বিখ্যাত কিতাব মাজমাউল আনহুর শারহে মুন্তাকাল আবহুর ১/২৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে ঃ

وفي القهستاني : إن ما قال أهل التنجيم غير معتبر فمن قال أنه يرجع فى ذالك فقد خالف الشيخ قال رسول الله من آتى كاهناً أو مخجماً وصدقه فهو كافر ما نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم

ফাতাওয়া কুহেস্তানীর মধ্যে নিশ্চয় নুজূমী অর্থে জ্যোতিষীগণ (চন্দ্র সম্বন্ধে যে সংবাদ) যা বলে তা মানার যোগ্য নয়। অতঃপর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য গণক বা জ্যোতিষীদের নিকট গেল এবং তাদের বক্তব্য বিশ্বাস করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ'র উপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করল। উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ আছে :

وأيضا فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة ويصح أن يصح أن يرى في أقليم دون أخر فيردى ذالك إلى إختلاف الصوم عند أهله إلى قوله والشهر على مذهب الجمهور مقطوع به لقوله الشهر تسع وعشرون فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، فالتسع وعشرين مقطوع بها وإن غم كمل ثلاثين وهي غاية

পুনঃনিশ্চয় ভৌগলিক ও জ্যোতিষীদের মতে বিভিন্ন প্রদেশ আছে এবং তাদের নিকট এক দেশ ছাড়া আর এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে। অতএব তাদের মতেই সিয়ামের বিষয়ে মতভেদ হয় বুঝা যাচ্ছে। অথচ মাস যা প্রসিদ্ধ মুসলিমগণের নিকট

নিশ্চতরূপে ২৯ বা ৩০শে। এ স্থলে এদের হিসাব নিতে গেলে ইসলামে মাসের যে সংখ্যা গণনা সম্বন্ধে আইন নির্ধারিত আছে তা ছিন্ন হয়ে যায়, ইসলামী হিসাবের নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই ধর্মীয় নেতাগণ এদের হিসাবকে বর্জন করেছেন, দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন যে,

أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع وقال ابن العابدين وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة بقول المـــنجمين وقال في الردة أرباب التقاويم من أنواع الكاهن لا دعائهم العلم بالحوادث الكائنات.

মি'রাজের সিয়াম পালন করা অপরিহার্য, এমন কথা যারা বলে ইজমা দ্বারা তাদের মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অতএব চার মাযহাবের ইমামদের নিকট জ্যোতিষীদের হিসাব অগ্রহণীয়। ইমাম ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (রহ.) উদ্ধৃত করেছেন যে, রাফেজী দল ব্যতীত পঞ্জিকার কথা কোন মুসলিমের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সম্পূর্ণ বাতিল মাযহাব বিশেষভাবে শরী'আত এ বিষয় হতে নিষেধ করেছেন।[34]

অতএব, মুহাম্মাদী শরীআত অনুসারীগণ। এদের কথা অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করে আপন ধর্ম ও ইসলামী বিধান বিনষ্ট করবেন না। এটাই আমার বিনীত অনুরোধ।

বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনের সংবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে ফাতাওয়া।

উত্তর ঃ হানাফী ফোকাহা এবং আহলে হাদীস মুহাদ্দিসগণের ফাতাওয়া অনুযায়ী এক শহর হতে অন্য শহরের নবচাঁদের সংবাদ যদি সেখানকার হেলাল কমিটি কিংবা কোন প্রসিদ্ধ আলেমের বরাত ব্যতীত প্রচার করা হয় তাহলে সে সংবাদ অনুসারে সিয়াম ও ঈদ পালন করা যাবে কি না?

অনেকে বলেন, আমরা প্রত্যহ দেখে থাকি যে, বেতার এবং টেলিভিশনের প্রচারিত সংবাদগুলো বিশ্ববাসী গ্রহণ করে নেয়। ঐরূপ ঐ বেতার এবং টেলিভিশনে প্রচারিত চাঁদের সংবাদ মানা যাবে না কেন?

যারা মানে না তারা এ যুগে বাস করার যোগ্য নয়। প্রকৃত ব্যাপার কি তাই? না, তা তো নয়।

---

[34] ফাতহুল বারী ৪/৯০ পৃঃ।

কারণ, বেতারে প্রত্যহ যে সংবাদগুলো প্রচারিত হয় তাতো দুনিয়াবী সংবাদ মাত্র। যার সাথে ঈমান ও বেঈমানের কোন প্রশ্ন জড়িত নয়। কিন্তু এর বিপরীতে সিয়াম ও ঈদের চাঁদের সংবাদ, যার ভূল-ভ্রান্তির সাথে নেকী ও পাপের সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং চাঁদের সংবাদ বেতারে প্রচার করতে গেলে শরী'আত সম্মত উপায়ে পরহেযগার ও দীনদার 'আলিম কর্তৃক প্রচারিত হওয়া উচিত। কোন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কিংবা মন্ত্রী প্রমুখদের বেতার ভাষণ যেমন তাঁর দফতরে গিয়ে রেকর্ড করে এনে বেতার মারফত তাঁর সেই রেকর্ড শোনানো হয়, তেমনি সিয়াম ও ঈদের চাঁদের সংবাদ কোন শহরের হেলাল কমিটি কর্তৃক কিংবা কোন বিশিষ্ট 'আলিমের ঘোষণা রেকর্ড করে রেডিও মারফত শোনানো উচিত। তাহলে বিভ্রান্তি আসবে না এবং শরী'আতের নিয়ম নীতি প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাক-ভারতে ঐরূপ করা অবশ্যই উচিত। কিন্তু, সেখানকার আল্লাহভীরু ও শরী'আতের একনিষ্ঠ অনুসারী মুসলিমরা যদি হেলাল কমিটির কোন 'আলিম সদস্য কিংবা কোন বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ 'আলিম যাঁর গলার স্বর জনগণ চিনেন তাঁর দ্বারা বেতার মারফত চাঁদের সংবাদ ঘোষণার ব্যবস্থার ব্যাপারে তাঁদের সরকার কে বাধ্য করতে না পারে, বরং গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে নারীদের সাথে অবাধ মেলা-মেশাকারী ফাসিক চরিত্রের বেতারকর্মীর দ্বারা চাঁদের ঘোষণা করা হয়- বর্তমানে যেমন হচ্ছে তাহলে কী হবে?

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত সংবাদের ব্যাপারে ফাকীহ ও মুহাদ্দিসগণ একথাও বলেন যে, ঐ সংবাদটি প্রসিদ্ধির পর্যায়ে পৌঁছতে হবে। অর্থাৎ চাঁদের সংবাদটি যেন কেবল একটি রেডিও সেন্টার হতে প্রচারিত না হয় বরং তা যেন একাধিক বেতার সেন্টার থেকে প্রচারিত হয় এবং তা কয়েক বার প্রচারিত হয়। যেমন বাংলাদেশ বেতার থেকে যদি কোন ফাসিক চরিত্রের ঘোষক মারফত সিয়াম বা ঈদের চাঁদের সংবাদ হেলাল কমিটির বরাত ছাড়া প্রচারিত হয় এবং ঐরূপ সংবাদ যদি রাজশাহী, চিটাগাং ও খুলনা বেতার হতে প্রচারিত না হয় তাহলে সংবাদটি "প্রসিদ্ধির পর্যায়ে পৌঁছবে না। যার ফলে ঐ সংবাদ অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করা যাবে না। কিন্তু চাঁদের সংবাদ বাংলাদেশের চারটি বেতার সেন্টারে যদি কিছু সংক্ষেপে কিংবা আরো বিশদভাবে পুনঃপ্রচারিত হয় তাহলে সংবাদটি মুফতীদের পরিভাষায় "এস্তেফা-যা" বা প্রসিদ্ধি পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। যার ফলে এ প্রসিদ্ধ সংবাদানুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করা যেতে পারে।

রমাযান মাসের নতুন চাঁদ দিনে দেখা গেলে

এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ বলেছেন : তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং তা দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর। আকাশ যদি তোমাদের নিকট মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শা'বান ত্রিশ পূর্ণ করে নাও (বুখারী ও মুসলিম)। তিনি আরও বলেছেন :

তোমরা যদি রমাযানের চাঁদ দেখতে না পাও তাহলে শা'বান মাস ত্রিশপূর্ণ করে নাও এবং শাওয়ালের নতুন চাঁদও যদি দেখতে না পাও তাহলেও রমাযান ত্রিশ পূর্ণ করে নাও।[35]

উপরের বর্ণিত হাদীসদ্বয় দ্বারা জানা যায় যে, শাবানের উনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায় রমাযানের চাঁদ অন্বেষণ করতে হবে। এ অন্বেষণ সবাই করবে। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে সবাই যদি চাঁদ দেখতে না পারে বরং কেবলমাত্র একজন আল্লাহভীরু লোক তা দেখে তাহলে তাঁর সাক্ষ্য মেনে নিয়ে সাবইকে সিয়াম পালন করতে হবে। যেমন ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন আমিও চাঁদ দর্শনকারীদের একজন। আমি তা রাসূল ﷺ-কে সংবাদ দিই এবং রাসূল স্বয়ং সিয়াম পালন করেন এবং লোকদের পালনের নির্দেশ দিলেন।[36]

পক্ষান্তরে সিয়াম ও ঈদের চাঁদ যদি কখনো দিবসে দেখা যায় তাহলে তার দু'টি দিক রয়েছে। এক যাওয়াল বা মাথা উপর থেকে সূর্য ঢলার আগে। দুই- যাওয়ালের পর। একদা উমার (রাঃ) উৎবাহ ইবনু ফরকাদাকে একটি পত্র লিখে বলেন, দিবসের প্রথম দিকে চাঁদ দেখা গেলে তা গতদিনের চাঁদ। অতএব তখনই তোমরা সিয়াম ভঙ্গ কর। কিন্তু যখন দিনের শেষ দিকে দেখবে তখন সেটা ঐ দিনের হবে। অতএব তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর ।[37]

এ মর্মে আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[38]

অলীদ ইবনু উৎবাহ (রাঃ) বলেন, একবার আমরা 'আলী (রাঃ)-এর যুগে চাঁদ দেখতে না পেরে আটাশটা সিয়াম রেখে ছিলাম। অতঃপর যখনই ঈদের দিবস এল তখন তিনি আমাদেরকে একটি সওম কাযা বা পরে পালন করার হুকুম দিয়েছিলেন।[39]

বিখ্যাত তাবেয়ী আল্লামাহ শা'বী (রহ.) বলেন, আমরা ত্রিশের তুলনায় উনত্রিশ সিয়াম বেশী পেয়েছি।[40]

---

[35] মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৪/১৫৫ পৃঃ।

[36] তিরমিযী ও আবূ দাউদ, সহীহ সনদে।

[37] মুসান্নাফ ইবনু শায়বা ৩/৬৬ পৃঃ।

[38] মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৪/১৬৬ পৃঃ, মুহাল্লা ৬/২৪০ পৃঃ।

[39] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/৮৬ পৃঃ।

[40] মুসান্নাফ ইবনু শায়বা ৩/৮৬ পৃঃ।

মাদানী সাহেব একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে তিরমিযী ও আবূ দাউদ থেকে প্রথম দলীল হিসেবে যে সহীহ হাদীসটি পেশ করেছেন, তার উত্তর কি হবে?

প্রথম দলীল :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَــوْمَ تَصُــومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ، رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.

"সওম হলো যেদিন তোমরা সিয়াম রাখো, ঈদুল ফিতর হলো যেদিন তোমরা সেটা পালন করো এবং ঈদুল আযাহ হলো যেদিন তোমরা কুরবানী করো।[41]

মুহাক্কিক আলবানী হাদীসাটিকে সহীহ বলেছেন।

আমি বলব : অত্র হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলেই একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি। অতএব কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন তবে বাংলাদেশের মুসলিমদের সাথেই তিনি সিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, নিজ দেশের হিসেবে নয়।

উত্তর : মাদানী সাহেব অত্র হাদীসটিকে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করে মারাত্মক ভুল করেছেন।

তাঁর যোবানী থেকে উচ্চারিত অত্র হাদীসটি ভুল ঈরাব বা রিডিং।

الصَّوْمُ يَوْمٌ تَصُومُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمٌ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَــوْمٌ تُضَــحُّوْنَ، رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.

যেভাবে ভুল ধরলাম :

প্রথম ভুল : তিনি ভুল ঈরাব (রিডিং) প্রয়োগ করে ভুল অনুবাদ করলেন। যথা :

"তোমরা একই দিবসে সিয়াম পালন করবে, একই দিনে ঈদুল ফিতর পালন করবে; এবং একই দিবসে ঈদুল আযহা পালন করবে" (নাউযুবিল্লাহ)।

আর তিনি ভুল ঈরাব (রিডিং) প্রয়োগ করে নিজ অভিমতের অনুকূলে অত্র হাদীসটির অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রতিকূলে চলে গেল। যথা :

"তোমরা সিয়াম পালন করবে যে কোন এক দিন, ঈদুল ফিতর পালন করবে একদিন, এবং ঈদুল আযহা পালন করবে একদিন। কেননা, অত্র হাদীসে "يـوم"

[41] তিরমিযী, আবূ দাউদ সহীহ সনদে ইরওয়া হাঃ ৯০৫, ৪/১১ পৃঃ।

য়াউমুন শব্দটি একবচন "نكرة" অনির্দিষ্ট যা প্রমাণ করে মাহে রমাযানের যে, কোন একদিন। যেমন "فرس" ফারাসুন অর্থাৎ যে কোন একটি ঘোড়া।[42]

(মাদানী সাহেব ভুলের পর ভুল করেছেন)

তাঁর কর্তৃক অনুবাদে যেন একটি "ফী" "في" হরফে জাররাহ উহ্য হয়েছে। যথা :

الصَّوْمُ فِيْ يَوْمٍ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ فِيْ يَوْمٍ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى فِيْ يَــوْمٍ تُضَحُّوْنَ.

অর্থাৎ : "তোমরা একই দিবসে সিয়াম পালন করবে, একই দিবসে ঈদুল ফিতর পালন করবে এবং একই দিনে ঈদুল আযহা পালন করবে। (নাউযুবিল্লাহ ওয়াসতাগফিরুল্লাহ)

আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে সঠিক বুঝ দিন। আমীন!

এরূপ পরিবর্তন ইয়াহূদীরা করেছিল, যার প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه﴾

ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোকেরা কালামকে (তাওরাতকে) তার স্বীয় স্থান (শব্দ বা অর্থের দিক দিয়ে) অন্য দিকে ফিরিয়ে দিত।

আর তিনি একই দিবসে, একই দিবসে অনুবাদ করলে আল্লাহ বাণী :

﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (سورة مريم : ٣٣)

উক্ত আয়াতের অর্থ কী করবেন?

তাঁর কর্তৃক হাদীসের ঈরাব (বা রিডিং) ও অনুবাদানুযায়ী অত্র আয়াতের অর্থ এ দাঁড়ায়। যথা :

(ঈসা عليه السلام বললেন) "আমার উপর সালাম (শান্তি), আমি একই দিবসে জন্ম গ্রহণ করেছি একই দিবসে মৃত্যুবরণ করব এবং একই দিবসে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।[43] (বিবেকহীন অর্থ)

পক্ষান্তরে, সঠিক ঈরাব (রিডিং) অনুযায়ী অর্থ হবে :

"আর আমার উপর সালাম (শান্তি), যে দিবসে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, যে দিবসে আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যে দিবসে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। (সূরা মারইয়াম)

---

[42] ক্বাতারুন নাদা ওয়াবাল্লুসসদার ভাস্যে "তানকীব ওয়াততারীফ অধ্যায় ১০৩-১০৪ পৃঃ।

[43] সূরা মারইয়াম : ৩৩।

দ্বিতীয় ভুল ইলমে নাহু বা আরবী গ্রামারের

আরবী গ্রামারটি হলো ঃ **خبر** (Predicate বা বিধেয়) যদি **ظرف مكان** "যরফে মাকান বা কোন স্থান" হয় তাহলে উহার **مبتداء** (Subject বা উদ্দেশ্য) **جوهر** (সে স্বয়ং সম্পূর্ণ) এবং **عرض** "যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়" এর ব্যবহার বৈধ আছে। যেমন **جوهر** এর উদাহরণ ঃ

زَيْدٌ أَمَامَكَ অর্থ ঃ "যায়দ তোমার সামনে রয়েছে"। এবং **عرض** "যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়"-এর উদাহরণ ঃ اَلْخَيْرُ أَمَامَكَ অর্থ ঃ "কল্যাণ তোমার সামনে।

পক্ষান্তরে,

خبر (Predicate বা বিধেয়) যদি **ظرف زمان** "যরফে যামান বা কোন কাল বুঝায়" হয় তাহলে উহার **مبتدء** (Subject বা উদ্দেশ্য) একমাত্র **عرض** হবে, কিন্তু **جوهر** হবে না। যেমন : اَلصَّوْمُ اَلْيَــوْمَ অর্থ ঃ আজই সিয়াম পালন। পক্ষান্তরে, زَيْدُنْ اَلْيَــوْمَ বলা বৈধ নয়। (শারহু কাতরুন নাদা ওয়া বাল্লুস্‌সাদা পৃঃ ১৩২, ইবনু আকীল পৃঃ ২১৩) সুতরাং প্রথম দলীলের হদীসে "**الصوم** " **مبتدا** (Subject বা উদ্দেশ্য)। উহা **عرض** । যারফলে উহার **خبر** (Predicate বা বিধেয়) হলো "يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ" । "يَــوْمَ" শব্দে যবর হবে তানবীন ছাড়া, কেননা **يوم** শব্দটি পরবর্তী ফেল "تَصُــوْمُوْنَ" এর দিকে **إضافة** "সম্পৃক্ত" হওয়ায় আলীফ, লাম বিলুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ "يَــوْمَ" **ومبتداء** "اَلصَّــوْمُ" মুযাফ ও "تَصُوْمُوْنَ" **فعل** ও **فاعل** মিলিয়ে, বাতাবীলে মুফরাদ হয়ে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে, **يوم** মুযাফের। এখন মুযাফ ও মুযাফ ইলাই মিলিয়ে **مركب إضافي** ও **خبر** মিলিয়ে জুমলাহ্ **خبرية اسمية** হয়েছে।

অনুরূপ ভাবেই, "وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ" এবং "وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ"-এর **إعراب** হবে। আমি বলব মাদানী সাহেবকে, আপনি অত্র হাদীসের ভুল **إعراب** বা রিডিং নাহুর কিতাব পড়ে ঠিক করে নিন এবং অত্র হাদীসকে পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন কখনোও করবেন না। আপনার মন চেয়েছে সউদী আরবেব সাথে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করার তাই করেন। কিন্তু, হাদীসের ভুল রিডিং প্রয়োগ করে এলোপাতাড়ি ভাবে অনুবাদ করে মাসআলা বর্ণনা করবেন। এ অধিকার ইসলাম আপনাকে দেয়নি।

মাদানী সাহেব বিশ্বব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে আবূ দাউদ থেকে দ্বিতীয় দলীল হিসেবে যে সহীহ্ হাদীসটি পেশ করেছে তার উত্তর কি হবে?

দ্বিতীয় দলীল :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، رواه أبو داود، وصححه الألباني.

"ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন : জনগণ চাঁদ দেখতে ও দেখাতে লাগল (আমিও তাদের অন্তর্গত), আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি (রাসূল) নিজে সিয়াম পালন করলেন এবং জনগণকে সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিলেন।[44]

মুহাক্কিক আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

উত্তর : মাদানী সাহেব অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিয়াম পালনের নির্দেশটি আম বা ব্যাপক ছিল। সুতরাং বিশ্ববাসীর জন্য তা একই দিবসে পালন করা ফরয। (তিনি অত্র হাদীসটি ভুল বুঝেছেন)।

যদি তাই হয়, তাহলে নিম্নের প্রশ্নোত্তর কী হবে?

প্রশ্ন : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনাতে ইবনু ওমার কর্তৃক চাঁদের সংবাদ পেয়ে নিজে সিয়াম পালন আরম্ভ করলেন, জনগণকে নির্দেশ দিলেন সিয়াম পালনের জন্য মক্কায় ঘোষক হিসেবে কাকে প্রেরণ করলেন?

উত্তর : না, কাউকে প্রেরণ করেন নাই। কেননা, তিনি বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং সিয়াম ভঙ্গ কর। যদি কাউকে প্রেরণ করেন তাহলে পৌঁছতে কতদিন লাগত। (সময় : ১২ বা ১৩ দিন)

অনুরূপ তিনি সিরিয়ায় ও ইয়ামানেও কাউকে প্রেরণ করেননি। (সময় এক মাসের পথ)।

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিস্কে বিচার করুন। যদি পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করা সঠিক হত, তাহলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন সে দিন মদীনায় শুধু

---

[44] আবূ দাউদ হা/২৩৪৫।

সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন? আর অন্যান্য দেশে বা শহরে ঘোষক হিসেবে কেন কাউকে প্রেরণ করেননি?

অতএব অত্র হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, সে নির্দেশটি তথায় অবস্থানকারীদের জন্য প্রযোজ্য। আর যদি (মাদানী সাহেবের দাবী অনুযায়ী) পৃথিবী ব্যাপী একই দিবসে একই চন্দ্রানুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করা হয়, তাহলে নিম্নের প্রশ্নোত্তর কি দিবেন?

প্রশ্ন : পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাওয়া গেলে সিয়াম ও ঈদ পালন করবে, ঠিক আছে, তাহলে কোন দেশের চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণ করা হবে?

উত্তর : বাংলাদেশ ও পাক-ভারত যদি সউদী 'আরবের চাঁদ গ্রহণ করে সিয়াম পালন আরম্ভ করে তাহলে নিজ দেশের চাঁদ দেখার এক, দুই দিবস পূর্বে হয়ে যায়। আর যদি সউদী 'আরব মরক্কোর অথবা সউদী 'আরবের পশ্চিমের অন্যান্য দেশের চাঁদ দেখা গ্রহণ করে, তাহলে সউদী নিজ দেশের এক, দুই এমনকি তিন দিবস পূর্বেও হয়ে যায়।

আর যদি সউদী 'আরবকে মূলকেন্দ্র ধরা হয়, (যেমনটি মাদানী সাহেব ধরেছেন) তাহলে সউদীর পূর্বে যে দেশগুলো রয়েছে তারা সউদীর নতুন চাঁদ (একদিবস, দুইদিবস পূর্বেও হয়, আর সেটা) গ্রহণ করে, তাহলে তারা।

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

উক্ত আয়াতের অর্থ কী করবে?

পক্ষান্তরে, সউদী 'আরবের পশ্চিমে যে দেশগুলো রয়েছে তারা সউদী 'আরবের নতুন চাঁদ দেখে গ্রহণ করে, তাহলে তাদের স্বীয় দেশে চাঁদ দেখার একদিন বা দু'দিন পরে রামাযান শুরু বা ঈদ পালন করতে হয় এমতাবস্থায় তারা মহান আল্লাহর বাণী :

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

উক্ত আয়াতের অর্থ কী করবে?

এ কারণে সউদীর দারুল ইফতা (ফাতাওয়া বোর্ড) থেকে ফাতাওয়া রয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী স্ব-স্ব দেশের নতুন চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করবে। (ফাতাওয়াটি আসছে)।

অত্র হাদীস থেকে মাদানী সাহেব প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, একই দিনে বিশ্বব্যাপী সিয়াম ও ঈদ পালন করবে। কেননা, অত্র হাদীসের নির্দেশটি আম (ব্যাপক)। তিনি নির্দেশটিকে এমন ব্যাপক বুঝলেন যে, বিশ্ববাসী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে লিখলেন। যদি তাই হয়, তাহলে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু আইউব কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীসের উত্তর কী দিবেন?

হাদীসটি নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

আবু আইয়্যুব (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা প্রস্রাব পায়খানায় যাবে তখন কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব পায়খানা করবে না। বরং তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিমমুখী হয়ে (প্রস্রাব-পায়খানা) করবে।[45]

অত্র হাদীসে "পূর্ব ও পশ্চিম মুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করবে" তাঁর এ নির্দেশটিও আম বা ব্যাপক, যা বিশ্ববাসীর জন্য পালনীয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো : বাংলাদেশের মানুষ কিভাবে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারবে? তারা কি কা'বা ঘরকে সামনে বা পিছনে রেখে পূর্ব মুখী বা পশ্চিম মুখী হয়ে প্রয়োজন সারবে?

মাদানী সাহেব স্বীয় গ্রন্থে উত্তর দিয়েছেন :

আবু আইয়্যুব (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশটি মদীনাবাসী (ও কিবলার উত্তর-দক্ষিণে অবস্থানকারীদের) মধ্যে ব্যাপকতা। তিনি ইবনু ওমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ-এর সিয়াাম পালনের নির্দেশটি বিশ্ববাসীর জন্য একই দিনে প্রমাণ করলেন, কিন্তু আবু আইয়্যুব কর্তৃক বর্ণিত প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধার ব্যাপক নির্দেশটি কেন বিশ্ববাসীর জন্য প্রয়োগ করলেন না? উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত সিয়াম পালনের ব্যাপক নির্দেশটি সেখানে অবস্থানকারীদের জন্য প্রযোজ্য। আর আবু আইয়্যুব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিও মদীনাবাসী তথা যাদের কিবলা উত্তর কিংবা দক্ষিণ মুখী তাদের জন্যই প্রযোজ্য। তাহলে আম ও খাস এর মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। কাজেই আমরা পূর্ব ও পশ্চিম মুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করব না।

---

[45] বুখারী ও মুসলিম।

মাদানী সাহেব পৃথিবীব্যাপী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে সুনান থেকে তৃতীয় দলীল হিসেবে যে হাদীসটি পেশ করেছেন তার উত্তর কী হবে?

তৃতীয় দলীল :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ قَالَ: الْحَسَنُ فِيْ حَدِيْثِهِ يَعْنِيْ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ : نَعَمْ، أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا– (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي)

"ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আমি রমাযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন ইলাহ নাই? লোকটি বলল, হ্যাঁ, তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল? লোকটি বলল, জি হাঁ। অতঃপর রাসূল ﷺ বিলাল (রাযি.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, লোকদের জানিয়ে দাও, তারা যেন আগামী দিন থেকে সিয়াম পালন করে।[46]

উক্ত দলীলের জবাব : (মাদানী সাহেব অত্র হাদীসের দ্বারা দ্বিতীয় দলীলের ন্যায় প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়)।

প্রথমত: অত্র হাদীসটিকে সামাহাতুশ শাইখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক নাসিরুদ্দীন আলবানী দুর্বল বা যঈফ বলেছেন।[47]

ضعفه الألباني رحمه الله، أنظر : ضعيف سنن النسائي ٢١١٢/١٢١ وضعيف سنن أبي داود ٢٣٤٠/٥٠٧ و ٢٣٤١/٥٠٨ وضعيف سنن الترمذي ٦٩٤/١٠٨ وضعيف سنن ابن ماجة ١٦٥٢ – (عندنا ١٣٦٤ الإرواء ٩٠٧) وضعيف المشكاة ١٩٧٨.

---

46 আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ এবং দারেমী।

47 (যঈফ সুনানু নাসায়ী ১২১/২১১২, যঈফ সুনানু আবী দাউদ ৫০৭/২৩৪০, ও ৫০৮/২৩৪১, যঈফ তিরমিযী ১০৮/৬৯৪, যঈফ ইবনু মাজাহ ১৬৫২, ইরওয়া ৯০৭, মিশকাত ১৯৭৮।

সুতরাং মাদানী সাহেব অত্র হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে মারাত্মক ভুল করেছেন। কেননা তিনি অত্র হাদীসের পূর্বে ও পরে আরও দু'টি হাদীস পেশ করেছেন এবং তা সহীহ কিংবা যঈফ তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অত্র হাদীসটির ব্যাপারে তা তিনি করেননি। তিনি কি গোপন রহস্য প্রকাশ হওয়ার ভয়ে তা করেন নি? নাউযুবিল্লাহ!

দ্বিতীয়ত : জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জানার জন্য বহু কিতাব অধ্যায়ন করেও ব্যর্থ হয়েছি। তিনি কত দূরের মানুষ, কোন দেশের মানুষ, পার্থক্য করেন নি যে, এটা শুধু আরবের জন্য, অনারবদের জন্য নয়। এরূপ বক্তব্য মাদানী সাহেবের।

আমি মাদানী সাহেবকে বলতে চাই ঐ ব্যক্তি যদি মদীনা বা তার পাশের কোন ব্যক্তি হন তাহলে তো জিজ্ঞেস করা দরকার নেই। তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন নি। কেননা, নবী ﷺ জানতেন যে, সে ব্যক্তি কোন এক গ্রামের আর যদি মাদানী সাহেব দাবী করেন যে, লোকটি বহু দূরের। যদি তাই হয় তাহলে আমি তাঁকে পুনঃ বলব সে ব্যক্তি রাসূল ﷺএর নিকট এমন দূরত্ব থেকে আগমন করেনি যার কারণে নতুন চাঁদ উদয়স্থলের তারতম্য হতে পারে। কেননা, সে যুগে এত অল্প সময়ে এমন দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। কারণ তখন কোন দ্রুত গতি সম্পন্ন বিমান ছিল না। দ্রুত গতি সম্পন্ন বিমান ছাড়া অতটা পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সুতরাং এত সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও সারা বিশ্বে একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী করা নিছক বোকামী বৈ আর কী হতে পারে।

তৃতীয়ত : ইবনু আব্বাস (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এবং রিবঈ ইবনু হিরাশ এর হাদীসে যে, জনৈক ব্যক্তির দূর হতে আগমনের সংবাদ সম্পর্কিত হাদীসদ্বয় সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন বলেছেন : দু'টিই দুর্বল।[48] সুতরাং এখন আর কোন সমস্যা থাকে না।

মাদানী সাহেব পৃথিবীব্যাপী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে যে প্রথম যুক্তি পেশ করেছেন তা কীভাবে খণ্ডন করবেন? তাঁর যুক্তি আল-কুরআন ও হাদীস থেকে :

আল্লাহর বাণী :

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ.....الأية﴾

[48] আশ-শারহুল মুমতি আলা- যাদিল মুসতাক্বনি ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ৩১২।

অর্থাৎ “বিদিত কয়েক মাসই হজ্জ”[49]

পক্ষান্তরে, রাসূল ﷺ বলেছেন : اَلْحَجُّ عَرَفَةٌ

অর্থাৎ আরাফার দিবসই হজ্জ।[50]

তিনি আরও বলেছেন : صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

অর্থাৎ আরাফার দিবসে সিয়াম পালন।[51]

তাঁর যুক্তি হলো, আরাফার দিন বলে স্বীকৃতি না দেয় এবং সে দিনে সিয়াম পালন না করে কেউ যদি এক বা দু'দিন পরে সিয়াম পালন করে। তাহলে আরাফাত একাধিক হয়ে যায়।

যুক্তি খণ্ডন :

আরাফা দিবসে সওম পালন করার কথা বলেছেন এ বলে صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ অর্থাৎ আরাফা দিবসে। তিনি দিবসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, তারিখ বা চাঁদের সাথে নয়। পক্ষান্তরে, মাহে রমযানের ফরয সিয়াম ও ঈদ চাঁদের সাথেই সম্পৃক্ত। আর চাঁদ দেখেই মাস হয়।

অতএব একাধিক আরাফা দিবস সংঘটিত হয় না। বরং তাঁর যুক্তি মূল্যহীন।[52] কেননা, আল্লাহর বাণী :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

হে রাসূল ! লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তখন আপনি বলে দিন : মানুষের জন্য তা সময় নির্ধারক ও (বিশেষ করে) হজ্জের সময় নির্ধারক।[53]

অত্র আয়াত অবতরণের স্থান কাল : কেউ বলেছেন, মদীনাতে আবার কেউ বলেছেন, মক্কায় সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-কে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কারণ, চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার

---

[49] সূরা বাকারা : ১৯৭।

[50] নাসায়ী।

[51] তিরমিযী।

[52] আরাফার সিয়াম প্রসঙ্গে শাইখ উসাইমীন বলেছেন : লোকেরা স্ব-স্ব দেশের শহরে অবস্থান করে নিজ দেশ অনুযায়ী পালন করবে। সম্ভবত তিনি সউদীর একদম পশ্চিমে অবস্থানকারীদের জন্য এমত ব্যক্তি করেছেন। তার এ মত যুক্তি সঙ্গত।

[53] সূরা বাকারা : ২ : ১৮৯।

আকৃতি ধারণ করে অত:পর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে সম্পূর্ণ গোলাকৃতি হয়ে যায়। এর পর পূনরায় ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে। সে কারণেই কিংবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও সুবিধা অসুবিদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

শাব্দিক বিশ্লেষণ :

الأهلة। একবচনে الهلال। অর্থ : নতুন চাঁদ। নতুন চাঁদ বিশ্বে একই দিবসে দর্শন করা আদৌও সম্ভব হয়নি, আর এ চাঁদ কি পশ্চিম দিগন্তে উদিত হলে শুধুমাত্র সেদিনেই নতুন চাঁদ বলা হবে, না কি বিশ্ববাসী প্রথমে যতদিন যাবৎ দর্শন করতে থাকবে ততদিনই সেটা নতুন চাঁদ হিসেবে ধর্তব্য হবে? এপ্রসঙ্গে শাইখুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ্ মুবারকপুরী স্বীয় গ্রন্থে (মির'আতে) উল্লেখ করেছেন যে, জাওহারী বলেছেন :

الحصول لثلاث ليل من أول الشهر ثم هو قمر بعد ذالك،

"মাসের শুরু হতে তিন রজনী পর্যন্ত নতুন চাঁদটি নতুন চাঁদ হিসেবে ধর্তব্য হবে, তারপর সাধারণ চাঁদ। আবার কেউ কেউ অন্য মতও ব্যক্ত করেছেন।[54]

আমি বলবঃ পৃথিবীর পশ্চিমের সর্বশেষ শহর হুনুলুলু এবং পূর্বের শহর টোকিও। অতএব হুনুলুলুর জনগণ যখন নতুন চাঁদ দেখবে তখন তাদের কাছে সেটা নতুন চাঁদ। আর যখন টোকিওর জনগণ দেখবে তখন তাদের কাছে সেটা নতুন চাঁদ। যত দিনের পার্থক্যই থাকুকনা কেন, যেমন সূর্য উদয় ও অস্ত সংক্রান্ত বিষয়।

আয়াতে বহুবচন ব্যবহারের হিকমত :

প্রত্যেক আরবী মাসের শুরুতে একটি নতুন চাঁদ উদিত হয়। তাহলে একবচন ব্যবহার হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু বহু বচন ব্যবহার করার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, মদীনাবাসীরা যেমন নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে প্রশ্নোত্তর পায় যে, প্রত্যেক আরবী মাসের শুরুতে একটি নতুন চাঁদ উদয় হবে এবং সে অনুযায়ী মদীনাবাসী মাস নির্ধারণ করবে।

অনুরূপ মক্কাবাসী ও তথায় নতুন চাঁদ দেখে মাস নির্ধারণ করবে। অনুরূপ সিরিয়াবাসীও সেখানে নতুন চাঁদ দেখে মাস নির্ধারণ করবে। অনুরূপ বাংলাদেশীরাও স্বীয় নতুন চাঁদ দেখে মাস নির্ধারণ করবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "والحج" অর্থাৎ হজ্জেরও সময় নির্ধারণ করে।

---

[54] মিরআতুল মাফাতিহ ২৬/৪২৪ পৃঃ।

হজ্জের কথা বিশেষ করে বলাতে প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্র ও সূর্য সংক্রান্ত ইবাদাতগুলো স্ব-স্ব দেশে তা দেখে আদায় করবে। কিন্তু হজ্জ ব্যতীত। কেননা, হজ্জ মক্কায় চাঁদ দেখে হজ্জের মাসগুলো নির্ধারণ করে, তথায় পালন করতে হবে। আর যদি স্ব- স্ব দেশে দেশের চাঁদ অনুযায়ী উক্তমাসগুলো নির্ধারণ করে হজ্জ পালন করা যেত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা হজ্জের কথা বিশেষ করে বলতেন না।

সুতরাং নতুন চাঁদ সংক্রান্ত যত আয়াত ও হাদীস রয়েছে, সবগুলো একত্র করলে প্রতীয়মান হয় যে, সিয়াম ও ঈদ স্ব স্ব শহরের বা দেশের চাঁদ অনুযায়ী হবে।

আর এ পুস্তিকা পড়ার পরও যদি কেউ একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করে তাহলে তার জ্ঞানের চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে।

আর এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل : ٤٣)

অর্থাৎ "তোমরা জিজ্ঞেস করে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নাও, যদি তোমাদের জানা না থাকে।" অর্থাৎ জ্ঞানীদের নিকট হতে জেনে নেয়াটাই হচ্ছে চিকিৎসা।

মাদানী সাহেব পৃথিবী ব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে যে দ্বিতীয় যুক্তি আল কুরআন ও সহীহ-হাদীস হতে পেশ করেছেন তা খণ্ডন করবেন কিভাবে?

তাঁর যুক্তি : পৃথিবীব্যাপী সকল দেশের সকল মুমিন একই দিবসে সিয়াম পালন না করলে লাইলাতুল কদরের সওয়াব হাসিল করা সম্ভব হবে কী?

উত্তর : রমাযানের শেষ দশদিবসে রয়েছে বরকতময় ক্বদরের রজনী। এ মাসকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক মর্যাদা দিয়েছন। আল্লাহ তা'আলা উম্মাতকে মর্যাদাপূর্ণ এ রজনী দান করে অনুগ্রহ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে এ রজনীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾

"নিশ্চয়ই আমি উহা এক বরকত পূর্ণ রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয়ই আমি ভয় প্রদর্শনকারী। এ রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করা হয়। সকল কর্ম আমার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। নিশ্চয় আমি প্রেরণকারী। (হে রাসূল) এটা আপনার রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তিনি আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর পালনকর্তা। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি জীবন ও মরণ দান করেন। আর তিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ এ রজনীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এতে অত্যাধিক কল্যাণ, বরকত ও মর্যাদা হয়েছে নিশ্চয়ই এ বরকতময় কুরআন উক্ত রজনীতেই নাযিল রয়েছে। এটা এমন কুরআন যদদ্বারা সত্য- মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করা যায়।

এ রজনীর গুরুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ – وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ – لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ – تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ – سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

"নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন ক্বদরের রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। হে রাসূল! আপনি জানেন কি? লাইলাতুল ক্বদর কি? তা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম রজনী। এ রজনীতে ফেরেশতা ও জিবরাঈল আল্লাহর অনুগ্রহে প্রত্যেক বিষয়ে শান্তির বাণী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। আর ফজর উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।[55]

ক্বদর শব্দটি সম্মান ও মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা, ক্বদরের রজনী অত্যধিক সম্মানিত ও মহত্বপূর্ণ রজনী। এ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু হবে তা নির্ধারণ করেন এবং প্রত্যেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। আর "হাজার মাসের চেয়ে শ্রেয়" কথাটির অর্থ হল : এ রজনীর 'ইবাদাতে অত্যধিক সওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে। এ কারণেই যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও আন্তরিকতার সাথে এ রজনীতে সলাত আদায় করবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

আর "ফেরেশতা ও রূহ" নাযিল হবার অর্থ হল ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক প্রকার বান্দা। তারা দিবারাত্রি আল্লাহর 'ইবাদাতরত থাকে। তারা লাইলাতুল ক্বদরে

---

[55] ক্বদর : ১-৫।

কল্যাণ, বরকত ও রহমত নিয়ে পথিবীতে অবতরণ করে। এছাড়া এ রজনীর ফযিলত সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে ;

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه، رواه البخاري ومسلم

যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াব পাওয়ার আশায় ক্বদরের রজনীতে দণ্ডায়মান থাকবে (ইবাদাত করবে) , তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে (বুখারী ও মুসলিম)। কেননা, এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ...... الأية﴾

"রমাযান এমন একটি মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।"[56]

এ প্রসঙ্গে আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাকে ক্বদরের রজনী সম্পর্কে সংবাদ দিন তা কি রমাযানে, না অন্য কোন মাসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তা রমাযানেই রয়েছে। এরপর আবূ যার আবার জিজ্ঞেস করেন, তা কি নবী যতদিন জীবিত আছেন শুধু ততদিনই অবশিষ্ট থাকবে, নাকি নবীর মৃত্যুর পর ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আচশিষ্ট থাকবে? উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

অতএব আমরা সেটা অন্বেষণ করব। আর এ রজনী কিভাবে পাবে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে গেছেন :

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ- رواه البخاري ومسلم

"তোমরা রমাযানের শেষ দশ দিবসে লাইলাতুর ক্বদর অন্বেষণ করো।[57]

আর তা বেজোড় রজনীগুলোর মধ্যে হওয়ার সম্ভবনা বেশী। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، رواه البخاري

"তোমরা রমাযানের শেষ দশ দিবসের বেজোড় রজনীগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করো।[58]

---

[56] সূরা বাকারাহ- ১৮৫।

[57] বুখরী ও মুসলিম।

[58] বুখারী।

লাইলাতুল ক্বদর রমাযানের ২৭ তারিখের রজনীতে হওয়ার সম্ভবনা বেশী। কেননা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কতিপয় সাহাবা রমাযানের শেষ দশ রজনীর ২৭ তারিখে লাইলাতুল ক্বদর স্বপ্নে দেখেছিলেন। এতদ শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমাকে ও তোমাদের ন্যায় স্বপ্নে ২৭ তারিখে রজনীতেই দেখানো হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ক্বদরের রজনীকে নির্দিষ্ট করতে চায়, সে যেন ২৭ শে রমাযানেই নির্বাচন করে নেয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي– الحديث

"তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রজনীতে ক্বদর অন্বেষণ কর। যদি তোমাদের কেউ দুর্বল থাকে অথবা অক্ষম হয়, তাহলে সে যেন ২৭শ রমাযানের রজনীতে ইবাদত করে।

এ লাইলতুল ক্বদর রমাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রজনীগুলোতে হওয়ার ব্যপারে হাদীস রয়েছে। অন্য দিকে উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি যতদুর জানি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে যে রজনীতে ক্বদরের রজনী হিসেবে ইবাদত করতে বলেছেন তা 'হলো, প্রতি রমাযানের ২৭শে রজনী। প্রতি বছরেই ক্বদরের রজনী ২৭ শে রমাযানেই নির্দিষ্ট নয়, বরং কোন বছর ২৭ আর কোন বছর ২৫ আর কোন বছর ২৩ আবার কোন বছর ২১শে রমাযানে হয়ে থাকে, এমনকি ২৯শেও হতে পারে।

এতে একমাত্র আল্লাহর হিকমাত ও ইচ্ছা নিহিত। আল্লাহ যেন আমাদের ভাগ্যে নসীব করেন। আমীন!

সুতরাং নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করব এবং শেষ দশকের বেজোড় রজনীগুলোতে সেটা অন্বেষণ করব। মাদানী সাহেব যদি প্রশ্নে করেন যে, বাংলাদেশের মানুষ এবং সউদী 'আরবের মানুষের একদিনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ যখন সউদীতে ২১ শেষ রমাযান হয় তখন বাংলাদেশে ২০শে রমাযান হয় তাহলে উভয় দেশের মানুষ কিভাবে লাইলাতুল ক্বদর পাবে! হ্যাঁ, অত্র হাদীসেগুলো দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উভয় দেশের মানুষই সেটা পাবে।

ইন্‌শাআল্লাহ! আল্লাহ আমাদের তা থেকে বঞ্চিত করবেন না। কেননা, সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং তাঁর সহচর্যবৃন্দরা রমাযানের ২১শে রজনী পান, তখন মদীনায় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং তাঁর সহচর্যবৃন্দরা রমযানের ২০শে রজনী পান। (বাংলাদেশ ও সউদী 'আরবের ন্যায়) তখন তারা তো কোন দিন লাইলাতুল ক্বদর নিয়ে নিরর্থক আলোচনা করেন নি। বরং তাঁরা স্ব-স্ব দেশ হিসেবে সেটা পালন করেছেন।

কাজেই আজ আমরা কেন সেটা পালন করা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবো্ তাঁরা যদি (এক দিবসের পার্থক্যের কারণে) সেটা না পেয়ে থাকেন তাহলে আমরা তো দূরেই রইলাম।

শুধু লাইলাতুল ক্বদর নিয়ে কেন বির্তকে লিপ্ত হচ্ছেন? সেটা পালন করা নফল যা করলে সওয়াব আর না করলে কোন পাপ নাই। যদি মাদানী সাহেব বলেন যে, অযথা বাংলাদেশের মানুষ লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করছে। তাহলে আমি তাঁকে বলব :

যদি আপনার মত সঠিক হয় তাহলে আমার নিম্নের প্রশ্নোত্তর কি দিবেন?

প্রশ্ন : সউদীতে যখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে যায় তখন জোহরের আযান হয়ে সালাত আদায় করা হয় এবং জুমু'আর দিবসে খুৎবা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ফেরেশতারা উপস্থিতিদের নাম লিপিবদ্ধ করেন অথচ বাংলাদেশের তিন ঘন্টা পূর্বে, তাহলে বাংলাদেশে মানুষ কিভাবে সে সময়টাকে সনাক্ত করে ফরয সালাত আদায় করবে এবং জুমুআর খুৎবা শ্রবণকালে ফেরেশতাদের খাতায় নিজেদের নাম লিপিবন্ধ করাবে?

মাদানী সাহেব স্বীয় গ্রন্থে উত্তর প্রদান করেছেন যে, সালাতের সম্পর্ক সূর্যের সাথে এবং সিয়ামের সম্পর্ক চাঁদের সাথে।

মাদানী সাহেবের এ উত্তরের সাথে আমিও একমত। কিন্তু আমি তাঁকে বলব: কোন দেশের সূর্যের সাথে সালাতের সম্পর্ক। কারণ পৃথিবীর সকল দেশে একই সময়ে সূর্য ঢলে না।

যদি আপনি বলেন যে, বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের সূর্য অনুযায়ী সালাত আদায় করবে এবং সউদী 'আরবের মানুষ সউদী 'আরবের সূর্য অনুযায়ী সালাত আদায় করবে। তাহলে তো আমার কথাই হলো যে, বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম পালন করবে এবং সউদী আরবের মানুষ সউদী 'আরবের চাঁদ অনুযায়ী পালন করবে। আল্লাহ্ কি কুরআনে কোন আয়াতে বলেছেন যে, বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের সূর্যানুযায়ী সালাত আদায় করবে এবং সউদী 'আরবের মানুষ সউদী 'আরবের সূর্যানুযায়ী সালাত আদায় করবে। তিনি সালাতের ক্ষেত্রে বলেছেন :

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

"সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রজনীর ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম কর এবং কায়েম কর ফজরের সালাত।....[59]

59 বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৭৮।

অত্র আয়াতের আল্লাহ তা'আলা বলে দেননি যে, তোমরা সূর্য ঢলার সাথে সাথে নিজ দেশ অনুযায়ী সালাত আদায় করবে এমন কি রাসূল ﷺ বলেননি। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, প্রথিবীর যে কোন দেশেই সূর্য ঢলার নিখুঁত সংবাদ পাওয়া যাবে তখনই সকল দেশের সকল মুমিনদের উপর সালাত আদায় করা ফরয হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সকল দেশের সকল মুমিনের জন্য উক্ত নির্দেশ।

অত্র আয়াতের অনুবাদ করার সময় হাদীসের অনুবাদের ন্যায় বিশাল বন্ধনি ব্যবহার করেননি কেন? আপনি অত্র আয়াতের অনুবাদে ঐরূপ বন্ধনি ব্যবহার করুন। যথা :

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

"আপনি (হে রাসূল) সূর্য পূর্ব দিগন্ত হতে (পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে সূর্য ঢলার নিখুঁত সংবাদ পাবেন) তখন রজনীর অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং কায়েম করুন ফজরের সালাত (পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে গালাসের নিখুঁত সংবাদ পাবেন তখন)।

তাই তো আপনি সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সূর্যানুযায়ী আদায় করছেন। কিন্তু সউদী 'আরবের সূর্যানুযায়ী আদায় করছেন না। পক্ষান্তরে, সিযাম পালন করার ক্ষেত্রে সউদী 'আরবের চাঁদ অনুযায়ী পালন করছেন । কিন্তু বাংলাদেশের চন্দ্রানুযায়ী পালন করছেন না।

তাহলে কি আপনার নিকট ওয়াহী নাযিল হচ্ছে? যার ফলে একমাত্র আপনি কুরআনের আয়াত বুঝে বাংলাদেশের সূর্যানুযায়ী সালাত আদায় করছেন। কিন্তু সউদী 'আরবের সূর্যানুযায়ী আদায় করছেন না। পক্ষান্তরে, একমাত্র আপনি হাদীস বুঝে সউদী 'আরবের চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম পালন করছেন। কিন্তু বাংলাদেশের চাঁদ অনুযায়ী করছেন না। নাউযুবিল্লাহ।

সুতরাং আপনার ফাতাওয়া অনুযায়ী যে কেউ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে সূর্য ঢলার নিখুঁত সংবাদ পাবে তখনই সালাত আদায় করা ফরয হয়ে যাবে। যেমন সিয়াম পালনের বিষয়টি।

আমি আল কুরআনও সহীহ হাদীস অধ্যায়ণ করে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল মুমিন স্ব-স্ব দেশেই চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করবে এবং স্বদেশের সূর্যানুযায়ী সালাত আদায় করবে।

সুপ্রিয় পাঠকের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ রইল যে, চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকেই সঠিক ফাতাওয়া অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমিন॥

বর্তমান যুগে আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার না হলে, মাদানী সাহেব কিভাবে সউদী 'আরবের সংবাদ গ্রহণ করে সিয়াম পালন করতেন?

যদি বর্তমান যুগে আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন দুরবীক্ষণ বা মিডিয়ার ব্যবস্থা না থাকত, তাহলে মাদানী সাহেব কীভাবে সউদী 'আরবের নতুন চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণ করে তাদের সাথে সিয়াম পালন করতেন? নি:সন্দেহে মাদানী সাহেব বাসায় বা বাড়ীতে অবস্থান করে চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করতেন।। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ পূর্ণ করতেন। তাহলে কী মাদানী এ ফাতাওয়া প্রদান করবেন যে, বাংলাদেশে মিডিয়া বা অনুরূপ যন্ত্রপাতি আবিস্কারের পূর্বে যারা সিয়াাম পালন করেছে তাদের সিয়াম শারী'আত সম্মত পালন করা হয়নি অথবা ইসলামী বিধান নতুন আবিস্কারের উপর নির্ভরশীল। অতএব নতুন আবিস্কারের সাথে ইসলামী বিধানও পরিবর্তন হয়ে যাবে।

সুতরাং মাদানী সাহেবের ঠাণ্ডা মাথায় গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে চিন্তা করা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে কোন মিডিয়া বা অনুরূপ যন্ত্র ছিলনা। সেজন্য কি মক্কাবাসী মদীনার চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে বসে থাকত? বসে থাকত না। কারণ তারা জানত যে, রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। "তোমরা নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং সিয়াম ভঙ্গ কর।[60]

তাই তাঁরা মক্কায় চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করত।

মাদানী সাহেবকে আরও নীরব মস্তিষ্কে ভেবে দেখা উচিত যে, রাসূল ﷺ তো কোনদিন বলেন নি যে, আজ আমরা মদীনায় নতুন চাঁদ দেখেছি এবং সিয়াম পালন করব কাজেই মক্কায় যারা আছেন তারা যদি আমাদের নতুন চাঁদ দেখা অনুযায়ী সিয়াম পালন না করে তাহলে তারা আল্লাহদ্রোহী।

মাদানী সাহেবের আরও ভেবে দেখা উচিত যে, বাংলাদেশের মানুষ ৭০ বছর পূর্বে কোন ফোন বা মিডিয়ার ব্যবস্থা পাইনি, তাহলে কি তাদের সিয়াম পালন করা হয়নি। আমি বলব: হ্যাঁ, পালন করা হয়েছে।

আপনি যেহেতু একজন আলেম সেহেতু আর বলার কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

[60] বুখারী ও মুসলিম।

মাদানী সাহেব হাদীসের অনুবাদে বিশাল বন্ধনী ব্যবহার করেছেন কেন?

উত্তর : মাদানী সাহেব আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীস হতে পৃথিবীব্যাপী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে যখন প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, তখন তিনি হাদীসের অনুবাদের মধ্যে নিজের মনগড়া সিদ্ধান্তগুলোকে বন্ধনীতে ব্যবহার করে তার কথার সমর্থনে হাদীসের মর্মার্থকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং তা দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর।[61]

তাঁর বন্ধনীগুলোর নমুনা নিম্নরূপ :

তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে চাঁদ উদয়ের নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে, (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদয়ের নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম ভঙ্গ করবে।

অত্র হাদীসের অনুবাদে আমিও অনুরূপ বন্ধনী ব্যবহার করে হাদীসটির অনুবাদ করতে পারি। যেমন :

তোমরা নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর স্ব-স্ব দেশে চাঁদ উদয়ের নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে, (বা পৃথিবীর স্ব-স্ব দেশের চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম ভঙ্গ করবে।[62]

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিষ্কে বিচার করুন, মাদানী সাহেব কর্তৃক বন্ধনী ব্যবহার করায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ-এর নির্দেশটি শরী'আতের জন্য অসম্পূর্ণ। নাউযুবিল্লাহ্!

পক্ষান্তরে, আমি তা করিনি। বরং একাধিক সহীহ্ হাদীস ও যুক্তি পেশ করে প্রমাণ করেছি যে, স্ব-স্ব শহরে চাঁদ দেখে সিয়াম পালন ও ভঙ্গ করতে হবে। আর এ ফাতাওয়াটিই বিশুদ্ধ এবং আমলযোগ্য।

---

61 বুখারী ও মুসলিম।

62 বুখারী ও মুসলিম।

মাদানী সাহেবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : সউদী আরবে বা পৃথিবীর যেকোন দেশে নতুন চাঁদ দেখলে এবং তার নিখুঁত সংবাদ পাওয়া গেলে সিয়াম পালন করতে হবে, তাহলে সউদী আরবের সময়ের সাথে সালাত আদায় করা হয় না কেন?

মাদানী সাহেব অত্র প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ ভুল দিয়েছেন। নিম্নে তাঁর ভুল উত্তর।

সালাতের সম্পর্ক সূর্যের সাথে, আল কুরআনই তার দলীল :

﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (سورة الإسراء : ٧٨)

"সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রজনীর ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম কর এবং কায়েম কর ফজরের সালাত....।[63]

এ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের কথা বলা হয়েছে। আর তার সম্পর্ক সূর্যের সাথে। আর সিয়ামের সম্পর্ক চাঁদের সাথে, আল-কুরআনই তার দলীল :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

"রমাযান এমন একটি মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" ।[64]

রমাযান মাস আরম্ভ হয় চাঁদের আগমনে এটা সর্বজন স্বীকৃত।

আর হজ্জের সম্পর্ক চাঁদের সাথে। আল-কুরআনই তার দলীল :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

(হে মুহাম্মাদ) মানুষ তোমাকে (বিভিন্ন মাসের) নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করে, তুমি বলে দাও, মানুষের জন্য তা সময় (তারিখ) নির্ধারক ও (বিশেষভাবে তাদের) হাজ্জের সময় (তারিখ) নির্ধারণকারী।[65]

অত্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হলো :

মাদানী সাহেব উত্তরে বলেছেন যে, সউদী 'আরবের সাথে মিলিয়ে আমরা সলাত আদায় করব না। কেননা, সালাতের সম্পর্ক সূর্যের সাথে কুরআনই তার দলীল।

---

[63] বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৭৮।

[64] সূরা বাকারাহ : ১৮৫।

[65] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৮৯।

আমি বলব, ঠিক আছে। সূর্যের সাথে সলাতের সম্পর্ক। কিন্তু কোন দেশের সুর্যের সাথে সালাতের সম্পর্ক। বাংলাদেশের না জাপানের ? সউদী না আমেরিকার? কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো কুরআনে বলেননি যে, স্ব-স্ব দেশের সূর্যের সাথে সালাতের সম্পর্ক তাহলে মাদানী সাহেবের নিকট কি ওয়াহী অবতীর্ণ হয়? যার ফলে তিনিই একমাত্র আল-কুরআন ও আল হাদীস বুঝে সালাত আদায় করছেন বালাদেশের সূর্যানুযায়ী এবং সিয়াম পালন করছেন সউদীর চাঁদ অনুযায়ী। নাউযুবিল্লাহ॥

আমি তাঁকে বলব, আল্লাহ তা'আলা তো সালাতের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন মক্কায়। কাজেই অত্র আয়াতে "সূর্য ঢলা" এর দ্বারা বুঝায় মক্কার সূর্য ঢলা। বাংলা দেশের নয়। যেমন মাদানী সাহেব সিয়াম পালন করেছেন মক্কার চাঁদ অনুযায়ী কাজেই তাঁর উপর ফরয যে, তিনি সালাতও আদায় করবেন মক্কার সূর্যানুযায়ী। যদি তিনি মক্কার সূর্যানুযায়ী সালাত আদায় না করেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে সালাত আদায় করেন না। আমি বলব, সালাতের সম্পর্ক কেবলমাত্র সূর্যের সাথে নয়। বরং চাঁদেরও সাথে রয়েছে।

কেননা, রাসূল ﷺ একদা ইশার সালাত আদায় করেছেন চাঁদ অনুযায়ী হাদীসটি হলো :

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ– رواه أبو داود والنسائي والدارمي وصححه الألباني رحمه الله

"নো'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খুব ভালোভাবে জানি (তোমাদের) এ সলাতের শেষ ইশার সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃতীয় রজনীর চাঁদ অস্ত যাবার পর এ সালাত আদায় করতেন।[66]

অত্র হাদীসটি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সালাত কেবলমাত্র সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন মাদানী সাহেব দাবী করেছেন। বরং চাঁদের সাথেও সম্পৃক্ত রয়েছে।

আমি তাঁকে বল, তিনি যেন হাদীস ভালভাবে গবেষণা করে ফাতাওয়া প্রদান করেন। (বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে দেখুন)

পক্ষান্তরে, হাজ্জের সম্পর্ক মক্কার চাঁদের সাথে। অন্য কোন দেশের চাঁদের সাথে নয়। কেননা, হাজ্জ একমাত্র মক্কায় পালন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ

---

[66] আবূ দাউদ ২/৪০৯, নাসাঈ, দারিমী হা/ ১২১১, মিশকাত হা/ ৬১৩)। মুহাক্কিক আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

তা'আলা বলেন : (হে মুহাম্মাদ!) মানুষেরা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করবে, তুমি বলে দাও : মানুষের জন্য তা সময় নির্ধারক ও হজ্জের সময় নির্ধারণকারী।[67]

(এ আয়াতের আলোচনা পূর্বে হয়েছে) সুপ্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন। আজ বিশ্বের মুসলিমদের প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, সউদী 'আরবে যখন সূর্য ঢলে তখন সউদী 'আরবে পূর্বের ও পশ্চিমের দেশগুলো সউদী 'আরবে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় এমনকি বার ঘন্টার ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে সউদীতে যখন সূর্য ঢলে এবং আযানের পর খুৎবা আরম্ভ হয় সাথে সাথে ফেরেশতারা এসে উপস্থিতিদের নাম লিখে নিয়ে চলে যান। তাহলে সউদী ছাড়া পূর্বের ও পশ্চিমের দেশগুলোর করণীয় কী? তারা কি ফেরেস্তাদের খাতায় স্বীয় নাম লিখার সুযোগ পান না? কেননা, প্রত্যেক দেশের সূর্য ঢলা অনুযায়ী ফেরেস্তার আগমন কল্পনাহীন। কারণ সউদীতে যখন দিবস তখন পশ্চিমের সর্বশেষ দেশে তখন রজনী। অনুরূপভাবে আরও অনেক ইবাদাত আছে। (যেমন রজনীর এ তৃতীয়াংশে আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে আসেন। অথচ আমরা কেউ কি সনাক্ত করতে পারি যে, কোন দেশের রজনীর সময় অনুযায়ী? তাহলে আমরা সে সময়তে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে নিরর্থক হবে কি? আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। কাজেই মানুষ স্ব-স্ব দেশের সূর্যানুযায়ী সালাত আদায় করবে এবং চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ সকলকেই স্বীয় বিধান অনুযায়ী সওয়াব দিবেন যা মানুষের বিবেকের কাছে অসম্ভব। আর ঐ সত্তার নামই আল্লাহ যার নিকট অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়ে যায়।

জানেন কি, সউদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শাইখ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহ)'র ফাতাওয়া কী?

السوال : يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخـولا و خروجـا فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم وبين متأخر، ما الحل لهذه المشكلة؟

الجواب : الأمر واسع بحمد الله، ولكل أهل بلد رؤيتهم كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قدم عليه كريب من الشام في المدينة سأله ابن عباس

[67] সূরা বাকারাহ ২:১৮৯।

بم صام معاوية رضي الله عنه وأهل الشام فقال له كريب : قد رأه الناس بالجمعة وصام معاوية وصام الناس، فقال ابن عباس : (نحن رأيناه يوم السبت فلا نـــزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه) فرأى أن الشام بعيد، وأنه لا تلزم أهل المدينـــة رؤية الشام، وبهذا قال جماعة من أهل العلم ورأوا أن لكل أهل بلد رؤيتهم ، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهـــم نحن، لعوم الأحاديث ، وأن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا باس، وقد صدر قرارين مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معنـــاه، (مجمـــوع فتـــاوى ومقالات متنوعة جـــ ١٥ صـــ ٤٥-٨٥)

প্রশ্ন : মাহে রমাযানের গমনাগমণকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক বছরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কোন দেশের মুসলিমগণ আগে এবং কোন দেশের মুসলিম পরে সিয়াম পালন করে থাকে এ সমস্যার সমাধান কী?

উত্তর : বিষয়টি ব্যাপক। সুতরাং প্রত্যেক দেশের বা শহরের জন্য নতুন চাঁদ দেখা প্রয়োজন। দলীল হচ্ছে : কুরাইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। যখন তিনি সিরিয়ায় সফর করে মাদীনা প্রত্যাবর্তন করাকালে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে জিজ্ঞেসা করেন যে, কেন মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও সিরিয়াবাসীর সিয়াম পালন করেছেন? জবাবে কুরাইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন : মুআ'বিয়া ও) অন্যান্য লোকেরা জুমু'আর রজনীতে চাঁদ দেখেছেন এবং মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও অন্যান্য লোকেরা সিয়াম পালন করেছেন। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন : আমরা তা শনিবারের রজনীতে দেখেছি। সুতরাং আমরা ত্রিশ পূর্ণ করা পর্যন্ত পালন করে যাবো, কিংবা (শাওয়াল মাসের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত। কেননা, ইবনু আব্বাস জানতেন যে, সিরিয়া দূরে। সেই কারণেই মদীনাবাসী সিরিয়াবাসীর চাঁদ গ্রহণ করেননি।

পক্ষান্তরে, একদল বিদ্বানগণও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য চাঁদ দেখা প্রয়োজন। সুতরাং যখনই সউদী আরবে চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হয়ে যাবে তখনই সে চাঁদ অনুযায়ী সিরিয়াবাসী সিয়াম পালন করে যাবে। কারণ হাদীসগুলো ব্যাপক। পক্ষান্তরে, যদি সিরিয়াবাসী না পালন করে এবং স্বদেশেই চাঁদ

দেখে সিয়াম পালন করে তাহলে কোন সমস্যা নাই। আর সউদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এ স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, প্রত্যেক দেশবাসী বা শহরবাসী স্ব-স্ব দেশে বা শহরে চাঁদ দেখে সিয়াম প্যান করা প্রয়োজন। উপরোল্লিখিত কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত ইবনু আব্বাস (রাঃ)'এর হাদীস।[68]

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিস্কে একাধিক বার পড়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

وسئل رحمه الله تعالى مرة أخرى في ذالك،

السوال : كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع، وهل يلـزم أهـل البلاد البعيدة كأمريكا واستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة لأنهم لا يتراءون الهلال؟

পুন ঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ চাঁদের উদয় স্থল বিভিন্ন পরিলক্ষিত হলে, মানুষেরা কিভাবে সিয়াম পালন করবে? সউদী আরবে চাঁদ দেখা গেলে , দূর দূরান্তের দেশ যেমন আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া বাসীর উপরও কি সিয়াম পালন করা ফরয হবে, যেহেতু তারা চাঁদ দেখতে পায় না?

الجواب : الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، وذلك فيمـا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غـم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) متفق عليه

قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العـدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)– رواه النسائي

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ولم يشر صلى الله إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذالك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد وؤيته إذا اختلفـت

---

[68] মাজমু ফাতাওয়া ১৫/৮৫ পৃঃ।

المطالع. واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لم يعلم برؤيـــة أهـــل الشام وكان في المدينة رضي الله عنه وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذالك في عهد معاوية رضي الله عنه، أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلـــة السبت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهـــل الشـــام وصيامهم : (نحن رأيناه ليلة السبت فلا تزال نصوم حتى نكمل العدة أو تراه)

واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتـــه) الحديث

وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبـــار العلماء في المملكة العربية السعودية جمعا بين الأدلة، والله ولي التوفيـــق- مجمـــوع فتاوى جـــ١٥ صـــ٨٣

উত্তর ঃ সঠিক অভিমত হলো চাঁদের উদয় স্থলের বিভিন্নতার উপর নির্ভর না করে তা দেখা শর্ত। কেননা, রাসূল ﷺ চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন নি বরং সহীহ সনদে তাঁর নির্দেশ এসেছে। আর তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং তা দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর।

যদি তোমাদের নিকট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ত্রিশ পূর্ণ করে নাও।[69]

তিনি আরও বলেছেন : তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সিয়াম পালন করবেনা, কিম্বা ত্রিশ পূর্ণ করবে এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সিয়াম ভঙ্গ করবেনা, কিম্বা ত্রিশ পূর্ণ করবে।[70]

আর এমর্মে বহু হাদীস রয়েছে। রাসূল ﷺ চাঁদের উদয় স্থল বিভিন্ন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেন নি অথচ তিনি তা অবগত ছিলেন।

পক্ষান্তরে, একদল বিদ্বানগণ এ প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রত্যেক দেশের বা শহরের জন্য চাঁদ দেখা প্রয়োজন চাঁদের উদয় স্থল বিভিন্নতার কারণে।

---

[69] বুখারী ও মুসলিম।

[70] নাসায়ী হাঃ ২১৬২।

তাদের দলীল হচ্ছে : ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় থাকাবস্থায় সিরিয়াবাসীর চাঁদ গ্রহণ করেনি মদীনার চাঁদ অনুযায়ী আমল করেছেন। অথচ সিরিয়াবাসী জুম'আর রজনীতে চাঁদ দেখে (মু'আবিয়াসহ) মু'আবিয়ার যুগে সিয়াম পালন করেছিলেন। পক্ষান্তরে, মদীনাবাসীরা শনিবারের (একদিন পরে) রজনীতে চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করেছিলেন। অতঃপর যখনই কুরাইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সিরিয়াবাসীর চাঁদের সংবাদ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দিলেন তখন তিনি বললেন ঃ আমরা শনিবারের রজনীতে চাঁদ দেখেছি। সুতরাং আমরা ত্রিশ পূর্ণ না করা পর্যন্ত সিয়াম পালন করে যাবো কিংবা (শাওয়াল মাসের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সিয়াম পালন করে যাবো।[71]

আর ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নের বাণী হতে দলীল গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী ঃ "তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর।[72]

আর এ মতটি শক্তিশালী। আর সউদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এ প্রসঙ্গে প্রমাণাদী একত্র করে চাঁদের বিভিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, শাইখ বিন বায (রহ.) কে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার চাঁদ দেখা না গেলে তারা কি করবে? তখন তিনি বলেছেন যে, তারা চাঁদের উপর নির্ভর করবে। প্রশ্ন হলো কোন দেশের চাঁদের উপর নির্ভর করবে? এ প্রসঙ্গে তিনি সউদী আরবের চাঁদের কথা বলেন নি। অথচ মাদানী সাহেব স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, তারা সউদী আরবের চাঁদের উপর নির্ভর করবে। তাঁর এ দাবী সঠিক নয়। আরবী ভাষায় প্রশ্নোত্তরে দেখুন। আর শাইখ বিন বায (রহ.) কর্তৃক দু'রকম ফাতাওয়া পরিলক্ষিত হয়।

আমি শাইখ বিন বায (রহ.)-এর "মাজমু'আ ফাতাওয়া" সম্পূর্ণ অধ্যায়ণ করে বুঝেছি যে, পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ যদি মতানৈক্য না করে, বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে এবং রাষ্ট্রের বিরোধীতা না করে একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করে তাহলে করতে পারে অন্যথায় নয়।

শাইখ বিন বায (রহ.)-এর একাধিক প্রশ্নোত্তর হতে বুঝা যায় যে, মাদানী সাহেবই স্বয়ং একজন বাংলাদেশে আহলে হাদীসের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাঁর ফাতাওয়া অনুযায়ী এদেশের ওলামাদের সাথে তার সিয়াম পালন করা উচিৎ।

---

71 সহীহ মুসলিম

72 বুখারী ও মুসলিম।

জানেন কি! সউদী আরবের সাবেক দ্বিতীয় মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ্ আল উসাইমীন (রহ.)'র ফাতাওয়া কী?

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

السوال ٣٩٣ : هناك من ينادى بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره فما رأى فضيلتكم؟

الجواب : هذا من الناحية الفلكية مستحيل، لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف بإتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الآخرى والنظرى أن يجعل لكل بلد حكمه.

أما الدليل الأثرى فقال الله تعالى : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (سورة البقرة : ١٨٥) فإذا قدر أن أناساً في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر- أى الهلال- وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب في هذه الأية إلى من لم يشهدوا الشهر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) متفق عليه.

فإذا رأه أهل مكة مثلا فكيف يلزم أهل باكستان ومن ورائهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية.

أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذى لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب : لا وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟

الجواب : لا إذ الهلال كالشمس تماماً، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي. والذي قال : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (سورة البقرة : ١٨٧)

وهو الذي قال : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (سورة البقرة : ١٨٥)

فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل مكان حكماً خاصاً به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذالك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سننه ألا وهو شهود القمر، وشهود الشمس أوالفجر،

"একদা শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহ.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল।"

প্রশ্ন : মুসলিম জাতির একতার লক্ষ্যে কেউ কেউ চাঁদ দেখা বিষয়টিকে মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে চায়। তারা বলে মক্কায় যখন রমাযান মাস আরম্ভ হয় তখন বিশ্বের সবাই সিয়াম পালন করবে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : বিষয়টি মহাকাশ গবেষণার দিক থেকে অসম্ভব। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহ.) বলেন, চাঁদের উদয়ের স্থান বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বানগণ একমত। আর এ বিভিন্নতার দাবী হচেছ প্রত্যেক অঞ্চলে ভিন্নরকম বিধান হবে। এ কথার স্বপক্ষে দলীল আল কুরআন ও হাদীস ও সাধারণ যুক্তি।

মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপস্থিত হবে, সে যেন সিয়াম পালন করে।"[73]

যদি পৃথিবীর শেষ সীমান্তের লোকেরা এ মাসে উপস্থিত না হয়- অর্থাৎ চাঁদ না দেখে আর মক্কার লোকেরা চাঁদ দেখে, তাহলে কিভাবে এ আয়াত তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা কিনা চাঁদ দেখেননি। আর নবী ﷺ বলেন "তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং চাঁদ দেখেই তা ভঙ্গ কর।" অধিবাসীগণ যদি চাঁদ দেখে তবে পাকিস্তান এবং তাঁর পূর্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের কিভাবে আমরা বাধ্য করতে

[73] সূরা বাকারাহ : ১৮৫।

পারি যে, তারাও সিয়াম পালন করবে? অথচ আমরা জানি যে, তাদের আকাশে চাঁদ দেখা যায়নি। নবী ﷺ সিয়ামের বিষয়টি চাঁদ দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। যুক্তিগত দলীল হচ্ছে, বিশুদ্ধ ক্বিয়াম যার বিরোধিতা করার অবকাশ নাই। আমরা ভালভাবে অবগত যে, পশ্চিমা অঞ্চলের অধিবাসীদের আগেই পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট ফজর উদিত হয়। এখন পূর্ব অঞ্চলের লোকদের বাধ্য করব একই সাথে পানাহার থেকে বিরত থাকতে? অথচ তাদের ওখানে এখনও রজনীর অনেক অংশ অবশিষ্ট আছে?

উত্তর : কখনই না। সূর্য যখন পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের আকাশে অস্তমিত হয়, তখন পশ্চিমা অঞ্চলের দিগন্তে তো সূর্য দেখাই যাচ্ছে তাদেরকে কি আমরা ইফতার করতে বাধ্য করব? উত্তর ঃ অবশ্যই না। অতএব চাঁদও সম্পূর্ণরূপে সূর্যের মত। আর সূর্যের হিসাব দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ বলেছেন, “সিয়ামের রজনীতে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ। তোমরা যে নিজেদের খিয়ানত করেছিলে, আল্লাহ তা অবগত আছেন। এ জন্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের (ভার) লাখব করে দিলেন, অতএব এখনে তোমরা (সিয়ামের রজনীতেও) তাদের সাথে লিপ্ত হতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধন কর এবং প্রত্যূষে (রজনীর) কালো রেখা হতে (ফজরের) সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর, অতঃপর রজনী সমাগত পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফ করার সময় (স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে না, এটাই আল্লাহর সীমা অতএব তোমরা তার নিকটেও যাবে না। এভাবে আল্লাহ মানব মণ্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শন সমূহ বিবৃত করেন, যেন তারা সংযত হয়।”[74]

সে সত্তা আরও বলেন,

“অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন সিয়াম পালন করে”[75]

অতএব যুক্তি ও দলীলের নিরীখে সিয়াম ও ইফতারে ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্থানে আলাদা বিধান হবে। যার সম্পর্কে হবে বাহ্যিক আলামত বা চিহ্ন দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে এবং নবী ﷺ স্বীয় হাদীসে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে চাঁদ দেখা এবং সূর্য বা ফজর প্রত্যক্ষ করা।

---

[74] সূরা বাকারা ঃ ১৮৭।

[75] সূরা বাকারা : ১৮৫।

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله) مرة أخرى.

السوال ٣٩٤: إذا إنتقل الصائم من بلد إلى بلد و أعلن في البلد الأول وؤية هلال شوال فهل يفطر تبعا لهم علماً بأن البلد الثاني لم ير فيه هلال شوال؟

الجواب : إذا إنتقل الإنسان من بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس، وهذا وإن زاد عليه يوماً أو كثر فهو كما لو سافر إلى بلد أخر يتأخر فيه غروب الشمس فإنه قد يريد على اليوم المعتاد ماعتين، أو ثلاث أو اكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه، وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن لا نصوم إلا لرؤيته وكذالك قال : (أفطروا لرؤيته)

وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضى ما فاته من رمضان، إن فاته من رمضان، إن فأته يوم قضى يوماً، وإن فاته يومان قضى يومين، وقلنا يقضى في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.

أو يزيد على الثلاثين يوماً وقلنا له افطروا إن لم تتم تسعة وعشرين يوماً، لأن الهلال رؤي فإذا رؤي فلا بد من الفطر ولما كنت ناقصا عن تسعة وعشرين، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوما لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف المسألة الأولى فإنك لا تفطر حتى ير الهلال، فإن لم ير فإنك لا تزال في رمضان، فكيف تفطر فليزمك الصيام وإن زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم.

তাঁকে পুনঃ প্রশ্ন করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : (৩৯৪) সিয়াম পালনকারী যদি এক শহর হতে অন্য দেশে স্থানান্তর হয়, কিন্তু আগের দেশে ঈদের চাঁদ দেখার ঘোষণা হয়েছে। সে কি এখন সিয়াম ভঙ্গ করবে? উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় দেশে ঈদের চাঁদের দেখা এখনও পায়নি।

উত্তর : কোন মানুষ যদি এক ইসলামী রাষ্ট্র থেকে অপর ইসলামী রাষ্ট্রে গমন করে আর উক্ত রাষ্ট্রে সওম ভঙ্গের সময় না হয়ে থাকে, তবে তাদের সাথে সওম চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না তারা সওম ভঙ্গ করে। কেননা, মানুষ যখন সওম পালন করে তখন সওম পালন করতে হবে, মানুষ যখন সওম ভঙ্গ করে, তখন সওম ভঙ্গ করতে হবে। মানুষ যেদিন কুরবানীর ঈদ করে সেদিন কুরবানীর ঈদ করবে। যদিও তার একদিন বা দু'দিন বেশী হয়ে যায় তার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন কোন লোক সওম রেখে পশ্চিম দিকের কোন দেশে ভ্রমণ শুরু করল, সেখানে সূর্য অস্ত যেতে দেরী হচ্ছে। তখন সে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবশ্যই দেরী করবে। যদিও সময় সাধারণ দিনের চেয়ে দু'ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা বা তার চাইতে বেশী হয়।

দ্বিতীয় শহরে সে যখন পৌঁছেছে তখন সেখানে ঈদের চাঁদ দেখা যায়নি। অতএব সে অপেক্ষা করবে। কেননা, নবী ﷺ আমাদেরকে চাঁদ না দেখে সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন :..."তোমরা চাঁদ দেখে সওম পালন কর, চাঁদ দেখে সওম ভঙ্গ কর। এর বিপরীত কেউ যদি এমন দেশে সফর করে সেখানে নিজের দেশের পূর্বে চাঁদ দেখা গেছে (যেমন কেউ বাংলাদেশ থেকে সউদী আরব সফর করে) তবে সে ঐ দেশের হিসাব অনুযায়ী সওম ভঙ্গ করবে এবং ঈদের সালাত পড়ে নিবে আর যে কটা সওম বাকী থাকবে তার রমাযান শেষে কাযা আদায় করে নিবে। চাই একদিন হোক বা দু'দিন কেননা, আরবী মাস ২৯ দিনের কম হবে না বা ৩০ দিনের বেশী হবে না।

২৯ দিন পূর্ণ না হলে ও সওম ভঙ্গ করবে এজন্য যে, চাঁদ দেখা গেছে। আর চাঁদ দেখা গেলে তো সওম কম হল তাই রমাযান শেষে তা কাযা করতে হবে। কেননা, মাস ২৮ দিনে হয় না।

কিন্তু পূর্বের মাসআলাটি এর বিপরীত। নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সওম ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেনান, নতুন চাঁদ না উঠা পর্যন্ত রযামান মাস বহাল। যদিও দু'একদিন বেশী হয়ে যায় তাতে কোন অসুবিধা নাই। সেটা একদিনে কয়েক ঘন্টা বৃদ্ধি হওয়ার মত। অতিরিক্ত সওম নফল হিসাবে গণ্য হবে।[76]

এছাড়াও তিনি স্বীয় গ্রন্থ "আশ শারহুল মুমতি" তে এ প্রসঙ্গে মাদানী সাহেবের ফাতাওয়ার বিপরীত ফাতাওয়া দিয়ে গেছেন। নিম্নে শুধু তার ভাষায় লিপিবদ্ধ করলাম।

---

[76] ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ৪৫১-৫৪ পৃঃ ফাতাওয়া নং ৩৯৩-৩৯৪।

وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم

يقال : إنه لليلة الماضية ولكنه لم ير فيه لسبب من الأسباب لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الامر.

وقوله (لليلة المقبلة) ليس على اطلاقه أيضا لأنه إن رئي تحت الامس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعاً. لأنه سابق للشمس، والهلال لا يكمن هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس

فمثلا : إذا رئي قبل غروب الشمس بنصف ساعة، وغرب قبل غروبها بربع ساعة فلا يكون للمقبلة قطعا لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس مختلفا عنها قوله : (وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم)

المراد بأهل البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته فهو عام أريد به خاص فليس المراد به جميع أهل البلد من كبير وصغير وذكر وأنثى فإذا ثبتت وؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض و مغاربها ويدل على ذلك.

١- قول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) والخطاب موجه لعموم الأمة.

٢- أن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم وعدم التفريق بينهم بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين

فاذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحد كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في إتحادهم واجتماع كلمتهم وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار. وعلى ذلك إذا ثبت رؤيته وقت المغرب في أمريكا وجب الصوم على الموجودين في الصين ورغم تباعد مطالع الهلال.

القول الثاني : لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال فان لم تتفق لزم الصوم، وإلا فلا، واستدلوا بالنص والقياس.

أما النص فهو :

١- قوله تعالى : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (سورة البقـــرة : ١٨٥) والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة، ولا حكما والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده.

٢- قوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) فعلل الأمـــر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة، ولا حكما

٣- حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن عباس عـــن الهلال فقال : رأيناه ليلة الجمعة

فقال ابن عباس : لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقال : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال : لا هكذا أمرنا رســـول الله صلى الله عليه وسلم

وأما القياس فلأن التوقيت اليومى يختلف فيه المسلمون بالنص والاجماع، فـــاذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقولـــه تعـــالى : ﴿وَكُلُـــواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ (سورة البقرة : ١٨٧) ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر.

فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي فيجـــب أن يختلفـــوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري وهذا قياس جلي.

وهذا القول هو القول الراجح وهو الذي تدل عليه الأدلة ولهذا قال أهل العلم : إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصـــوموا، لأن المطالع متفقة ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب مـــن باب أولى، لأن سير القمر بطئ كما قال الله تعالى : ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا﴾ (سورة الشمس : ٢)

وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟

الجواب : لا، لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر

القول الثالث : أن الناس تبع للإمام فاذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولا يته في مشارق الأرض أو مغاربها، أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق، هذا من جهة المعنى.

ومن جهة النص : فلقوله صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس فالناس تبع للإمام والامام عليه أن يعمل على القول الراجح.

وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوى، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع، ألا يظهر خلافا لما عليه الناس.

القول الرابع : أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع اقطار الدينا في أقل من ليلة لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة

مسألة : الأقليات الاسلامية في الدول الكافرة، إن كان هناك رابطة، أو مكتب أو مركز اسلامي، فإنها تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذالك فإنها تخير والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها-

ويصام برؤية عدلٍ

قوله : "ويصام" مبنى للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى رمضان قوله : "برؤية عدل" وبعضهم يعبر بقوله : "برؤية ثقة" وهذا أعم.

والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر والدليل حديث ابن عمـــر رضـــي الله عنه– قال تراءى الناس الهلال فأخبر ت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصـــامه وأمر الناس بصيامه

وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال : أتشهد ألا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال : نعم فقال لبلال : "قم يـــا بلال فأذن بالناس أن يصوم غدا"

فهذان الحديثان وإن كان ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر والصيام بشـــهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحـــد، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم،

এছাড়াও তিনি স্বীয় গ্রন্থ "ফিক্‌হুল ইবাদাত"-এ মাদানী সাহেবের ফাতাওয়ার বিপরীত ফাতাওয়া দিয়ে গেছেন। নিম্নে শুধুমাত্র তাঁর ভাষায় লিপিবদ্ধ করলাম।

رؤية الهلال في بلد لا تلزم جميع البلاد بأحكامه

سوال ١٥٣ : يتفاوت ظهور هلال رمضان أو هلال شوال بين الـــدول الإسلامية، فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول؟

الجواب : مسألة الهلال مختلفة فيها بين أهل العلم، فمنهم من يراى أنه ثبـــت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم، وإذا ثبت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمون الفطر.

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعلى هذا فإذا رؤى في المملكـــة العربية السعودية مثلا وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملـــوا بهـــذه الرؤية صوما في رمضان وفطرا في شوال،

واستدلوا على ذالك بعموم قوله تعالى : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (سورة البقرة : ١٨٥)

عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا) متفق عليه.

ومن العلماء من يقول : إنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا.

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

واستدل على هذا بقوله تعالى : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (سورة البقرة : ١٨٥) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا) أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال، لكن وجه الإستدلال عند ابن تيمية في هذه الآية، وهذا الحديث مختلف ..... إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرئى و هذا يقتضى أن من لم يشهد ومن لم ير لا يلزم الحكم..... عليه : إذا اختلف المطالع لا تثبث أحكام الهلال بالتعميم، وهذا لا شك وجه قوى في الإستدلال ويؤيده النظرو القياس.

*** এ ছাড়াও মাদানী সাহেবের ফাতাওয়ার বিপরীত ফাতাওয়া আল-উসাইমীনের স্বহস্তে লিখা নিম্নোক্ত ফাতাওয়া ঃ**

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين سلمه الله أما بعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فأسأل الله لكم العون ودوام التوفيق

وأفيد فضيلتكم بأننا من موظفى سفارة خادم الحرمين الشريفين في بنغلاديش.

ونحن هذا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام.

١- قسم يقول نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة.

٢- قسم يقول نصوم مع بنغلاديش ونفطر مع بنغلاديش.

٣- قسم يقول نصوم مع بنغلاديش رمضان أما يوم عرفة فمع المملكة.

مع الإشارة إلى أنه يبدأ صوم اليوم من طلوع الفجر الثاني وينتهى بغروب الشمس.

وعليه أمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن بنغلاديش وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا شهر رمضان ولا في يوم عرفة حيث أنه يبدأ صيام شهر رمضان ويوم عرفة هنا في بنغلاديش بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين واحيانا ثلاثة أيام. حفظكم الله،،،

هاتف : ٠٠٨٨٠٢٨٨١٠٤٧٨

فاكس : ٠٠٨٨٠٢٨٨١٠٤٧٩

إبنكم

أحمد بن علي الرومي

الملحق الديني في سفارة

خادم الحرمين الشريفين في بنغلاديش

وقد أجاب فضيلة الشيخ بما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره هل يلزم جميع المسليمن العمل به أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع أو من رأوه ومن كان معهم تحت ولاية واحدة على أقوال متعددة وفيه خلاف أخر.

والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة فإن اتفقت المطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد،فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر وهذا اختيار شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس، أما الكتاب فقد قال الله تعالى : ﴿**فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**﴾ (سورة البقرة : ١٨٥) مفهوم الأية أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا) مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر، وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبر أن في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب وهذا محل إجماع فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هولاء وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هولاء وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق.

ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم أو الفطر وجب امتثال أمره لأن المسألة خلافية وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلادكم الأصلي أو خالفه وكذالك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه.

كتبه

(محمد بن صالح العثيمين)

في ١٤٢٠/٨/٢٨ هـ

এতদ্বাসত্ত্বেও মাদানী সাহেব স্বীয় গ্রন্থে শাইখ আল- উসাইমীনকে স্বপক্ষে দাবী করেছেন। তাঁর এ দাবী সঠিক নয়।

পক্ষান্তরে, মাদানী সাহেব শাইখ উসাইমীনের "মাজলিসু শাহরি রমাযান" নামক গ্রন্থের যে ভাষ্য নকল করেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন।

আল উসাইমীন উক্ত গ্রন্থে আলোচ্য বিষয় বস্তু সম্পর্কে যা লিখেছেন তা নিম্নে হুবহু তাঁরই ভাষায় লিখে অনুবাদ করলাম।

ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، فلا يصوم قبل دخول الشهر لقول النبي ﷺ (لا يتقدمن أحدكم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم) رواه البخاري ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين :

الأول : رؤية هلاله لقوله تعالى : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (سورة البقرة : ١٨٥)

وقول النبي ﷺ : (إذا رأيتم الهلال فصوموا) متفق عليه

ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع.

ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغاً عاقلاً مسلماً موثوقاً بخبره لأمانته وبصره

فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته لأن لا يوثق به وأولى منه المجنون. والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضاً لحديث ابن أنس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال : إني رأيت الهلال يعني رمضان، فقال : (أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم قال : (أتشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم قال : (يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً) أخرجه الخمسة إلا أحمد.

ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه.

ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد لقول ابن عمر رضي الله عنهما.

ترآءى الناس الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه : رواه أبو داود، والترمذى والحاكم وقال : على شرط مسلم.

ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور لذلك، وكذالك من رأى هلال شوال و ذي الحجة لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب- وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع،

وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالمذياع أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر و خروجه في رمضان أو غيره لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله وجعل ذلك الإعلام ملزماً لهم بالصيام.

وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعياً فلا عبرة بمنازل القمر لأن النبي ﷺ علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله فقال النبي ﷺ : "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا" (متفق عليه)

وقال أيضا : إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا) رواه أحمد الأمر الثاني : بما يحكم فيه بدخول الشهر : إكمال الشهر السابق قبله ثلاثين يوما لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوما و لا ينقص عن تسعة وعشرين

يوماً وبما يتوالى شهران أو ثلاثة إلى أربعة ثلاثين يوماً أو شهران أو ثلاثة إلى أربعة تسعة وعشرين يوما لكن الغالب شهر أو شهران كاملة و الثالث ناقص، فمتى تم الشهر السابق ثلاثين يوماً حكم شرعاً بدخول الشهر الذي يليه وإن لم ير الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين) رواه مسلم، وعند البخاري (فإن أغمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيه رمضان، فإن غم أتم عليه ثلاثين يوما ثم صام) أخرجه ابن خزيمة وأبو داود والدارقطني وصححه، وبهذا الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرا الهلال أكمل شعبان ثلاثين يوما. ولا يصام يوم الثلاثين منه سواء كانت الليلة صحوا أم غيما لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم وصلى الله عليه وسلم.

اللهم وفقنا لإتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء واجعل شهرنا هذالنا شهر خير وبركة واعفا فيه على طاعتك وجنبنا طرق معصيتك يا أرحم الراحمين أو صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وآصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

অর্থ ঃ আর সিয়াম পালন করা ততক্ষণ ফরয হবে না যতক্ষণ রমাযান মাস প্রমাণিত হবে না ।

يوم الشك বা সন্দেহের দিবসে সিয়াম পালন করা যাবে না। কেননা, নবী ﷺ-এর বাণী ঃ তোমাদের কেউ যেন একদিন বা দু'দিন পূর্বে সিয়াম পালন না করে। তবে পূর্ব থেকে কারো সিয়াম পালনের অভ্যাস থাকলে, সে ঐ দিনে সিয়াম পালন করতে পারে।[77]

---

[77] বুখারী।

*দু'টি বস্তুর যে কোন একটি পাওয়া গেলে রমাযানের আগমন বুঝা যাবে। প্রথমত নতুন চাঁদ দেখলে। আল্লাহর বাণী ঃ

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

অর্থা ঃ "অতএব তোমাদের যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন সিয়াম পালন করে।[78]

আর রাসূল ﷺ-এর বাণী ঃ

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا– (متفق عليه)

অর্থ : নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা রমাযানে চাঁদ দেখবে, তখন সিয়াম পালন করবে।

কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির চাঁদ দেখা শর্ত নয়, বরং একজন নির্ভরযোগ্য পুরুষ সাক্ষ্য দিলে সকলের উপর সিয়াম পালন করা অপরিহার্য হবে।

সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হওয়ার শর্ত ঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানী, মুসলিম, আমানতদার ও দৃষ্টি সম্পূর্ণ হওয়া। তাই নাবালেগ, পাগল ও ফাযেরের সাক্ষ্য দ্বারা রমাযান প্রমাণিত হবে না।

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ একজন বেদুঈন নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে বললো, নিশ্চয় আমি (রমযানের) চাঁদ দেখেছি একথা শুনে তিনি বললেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল? সে বললো, হ্যাঁ, রাসূল ﷺ বললেন, হে বেলাল! তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও, লোকেরা যেন আগামীকাল সিয়াম পালন করে। (আহমাদ ব্যতীত অন্য ৫টি কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে)

পক্ষান্তরে, খবরের যাদের নির্ভর যোগ্যতা নাই; যেমন- মিথ্যাবাদী তারাহুঁড়ার অভ্যস্থ, বা দুর্বল দৃষ্টি শক্তির অধিকারী ব্যক্তি, তাদের সাক্ষ্য দ্বারা রমাযান প্রমাণিত হবে না, অথচ রমাযান মাস এক ব্যক্তির সাক্ষের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়।

ইবনে উমারের বানী : লোকেরা চাঁদ দেখল, পরক্ষনে আমি নবী ﷺ কে চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে তিনি সিয়াম পালন করলেন এবং লোকদের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন, (আবু দাউদ ও হাকেম) আর যে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে চাঁদ দেখে, সে শাসকদের অবহিত করবে। এমনিভাবে যে শাওয়াল ও জিলহাজ্জের চাঁদ দেখবে,

---

[78] সূরা বাকারাহ- ১৮৫।

সেও অবহিত করবে, কোন ব্যক্তি যদি একা এতদূর চাঁদ দেখে যে দূরত্বের কারণে তার পক্ষে প্রশাসনের কাছে সংবাদ পৌছানো সম্ভব না হয়, তাহলে সে নিজে সিয়াম পালন করবে এবং প্রশাসনের নিকট সংবাদ পৌছানোর চেষ্টা করবে। যখন শাসকের পক্ষ থেকে চাঁদ দেখার ঘোষণা হয়, (রেডিও বা অন্য কোন মাধ্যমে) তখন সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

এজন্যই নবী করীম ﷺ বেলাল (রাঃ) কে সিয়াম পালনের ঘোষনার নির্দেশ দিলেন। তবে শুধু চাঁদের উদয়স্থল ধর্তব্য নয়, কেননা নবী ﷺ চাঁদ দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। নবী ﷺ বলেছেন :

فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

অর্থা : নবী ﷺ বলেন ঃ যখন তোমরা (রমাযানের) চাঁদ দেখ, তখন সিয়াম পালন কর এবং যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখ, তখন সিয়াম ভঙ্গ কর।[79]

নবী ﷺ বলেন :

إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُوْمُوْا وَافْطِرُوْا–

অর্থ : নবী ﷺ বলেন, যদি দুজন মুসলিম সাক্ষ্যদেয় (চাঁদ দেখার বিষয়ে) তখন সিয়াম পালন কর ও ভঙ্গ কর (আহমাদ)

দ্বিতীয়ত : শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হওয়া কেননা আরবী মাস ৩১ ও ২৮ দিনে হয় না।

আরবী মাস কখনো কখনো ধারাবাহিকভাবে দু'মাস, তিন মাস অথবা চারমাস পর্যন্ত ত্রিশ দিনের হয়। আবার কখনো দু'মাস, তিন মাস অথবা চার মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উনত্রিশ হয়ে থাকে, সুতরাং কোন মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ হলে শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী পরবর্তী মাসটি এসেছে বলে গণ্য হয়। যদিও চাঁদ দেখা না যায় নবী ﷺ বলেন :

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ (مسلم)

فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ –ورواه البخاري

অর্থ : নবী ﷺ বলেন : তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর। আকাশ যদি মেঘচ্ছন্ন বা অস্বচ্ছ থাকে, তখন ঐ মাসকে ত্রিশ দিন হিসেবে গণ্য কর।[80]

---

[79] বুখারী ও মুসলিম।

বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে : فان أُغْمِيَ علـيكم অর্থাৎ : চাঁদ যদি অজ্ঞাত থাকে, তাহলে শাবান মাসটি ত্রিশ পূর্ণ কর।

সহীহ ইবনে খুযাইমা গ্রন্থে আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসকে যত বেশী হিসাব করতেন, অন্য মাসকে তত বেশী হিসাব করতেন না, এরপর তিনি চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করতেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে, শাবান মাসকে ত্রিশ দিন হিসেবে করে সিয়াম পালন করতেন, (আবু দাউদ ও দারাকুতনী) হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চাঁদ দেখার পূর্বে সিয়াম পালন করা যাবে না, চাই রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকুক বা মেঘাচ্ছান্ন থাকুক,

আম্মার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন সিয়াম পালন করল, সে আবুল কাশেম (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাফরমানী করল।[81]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে হিদায়েতের অনুসারী হওয়ার তাওফিক দিন এবং ধ্বংশ ও দুর্ভাগ্য হতে রক্ষা করুন, রমাযান মাসকে আমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতময় রাখুন।

হে রাহমানুর রাহীম! অনুগ্রহ করে আমাদের মাতা পিতা ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ! রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের উপর।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

উল্লেখ্য যে, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহ.) স্ব-স্ব দেশের বা শহরের চাঁদ অনুযাযী সিয়াম পালন করার ফাতাওয়া নক্ষত্রের মত উজ্জল থাকা সত্ত্বেও মাদানী সাহেব তাঁকে কিভাবে স্বীয় ফাতাওয়ার পক্ষে দাবী করলেন?

আল-উসাইমীনের "মাজালিসু শাহরে রমাযান" নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে কিছুই বলেননি। কেননা, সে বইটি ফাতাওয়ার গ্রন্থ নয়।

সুতরাং মাদানী সাহেবের নিকট আমার বিনীত আনুরোধ, যেন তিনি উপরোক্ত উল্লেখিত ফাতাওয়াগুলো রিফারেন্স অনুযায়ী অধ্যায়ন করেন।

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিষ্কে চিন্তা করুন; মাদানী সাহেব কেমন আলেম। শাইখ আল-উসাইমীনের ফাতাওয়ার গ্রন্থ ও ফিকাহের গ্রন্থসমূহ অধ্যায়ন না করে নিজের পক্ষে তাঁকে দাবী করলেন।

---

[80] মুসলিম।

[81] আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী।

জানেন কি, শাইখুল হাদীস 'আল্লামাহ ওবায়দুল্লাহ মুবারোকপুরী (রহ)'র ফাতাওয়া কী?

উত্তর : এ প্রসঙ্গে ভারতের শাইখুল হাদীস 'আল্লামাহ্ 'ওবায়দুল্লাহ মুবারোকপুরী মিশকাতের ভাষ্য "মির'আতুল মাফাতী"-এর মধ্যে প্রায় দশ পৃষ্ঠা চাঁদ দেখার বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্বে সকল দেশের সকল মু'মিন মুসলিম ৫৬০ মাইল দূরত্বের লোকেরা স্বস্ব শহর বা অঞ্চলে চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করেব। হুবহু তাঁর গ্রন্থ হতে তাঁর অভিমত উল্লেখ করলাম। ওবায়দুল্লাহ মুবারোকপুরী বলেন :

قلت أن اعتبر اختلاف المطالع في باب الصوم بما روي مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم عن كريب أن أم بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمن الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،

قال النووي هذا الحديث ظاهر الدلالة على أنهم إذا رأو الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم قال وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض وعلى هذا إنما لم يعمل ابن عباس بخير كريب لأنه شهاده فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وإنما رده لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد انتهي،

وقال السندي في حاشية النسائي قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه لم محتمل أن المراد به أنه أمرنا أن لا نقبل شهادة الواحد في حق الإفطار أمرنا أن عتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرهم وإلى المعنى الثاني تميل ترجمة

المصنف اختلاف أهل الآفاق في الرؤية– وغيره (كالترمذي وأبي داود ومجد الدين بن تيمية) لكن المعنى الأول محتمل فلا يستقيم الاستدلال وكاهم رأوا أن المتبادر هـو الإحتمال الثاني فبنوا عليه الإستدلال والله تعالى أعلم

وأطال الشوكاني الكلام في الجواب عن هذا الاستدلال وتعقبه بوجوه من شاء الوقوف عليها رجع إلى النيل وقد ذكر كلامه شبتجنا في شرح الترمذي وسكت عليه، وعندي كلام الشوكاني مبنى على التحامل يرده ظاهر سياق الحديث والشام في الجهة الشمالية من المدينة مائلا إلى المشرق (المغرب) وبينها قريب من سبع مائـه ميل فالظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه إنما لم يعتمد على رؤية أهل الشام واعتمد اختلاف المطالع لأجل هذا لبعد الشاسع واختلف القائلون ياعتبار اختلاف المطـالع في تحديد مسافة التي يعتبر فيها اختلاف المطالع وأكثر الفقهاء على أنها مسيرة شهر كما تقدم، وفي تحديد هذه المسافة بالميال أشكال لا يخفى وينبغي أن يرجع لـذلك إلى علم الهيئة الجديدة و يعتمد على الجغرافيا الحديثة وقد قالوا إن كان الهلال في بلد على إرتفاع ثمان درجات من الأفق عند غروب الشمس يعني إن كان ارتفاعه مـن الأفق عند غروبها بحيث أنه لا يغرب إلا في إثنين وثلاثين دقيقة فلا بد أن يكون فوق الأفق في جميع البلاد الشرقية إلى خمس مائة ميل وستين وميلا من ذالك البلاد ويرى في جميع هذه البلاد الشرقية الكائنة في هذه المسافة الطويلة، لو لا المانع مـن الغـيم والقتر ونحوهما، قالوا يزيد وينقص درجة واحدة على كل سبعين ميلا فيكون الهلال على ارتفاع سبع درجات في موضع هو على سبعين ميلا في المشرق من بلد الرؤية وعلى تسع درجات في موضع هو على سبعين ميلا في المغرب من بلد الرؤية فـإذا حصلت رؤية الهلال في بلد وثبتت يكون تحقق الرؤية في البلاد الواقعة في المغرب من ذلك البلد من مسلمات علم الهيئة وقد ظهر بهذا أن الهلال إذا رؤى في بلد غـربي

ينبغي أن تعتبر هذه الرؤية إلى خمس مائة ميل وستين ميلا في جهة المسرق من ذلك البلد وأما في البلاد الغربية منه فتعتبر مطلقاً أي من غير تقيد تقييد بمسافة معينة والله تعالى أعلم

"যারা স্ব-স্ব দেশে বা শহরে চাঁদ দেখে সিয়াম পালনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের দলীল হলো সহীহ মুসলিমে, মুসনাদ আহমাদে, নাসাঈতে, তিরমিযীতে আবূ দাউদে সুনান প্রভৃতি গ্রন্থে কুরাইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কৃর্তক বর্ণিত হাদীস, উম্মুল ফাযল বিনতে হারিস তাঁকে (কুরাইবকে) সিরিয়ায় মু'আবিয়ার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। আমি তথায় থাকাস্থায় রমাযানে চাঁদ উদিত হয় এবং আমি তা জুমুআর (শুক্রবারের) রজনীতে দেখেছি। এরপর আমি রমাযানের শেষ দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে (সফর বিশেষ করে নতুন চাঁদ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন তোমরা (রমাযানের) চাঁদ কখন দেখেছিলে আমি জবাব দিলাম জুমুয়ার রজনীতে। এরপর তিনি (নিশ্চিত হওয়া জন্য) পুনঃজিজ্ঞেস করলেন। তুমি নিজেই কি তা দেখেছিলে? আমি বললাম : হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে।

তিনি (ইবনু 'আব্বাস) বললেন : আমরা তো তা শনিবারের রজনীতে দেখেছি। সুতরাং আমরা ত্রিশপূর্ণ না করা পর্যন্ত সিয়াম পালন করব কিম্বা (শাওয়ালের) চাঁদ দেখা না পর্যন্ত সিয়াম পালন করে যাবো। আমি (তাঁকে) বললাম : মু'আবিয়ার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) চাঁদ দেখা ও সিয়াম পালন কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

* ইমাম নববী বলেন : এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে।

নববী আরো বলেন যে, আমাদের (শাফিয়ীরা) অনেকেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত হতে প্রমাণ হলেই তা সকল দেশের সকল মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য হবে, যদিও তা ইবনু 'আব্বাস কুরাইব এর সংবাদ অনুযায়ী সিয়াম পালন করেননি। কেননা, তার একক সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে, ইমাম নববী তাদের মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন অত্র হাদীস দ্বারা যে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে না অধিক দূরত্বের কারণে।

* আল্লামা সিন্ধী হানাফী নাসাঈর টীকায় লিখেছেন যে, ইবনু আব্বাস এর কথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "এভাবেই আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন" কিন্তু তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র

নির্দেশের কোন শব্দ বা তাঁর নির্দেশের কোন ব্যাখ্যা করেননি, যার ফলে দু'টি অর্থের সম্ভবনা রয়েছে।

প্রথম অর্থ হলো :

রাসূল ﷺ আমাদেরকে সিয়াম ভঙ্গের ক্ষেত্রে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় : রাসূল ﷺ আমাদেরকে স্ব-স্ব শহরে চাঁদের উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন অন্য শহরের উপর নয়। আল্লামা সিন্ধী এবং ইমাম নাসাঈ চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন (যেমন ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী)। কিন্তু প্রথম অর্থেও অন্য দৃষ্টি পরিলক্ষিত হওয়াই দলীল গ্রহণ সঠিক হবে না। কেননা, কুরাইবের তো একক সাক্ষ্য নয় বরং তাঁর সাথে মু'আবিয়া ও তাঁর সহচর্যবৃন্দ ছিলেন, যার ফলে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেই সিরিয়ায় গিয়ে মু'আবিয়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করে ছুটে যাওয়া সওমটি কাযা স্বরূপ পালন করতে পারতেন। প্রথম অর্থে এ সম্ভবনা থাকার জন্য ইমাম নববী, সিন্ধী, ইমাম নাসাঈ, ও মুবারোকপুরীও প্রথম অর্থানুযায়ী দলীল গ্রহণ করা সঠিক হবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা (সিন্ধী, ইমাম নববী ও ইমাম নাসাঈ) যেন আরেক সম্ভবনাকে) প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং দ্বিতীয় অর্থানুযায়ী অত্র হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। কোন কোন শাফিয়ীর পক্ষ হতে আরেক সম্ভবনা কুরাইব সিরিয়াতে সংবাদ দিয়েছিলেন যার ফলে প্রথমদিকে ফিরে যাওয়াটা সম্ভবপর ছিল না। আর এ সম্ভবনাটি ইমাম শাওকানী স্বীয় গ্রন্থ “নাইলুল আওতারে” উল্লেখ করেছেন ইবনু 'আব্বাসের মতটি গবেষনালব্ধ ছিল তাই শরী'আতের দলীল হতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

আমাদের শাইখ আবদুর রহমান মুবারকপুরী জামিউত তিরমিযীর ভাষ্য তুহফাতুল আহওয়াযীতে ইমাম শাওকানীর বক্তব্য লিখেছেন এবং ওবাইদুল্লাহ মুবারাকপুরী এখানে (স্বীয় গ্রন্থ মিরআতে) তা আলোচনা করেননি। (আবদুর রহমান মুবারোকপুরী কুরাইব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসের প্রতিলক্ষ্য রেখে ইমাম নববীর ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।)

আল্লামাহ ওবায়দুল্লাহ মুবারোকপুরী এ প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এ বলে আমার নিকট ইমাম শাওকানীর সম্ভবনাময় মন্তব্য অত্র হাদীস (কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত সহীহ মুসলিম) সুস্পভাবে উক্ত সম্ভবনাকে প্রত্যাখ্যান করছে। আর সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৭০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সে কারণেই ইবনু 'আব্বাস সিরিয়াবাসীর (এক দিন পূর্বের) চাঁদ গ্রহণ করেননি। আর ওলামারা চাঁদ উদয়ের ভিন্নতার সীমারেখার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ট ফিকাহবিদরা এ

অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা এক মাসের দূরত্ব (আধুনিক যানবাহনের হিসাব মতে নয়)। আর চাঁদের উদয়স্থল কত দূরত্বে এক ও ভিন্ন ভিন্ন হবে সে ব্যাপারে মাইল দ্বারা নির্দিষ্ট করা দুরূহ ব্যাপার। আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানীরা ভৌগলিক হিসাব মতে বলেন যে,সূর্যাস্তমিত হওয়ার সময় থেকে আট দরজা পরিমাণ উর্ধ্বাকাশে চাঁদ উদয় অর্থাৎ সূর্যাস্তমিত হওয়া সময় থেকে ৩২ মিনিট পর্বে সূর্যের স্থানে চাঁদ উদয় হয়, তাহলে পশ্চিম দিগন্তের ভূপৃষ্টা থেকে চাঁদের উদয় কালের উচ্চতার পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ প্রযোজ্য হবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বাদল মুক্ত হয়।

(অর্থাৎ : চাঁদ যদি সূর্য ডোবার সময় এতটুকু উচুতে থাকে যে, সূর্য অস্ত যেতে কেবলমাত্র বত্রিশ মিনিট সময় লাগবে তাহলে ঐ জায়গা থেকে পূর্ব ৫৬০ মাইল অঞ্চল একক উদয়স্থল বা "ইত্তেফাকে মতলা" মনে করা হবে। এ হিসাব অনুসারে বোঝা যায় যে, চাঁদ যদি কোন শহরে দেখা যায় তাহলে ঐ শহর থেকে পূর্বদিকে ৪৬৯ মাইলের লোকেরা ঐ চাঁদের খবর মেনে সিয়াম ও ঈদ করতে পারবে।

বাকী থাকল ঐ শহরের পশ্চিম দিককার বিভিন্ন শহর ওদের জন্য নির্দিষ্ট কোন দূরত্ব নাই। বিনা নির্দিষ্ট কারণ ঐ সব শহরগুলোতে পূর্বে দিককার যে কোন জায়গায় চাঁদ দেখার আইনই প্রযোজ্য হবে। এ হিসাব অনুসারে বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে ঐ চাঁদ অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার পশ্চিম দিকের শেষ সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের পূর্ব দিকের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত চাঁদের গমনামন পথে আকাশ পথের দূরত্ব ৫০০ মাইলের কম বৈ বেশী নয়)

তারা আরও বলেছেন : প্রত্যেক ৭০ মাইলের সাথে একদারাজ (৪মিনিট) কম-বেশী হতে থাকবে। অতএব সূর্যাস্তমিত হওয়ার সময় থেকে সাত দারাজা (২৮ মিনিট) উর্ধ্বাকাশের কোন স্থালে চাঁদ উদয় হয়, তাহলে ঐ চাঁদ থেকে অন্যূন ৭০ মাইল দূরত্বের পূর্ব শহরের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং সূর্যাস্তমিত হওয়ার সময় থেকে নয় দারাজা (৩৬ মিনিট) পরিমাণ উর্ধ্বাকাশের যে কোন স্থানে চাঁদের উদয় হয় তাহলে ঐ চাঁদ অন্যূন ৭০ মাইল দূরত্বের পশ্চিমে অবস্থানকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যখনই কোন শহরে চাঁদ দেখা যায় তখন মুসলিম জ্যোতি বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে পশ্চিম শহরের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ প্রযোজ্য হবে। আর এ কথাও প্রকাশ যে, যখনই পশ্চিমের কোন শহরে চাঁদ দেখা যায় তখন অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বের পূর্বে অবস্থানকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। পৃথিবীর পশ্চিমের সর্বশেষের শহরগুলোর জন্য সীমানা নির্দিষ্ট করা ছাড়াই (চাঁদ দেখাই বিধান)। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।।[82]

---

[৪২] মিরআতু মাফাতীহ ৬/৪২৩-২৭ পৃঃ হা/ ১৯৮৯'র ব্যাখ্যায়।

উল্লেখ্য যে, মাদানী সাহেব ওবায়দুল্লাহ মুবারোকপুরী (রহ.)-কে স্বীয় অভিমতের পক্ষে দাবী করেছেন। কিন্তু তার এ দাবী সঠিক নয়। কেননা, ওবায়দুল্লাহ্ মুবারোকপুরী স্বীয় গ্রন্থ "মিরআতে" তাঁর বিপরীত ফাতাওয়া দিয়েছেন, মাদানী সাহেব শাইখ আইনুল বারী (রহ.) এর মত নিম্নে লিখিত উক্তি বা ব্যাক্যটি ভুল বুঝেছেন। উক্তিটি হলো ঃ "লিকুল্লি আহলি বালাদিন রূয়্যাতুহুম" অর্থাৎ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য চাঁদ দেখা প্রয়োজন। এ বাক্যটি সম্পর্কে ওবায়দুল্লাহ্ মুবারকপুরী স্বীয় গ্রন্থ "রমাযানুল মুবারককে ফাযায়িলে আহকামে" লিখেছেন, উক্ত বাক্যটি রাসূল ﷺ মারফূ' হাদীস নয় এবং কোন সাহাবীরও উক্তি নয়। বরং এটা ফিকাহবিদদের ব্যক্তিগত উক্তি। যেমন (ইমাম তিরমিযী) সুতরাং যারা উক্ত বাক্যটিকে হাদীস মনে করে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[83] এ পর্যালোচনা থেকে শাইখ আইনুল বারী ভূল বুঝেছেন যে, ওবায়দুল্লাহ্ মুবারকপুরী না-কি পৃথিবী ব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদপালনের পক্ষে ফাতাওয়া দিয়েছেন? শাইখ আইনুল বারীর যে ভুল বুঝেছেন, তা তিনি নিজেই স্বীয় গ্রন্থ সিয়াম ও রামাযানে ৬১ পৃঃ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর ফাতাওয়া লিখে তা স্বীকৃতি দিচ্ছেন।

ফাতাওয়াটি সংক্ষিপ্তরূপ ঃ শাইখুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ্ মুবারোকপুরী স্ব-স্ব দেশে চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি উদ্যাত আহবান জানিয়েছেন।[84]

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল যে, শাইখ আইনুল বারী স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, শাইখুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ মুবারোকপুরী ফাতাওয়া চাঁদের উদয়স্থল বিভিন্নতা হওয়া এবং স্ব-স্ব শহরে চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করা।

পক্ষান্তরে, মাদানী সাহেব শাইখ আইনুল বারী (হাফি.)-এর বই "সিয়াম ও রামাযান" এর শুধু এক অধ্যায় পড়ে শাইখুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ্ মুবারকপুরীকে নিজ অভিমতের পক্ষে দাবী করে বসে আছেন। কেননা, মাদানী সাহেবের এ দাবী অন্তত "সিয়াম ও রামাযান" নামক বইটি ভালোভাবে এ সম্পর্কিত সব অধ্যায় অধ্যায়ণ করলে তা জানতে পারতেন। কেননা, সে বইয়ে তো আইনুল বারী শাইখুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ্ মুবারোকপুরীর ফাতাওয়া থেকে সংকলন করেছেন।

মাদানী সাহেব শাইখুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ মুবারোকপুরীকে স্বীয় অভিমতের পক্ষে দাবী করেছেন অথচ তাঁর গ্রন্থ অধ্যায়ন করেননি। একি আলেমের বৈশিষ্ট্য? নাউযুবিল্লাহ্॥

---

[83] রমাযানুল মুবারককে ফাযা-য়িল আহকাম- ৯ পৃঃ।

[84] (সিয়াম ও রামাযান পৃঃ ৬১)

অতএব, আমার বিনীত অনুরোধ রইল, মাদানী সাহেব যেন শাইখুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ মুবারোকপুরীর গ্রন্থ "মিরআতুল মাফাতীহ" ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪২৬-৪২৮ পৃষ্ঠা এবং "রমাযানুল মুবারাককে ফাযায়িলে আহকাম"-৯ পৃষ্ঠা নীরব মস্তিস্কে মনোযোগের সাথে অধ্যায়ন করেন।

সুপ্রিয় পাঠক! চিন্তা করেছেন মাদানী সাহেব বই অধ্যায়ন না করেই অপর আলেম ও ইমামকে নিজ অভিমতের পক্ষে দাবী করেছেন। বিষয়টি আসল রূপ জানার জন্য আমার এ বই এবং মাদানী সাহেবের বই ভাল ভাবে অধ্যায়ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। গোলকধাঁধাঁয় পড়বেন না। কারণ রাসূলের যুগের রজনী যেন দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল। হাদীস॥

জানেন কি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামাহ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রহ.)'র ফাতাওয়া কী?

উত্তর : মাদানী সাহেব স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, আল্লামাহ্ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে চাঁদের নিখুঁত সংবাদ-পাওয়া গেলে তা সকল দেশের সকল মু'মিনের জন্য প্রযোজ্য হবে। তাঁর এ দাবী সঠিক নয়। কেননা, আল্লামাহ্ (রহ.)'র "ফাতাওয়া ও মাসায়েল" হতে তিনি যে ফাতাওয়াটি গ্রহণ করেছেন, তা মূলতঃ মাওলানা লুতফুল 'আলমের (গংগাপুর বাকেরগঞ্জ) এবং মুহাম্মাদ ইসহাক আলী সরকারের (বল্লাবাজার-টাঙ্গাইল)।

'আল্লামাহ্ (রহ.) তাদের এবং অন্যান্যদের ফাতাওয়া একত্র করে বই আকারে সঙ্কলণ করেছেন।[85]

মাদানী সাহেবের নিকট বিনীত অনুরোধ রইল, তিনি যেন জেনে নেন, 'আল্লামাহ্ আবদুল্লাহিল কাফীর ফাতাওয়া কী এবং কোন ফাতাওয়া অনুযায়ী 'আমল করতেন।

সুপ্রিয় পাঠক। চিন্তা করেছেন মাদানী সাহেব আল্লামাকে স্বীয় অভিমতের পক্ষে কেন দাবী করলেন? "ফাতাওয়া ও মাসায়েল" নামক বইটি ভালোভাবে অধ্যায়ন করুন।

---

[৮৫] তুর্জমানুল হাদীস, দ্বিতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, রমাযান ১৩৭০ হিঃ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৫৮ বাং।

জানেন কি, দেশবরেণ্য আলেম আল্লামাহ আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহ.)'র ফাতাওয়া কী?

আল্লামাহ্ আলীমুদ্দীন (রহ.) এ প্রসঙ্গে স্বীয় গ্রন্থ "নতুন চাঁদ" য়ে চমৎকার আলোচনা করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে না অধিক দূরত্বের কারণে। তাঁর গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনার সংক্ষিতরূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

তিনি বলেছেন, সহীহ মুসলিমের মধ্যে ঃ

باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم أنهم إذا رأو الهلال ببلد لا يثبت حكمه لمـــا بعد عنهم

অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের জন্য চাঁদ দেখা জরুরী, আর যখন মুসলিমগণ এক দেশে চাঁদ দেখবে তা হতে দূর দেশের জন্য সে হুকুমটিই প্রযোজ্য হবে না। ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِث بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَـــيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَة ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَـــى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَة فَقَالَ أَنتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْت فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَـــرَاهُ فَقُلْتُ أَوَ لاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِه فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

"কুরাইবকে (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উম্মুল ফাযল বিনতে হারিস মুয়াবিয়ার নিকট শাম (সিরিয়া) দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকাবস্থায় রমাযানের চাঁদ উদিত হয় এবং আমি তা জুমু'আর রজনীতে দেখি। এরপর আমি রমাযান-এর শেষের দিকে মদীনায় প্রত্যার্বতন করি। ইবনু 'আব্বাস আমাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তোমরা রমাযানের চাঁদ কখন দেখেছিলে? আমি তা জুমুয়ার রজনীতে দেখেছি? এর পরও তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে? আমি বললাম : হ্যাঁ, এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে এবং তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মু'আবিয়াও"।

তিনি (ইবনু 'আব্বাস) বলেন : আমরা তো তা শনিবারে দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সিয়াম পালন করব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সিয়াম পালন করে যাবো। আমি (তাঁকে) বললাম, মু'আবিয়ার (রাঃ) চাঁদ দেখা ও সিয়াম পালন কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন না। এভাবেই রাসূল ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। (অর্থাৎ আমরা নিজ দেশের লোকদের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করব, অন্যান্য দূর দেশবাসীদের চাঁদের উপর নয়।)

যেমন শাইখ আবুল হাসান সিন্ধী হানাফী নাসায়ীর টীকায় বলেছেন ঃ

أمرنا أن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرنا

"আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে নিজ দেশবাসীদের চাঁদ দেখার উপর উপর নির্ভর করতে অন্যান্য দেশ বাসীর উপর নয়।[86]

খতীবে হিন্দ শাইখ মুহাম্মদ মুহাম্মাদী উক্ত হাদীসের সারমর্মে বলেছেন ঃ

شام کے چند کا اعتبار حجاز مین نهي کیا جاتا اسی کو فرماں رسول صلى الله عليه وسلم اور شریعت کا مسئلة بتلایا جاتاھے

অর্থাৎ সিরিয়ার চাঁদ দেখা হিজাযবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই রাসূল ﷺ-এর আদেশ এবং শারী'আত।

ইমাম নাসায়ী কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অধ্যায় রচনা নিম্নেরূপে করেছেন ঃ

اختلاف أهل الآفاق في الرؤية

অর্থাৎ চাঁদ দেখার বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মতভেদ হওয়া।

ইমাম আবু দাউদ অত্র রাবীর বর্ণিত হাদীসের অধ্যায় নিম্নরূপে রচনা করেছেন ঃ

باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل آخرين بليلة

অর্থাৎ যখন এক দেশে অন্য দেশের এক রাত্রি পূর্বের চাঁদ দেখা যায়।

আওনুল মা'বুদ গ্রন্থকার বলেন ঃ

وجه الإحتجاح به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وقال في آخر الحديث هكذا أمرنا فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد آخر– ٨٧

---

৮৬ নাসায়ী ১/৩০১ পৃঃ।

এ দ্বারা এরূপে প্রমাণ হচ্ছে যে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সিরিয়াবাসীদের অনুযায়ী আমল করলেন না এবং হাদীসটি শেষে বললেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এরূপই আদেশ দিয়েছেন।

অতএব এ কথার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এক দেশের চাঁদ অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে প্রমাণ পেয়েছেন এবং তা-ই তিনি লক্ষ্য করে এ কথা বললেন।[88]

জগদ্বিখ্যাত হাদীসের কিতাব জামে' আত-তিরমিযীর লেখক ইমাম আবূ 'ঈসা অত্র রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অধ্যায় রচনা নিম্নেরূপে করেছেন ঃ

باب ماجاء لكل أهل بلد رؤيتهم

অর্থাৎ প্রত্যেক দেশ বা শহরবাসীর জন্য চাঁদ দেখা প্রয়োজন। উক্ত অধ্যায়ে উপরোল্লিখিত ইবনু 'আব্বাসের (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ

والعمل على هذا أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم

এ হাদীসের প্রতি বিদ্বানদের 'আমল আছে যে, আপন দেশের চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করা উচিত। (অতএব এক দেশের চাঁদ অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়)।[89]

পঞ্চম শতকের স্বনামধন্য ইমাম ও মুহাক্কিক হাফিয ইবনু আব্দিল বার্ (রহ.) বলেছেন ঃ

أجمعوا على ان لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان و الأندلس– فتح الباري صـ ٩٠ جـ ٤

(পঞ্চম শতকের পূর্বের) মুসলিম মনীষীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এক দেশের চাঁদ তা হতে দূর দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না। যেমন খোরাসান ও স্পেন।[90]

---

87 أبو داود مع عون المعبود صـ ٢٧١ جـ ٢

88 আওনুল মা'বুদ ২/২৭১।

89 তিরমিযী ১/৯১ পৃঃ।

90 ফাতহুল বারী ৪/৯০।

এ বিষয়ে মুসলিমগণের সর্ববাদী সম্মত ঐক্য আছে। অতএব বোম্বাই করাচী দিল্লী ঢাকা কলিকাতা এসব অঞ্চলের চাঁদ দেখা এক অপরের জন্য প্রযোজ্য হবে না। আর ইমাম নববী বলেন ঃ

والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قـــرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.

আমাদের শাফিয়ীদের নিকট এটাই সঠিক ও খাঁটি মাযহাব যে, এক দেশের চাঁদ অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়।

কোন একদেশের অধিবাসী যদি এমন দূরত্ব অতিক্রম করেন যাতে সালাত কসর (কম) করতে হয়। এমন দূরত্বের লোক নিজ অঞ্চলের চাঁদের উপর নির্ভর করবে।

এখানে কতগুলো লোক যাদের হাদীসের প্রতি আমল করতে ইচ্ছা নয় তাঁরা বলেন, যে রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর। যে কোন স্থানে একজন চাঁদ দেখলেই সকল মুসলিমকে মান্য করে 'আমল করতে হবে। আর ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنهما)-এর শামবাসীদের চাঁদ দেখা অমান্য করা এজন্য ছিল যে, সংবাদ দাতা কুরাইব একাকী বলে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নি তা নয় এজন্য যে, এক দেশের চাঁদ আর এক দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রথম কথা (যে কোন এক স্থানে কোন মুসলিম চাঁদ দেখলে সকলকে সেই অনুয়ায়ী আমল করতে হবে) যদি মান্য করা যায় তবে যাবতীয় হাদীস ও সাহাবা তাবেঈন ও মুসলিমদের ঐক্যমতকে ছিন্ন করে এক নতুন ধর্ম গঠন করতে হয়। পুনঃ একথা কেউই তা মানতে স্বীকার করবেন না এটা বিগাড় জনিত ব্যক্তির বিলাপ তা বলাই বাহুল্য, যেমন ১৯৩৮ খৃষ্টব্দে হিজায, নাজদ মিসর ও ফিলিস্তিন অঞ্চলে রমাযানের চাঁদ দেখা যায় রবিবার সন্ধ্যায়, সোমবার প্রথম সিয়াম পালন হয়, ভারতে কোন কোন স্থানে মঙ্গলবারে, দিল্লী ও পাঞ্জাবে বুধবারে প্রথম সিয়াম পালন হয় যাতে দিল্লী ও পাঞ্জাববাসীকে একটি সওম (রোযা) কাযা করতে হবে কি? যদি দিল্লী ও পাঞ্জাব বাসীগণ মক্কাবাসীদের অনুযায়ী সিয়াম পালন করে তাহলে নিশ্চয় ৩১ টি হবে এতে কোন সন্দেহ নাই।

অতএব সকল দেশের সকল মুমিন স্ব-স্ব শহরে বা দেশে চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করা অপরিহার্য, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদেরকে আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করার তাওফীক দিন আমীন॥

জানেন কি, বিশ্ববরেণ্য ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.)'র ফাতাওয়া কী?

উত্তর : শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন যে, স্ব-স্ব দেশে বা শহরে নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করবে। তাঁর ভাষায় নিম্নরূপ :

قال شيخ الإسلام رحمه الله تختلف مطالع الهلال باتفاق أهــل المعرفــة بالفلك فان اتفقت لزم الصوم والا فلا.

অর্থাৎ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন :

"মহাকাশ গবেষণাকারীদের মতে চাঁদের উদয় স্থল যদি বিভিন্নতা না হয় (অর্থাৎ এক হয়) তাহলে বিশ্ববাসী একই দিবসে সিয়াম পালন করা ফরয। আর যদি এক না হয়ে বিভিন্নতা হয় তাহলে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে সিয়াম পালন করা ফরয।

সূত্র : মুহাম্মাদ বিন সালিহ-এর গ্রন্থ "আশ শরহুল মুমতি" ৬/৩০ পৃঃ)। উল্লেখ্য যে, শুধু বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতেই নয়। মাদানী সাহেবের দৃষ্টিতেও চাঁদ বিশ্বে একই দিবসে দেখা যায় না। অনুরূপভাবে তিনি স্বীয় গ্রন্থে (আল কৃওয়ানিনুল ফিক্বহীয়্যাহ) বলেছেন : স্ব-স্ব দেশেই চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করাই সঠিক।[91]

পক্ষান্তরে, তাঁর বিপরীত ফাতাওয়াও পরিলক্ষিত হয়। যেমন তিনি স্বীয় গ্রন্থে (মাজমূ ফাতাওয়ায়) বলেছেন :

فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله صــلى الله (صــوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فمن بلغه أنه رؤى ثبت في حقه من غــير تحديــد مسافة أصلا.

অর্থাৎ উপরোক্ত পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ হলো : আল্লাহর রাসূল ﷺ'র বাণী : "তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন কর"।[92]

সুতরাং চাঁদ উদয় হওয়ার নিখুঁত সংবাদ যার নিকটেই পৌছবে তারই উপর সিয়াম পালন করা অপরিহার্য। নিকট ও দূরের কোন সীমারেখা ছাড়াই।[93]

---

91 আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যাহ পৃঃ ২২০।

92 বুখারী ও মুসলিম

92 মাজমু ফাতাওয়া ২৫/১০৭ পৃঃ

অতএব, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) এর ফাতাওয়া দু' ধরণের বিদ্যমান। যার ফলে আমরা জানবো কোনটি আগের এবং পরের। যেটি পরের হবে সেটি তাঁর শক্তিশালী ফাতাওয়া বলে গণ্য হবে এবং গ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, মাদানী সাহেব তাঁকে স্বীয় মতের পক্ষে দাবী করে ভুল করেছেন। কেননা, তাঁর দু' ধরনের ফাতাওয়া রয়েছে। (১১৩ পৃ দেখুন)

আমি দু' ফাতাওয়ার তারিখ জানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তবে এতটুকু জানতে পেরেছি যে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর "আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যাহ" গ্রন্থটি, মাজমূ ফাতাওয়া গ্রন্থের বহু পরের সংকলন। আমার মতের ফাতাওয়াটি পরের গ্রন্থে রয়েছে এবং মাদানী সাহেবের মতের ফাতাওয়া পূর্বের গ্রন্থে। বিধায় আমার পক্ষের ফাতাওয়াটি সর্বশেষ ও শক্তিশালী ফাতাওয়া। এজন্যে আমিই একমাত্র তাঁকে আমার পক্ষে দাবী করতে পারি। মাদানী সাহেব নয়। মাদানী সাহেব নিজের পক্ষের ফাতাওয়াটি শুধু স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন।

আমি বলব : সর্বোপরি আমরা যদি চাঁদ দেখা বিষয়টি প্রত্যেক দেশের জন্য স্বতন্ত্র না মেনে বরং সউদী আরবের সাথে সংশ্লিষ্ট করি তবে যে সব দেশে সউদী আরবের একদিবস পূর্বে চাঁদ উদিত হয় তারা কি স্বচক্ষে চাঁদ দেখেও সউদী আরবের সাথে সিয়াম শুরু করার জন্য পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি তা-ই হয় তবে মহান আল্লাহর বাণী :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ –? এর অর্থ কী দাঁড়াবে

আর কুরআন ও হাদীসের সাথে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞান স্বগৌরবে এ কথাই প্রমাণ করছে যে, প্রত্যেক দেশবাসী নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করবে। কারণ এক এক মাসে চাঁদ এক এক দ্রাগিমাতে অক্ষাংশ থেকে উদিত হয়। যেমন গত যিলহাজ মাসের চাঁদ প্রথম উদিত হয়েছে ১৫৩ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাগিমা ৩৮ দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে আর মহররম মাসের চাঁদ প্রথম উদিত হয়েছে ১৪২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা ১৪ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে।

আর প্রথম পর্যায়ে উদিত চাঁদের আলো সারা বিশ্বকে ব্যাপৃত করতে পারে না। সুতরাং, যে সব অঞ্চলে চাঁদের প্রতিফলিত আলো পৌঁছয়ে তার কোন কোন এলাকা থেকে চাঁদ খালি চোখে আবার কোন কোন অঞ্চল থেকে যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। কিন্তু যে সব এলাকা প্রতিফলিত আলোর বাইরে সে সব এলাকা থেকে খালি চোখে

তো নয়ই বরং কোন যন্ত্রের সাহায্যেও চাঁদ দেখা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সে সব এলাকায় ঐ দিন চাঁদ উদিত হয়নি।

অতএব যে এলাকার চাঁদ উদিত হয়নি সে এলাকা চাঁদ উদিত হওয়া এলাকার অন্তভুর্ক্ত হবে না। সুতরাং এত অধিক সংখ্যক সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ থাক সত্বেও যারা নিজেদের অজ্ঞতাবশত বা কুরআন হাদীসের সাথে উদ্ধত্য পোষণ করত: চাঁদ দেখার বিষয়টিকে সউদী আরবের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে চান এবং জাতিক বিভ্রান্ত করার জন্য সে দিকে আহ্বান করেন তারা কি কখনো সুস্থ মস্তিকে এতটুকু ভেবে দেখেছেন যে, এর মাধ্যমে তারা বিধান দাতা মহাজ্ঞানী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কত বড় নাফরমানী করছেন। তারা এর মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজেদের আগোচরেই হারাম নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়েছেন কেননা, হাদীসে এরশাদ হচ্ছে : " তোমরা একদিন বা দু'দিন পূর্বে সিয়াম পালনের মাধ্যমে রমযান মাসকে এগিয়ে নিও না।"

অপর দিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ'র অবাধ্যতার লিপ্ত হচ্ছেন পর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বেদনাদায়ক। হাদীসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে : "যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে সিয়াম রাখলো সে যেন আবুল কাসেম ﷺ'র অবাধ্য হল।"[94]

আর যে দিন বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ উদিত হয়নি সে দিন যদি সিয়াম রাখা হয় তবে তো রমাযান মাসকে একদিবস এগিয়ে নেয়া ও সন্দেহের দিনে সিয়াম রাখা উভয়টি একই সাথে সংঘটিত হল, যা সুস্পষ্টভাবে কুরআন হাদীসের বিপরীত এবং পরিত্যাজ্য। আর তারা হয়তো নিম্নবর্ণিত হাদীস দ্বারা নিজেদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করবেন-

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বেদুইন রাসূল ﷺ'র কাছে এসে বলল, আমি চাঁদ দেখেছি, ফলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নাই? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বেলাল! তুমি মানুষদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে দাও তারা যেন আগামী কাল সিয়াম রাখে।

কিন্তু তারা কি কখনো নীরবে চিন্তা করে দেখেছে যে, এ হাদীস দ্বারা নিজেদের স্বপক্ষে দলীল দেয়া কতটা যুক্তি সঙ্গত? কেননা, বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ'র নিকটে এমন দূরত্ব থেকে আগমন করেনি যার কারণে উদয়স্থল ভিন্ন হতে পারে। কেননা, সে এত অল্প সময়ে এমন দূরত্ব থেকে আসা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এত সুস্পষ্ট

---

[94] আবূ দাউদ ২৩৩৪, তিরমিযী ৬৮৬, ইবনে মাজাহ ১৬৪৫।

প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও সারা বিশ্বে এক সাথে সিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী করা নিছক বোকামি বৈ আর কি হতে পারে?

অতএব কুরআন ও সহীহ হাদীসের নিরীখে সঠিক মত হলো প্রত্যেক দেশের অধিবাসী তাদের নিজ নিজ দেশের আকাশে চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করবে।

সুপ্রিয় পাঠক! দেশ বরেণ্য আলেম ও মুফতীদের নিকট সঠিক ফাতাওয়া জেনে সিয়াম ও ঈদ পালন করুন। মাদানী সাহেবের একক ডাকে সাড়া দিয়ে সিয়াম বিনষ্ট করবেন না।

জানেন কি, বিশ্ব বরেণ্য ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)'র ফাতাওয়া কী এবং হানাফী ওলামাদের ফাতাওয়া কী?

উত্তর : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক শহরের চাঁদের সংবাদ অন্য শহরেও প্রযোজ্য হবে। তাঁর দলীল : একটি হাদীসে এটাও পাওয়া যায় যে, একদা কিছু লোক কোন এক অঞ্চল থেকে আরোহী অবস্থায় রাসূল ﷺ'র নিকটে এমন সময় আসে যখন ঈদের সালাতের সময় ছিল না। অর্থাৎ দুপুরের পর ওরা এসেছিলেন। তারা এসে এ সাক্ষ্য দেয় যে, গতকাল আমরা আমাদের এলাকায় চাঁদ দেখেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখনই সবার সিয়াম ভাঙ্গিয়ে দেন এবং পরের দিন ঈদের সালাত আদায় করেন-।[95]

অত্র হাদীসের জবাব তৃতীয় দলীলের জবাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জবাব পড়ুন।

সুতরাং প্রত্যেক শহরের জন্য ঐ শহরবাসীর চাঁদ অপরিহার্য একথা সঠিক নয়। এর পরেও প্রশ্ন ওঠে যে, এ দু' শহরের মধ্যে দূরত্ব কতটা হতে পারে। এ ব্যাপরে হানাফী ফকীহগণ বলেন, এক শহরবাসী যদি চাঁদের প্রমাণ পায় তাহলে তাদের উপর সিয়াম পালন ফরয হবে। তাই পশ্চিমের লোকদের চাঁদ পূর্বের লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে। এটা যাহেরী বর্ণনায়। এরই উপরে ইমাম আবূ হানীফার ফাতাওয়া।[96]

এমতানুসারে পৃথিবীর পশ্চিমে অবস্থিত যে কোন দেশের চাঁদের সংবাদ পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত যে কোন দেশ সঠিকভাবে পেলে ঐ সংবাদ অনুযায়ী তারা সিয়াম ও ঈদ করতে বাধ্য। এ আইনানুযায়ী মরক্কোর চাঁদের সংবাদ কয়েক হাজার মাইল পূর্বের দেশে ইন্দানেশিয়া পেলে তারা সিয়াম ও ঈদ পালন করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে, হানাফী ফকীহদের মধ্যে আল্লামাহ আলাউদ্দীন আবু বাকর ইবনে মাসউদ কাসানী

---

[95] আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, নায়লুল আওতার, ৪র্থ খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠা।

[96]. বাহরুল রাইক ২/২৭০ পৃঃ) শারহুন নেকায়াহ ১/১৭১ পৃঃ, দূররুল মুখতার, ১৪৯ পৃঃ)।

(৫৮৭ হিঃ) বলেন, যে দু' শহরের মধ্যে খুবই দূরত্ব আছে তাদের মধ্যে এক শহরবাসী অপর শহরবাসীর হুকুম মানতে বাধ্য নন। কারণ, খুবই দূরবর্তী বিভিন্ন শহরের চাঁদের উদয় স্থনের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই ঐরূপ অবস্থায় প্রত্যেক শহরবাসী তাদের নিজ নিজ শহরের নিয়ম মানবে, অন্য শহরের হুকুম মানতে বাধ্য হবে না।[97] আল্লামাহ্ কুদরীসহ কিছু হানাফী ফকীহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।[98]

'আল্লামাহ্ যায়লায়ী হানাফীর মতও তাই।[99]

দেওবন্দী হানাফীরা যাকে ভারতের ইমাম বুখারী মনে করেন সেই 'আল্লামাহ্ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন যে, যায়লায়ীর উক্তিটি আমি দৃঢ় মনে করি। আমি ইবনু রুশদের কাওয়ায়েদে দেখেছি যে, দূরবর্তী শহরের ব্যাপারে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার সম্পর্কে সবাই একমত। থাকলো নিকট ও দূরের সীমারেখা নির্ণয়। এর কোন নিদির্ষ্ট সীমারেখা নাই। অতএব সে সীমারেখা ভুগোলবিদরা নির্দিষ্ট করে নিবে।[100]

পাক-ভারত এবং অন্যান্য দেশের হানাফীরা এ ফাতাওয়া অনুযায়ী আমল করছে। সুপ্রিয় পাঠক! চিন্দাভাবনা ও গবেষণা করে আমল করুন। ইমাম আবূ হানীফার এ ফাতাওয়াকে তাঁর ভক্তরাই গ্রহণ করেননি। কেননা, তাদের কাছে এ ফাতাওয়া ভুল।

জানেন কি, বিশ্ব বরণ্যে ইমাম শাফিয়ী (রহ.)'র ফাতাওয়া এবং শাফিয়ী ওলামাদের ফাতাওয়া কী?

উত্তর : শাফিয়ী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী এক চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম পালন করবে দূরবর্তী নয়। নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁন স্বীয় "রাওযাতুন নাদীয়া" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

والأقوى عند الشافعي : يلزم البلد القريب دون البعيد (الروضة- جـــ ٢ صـــ١٣)

পক্ষান্তরে, শাফিয়ী মাযহাবের ইমামগণের অন্যতম ইমাম নববী বলেছেন :

---

[97] বাদায়ে ওয়াসানায়িরা ২/৮৩ পৃঃ।

[98] শারহুন নিকায়াহ ১/১৭২ পৃঃ।

[99] "শরহু কানযুদ দাকায়েক" ১/৩২১ পৃঃ, রূয়্যাতে হিলাল ওয়া ফঠোকে আহকাম-৬৩ পৃঃ।

[100] আল-আরফুশশাযী ২৮৬ পৃঃ।

هذا الحديث يعني حديث كريب في صحيح مسلم وغيرهم، ظاهر الدلالة على أهم إذا رأو الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم

এ (কুরাইব'র হাদীস) হাদীস স্পষ্ট প্রমাণে করে যে, এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে।[101]

তিনি আরো বলেছেন :

والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة

আমাদের (শাফিয়ীদের) নিকট এটাই সঠিক ও খাঁটি মাযহাব যে, এক শহরের চাঁদ অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য নয়। কোন দেশের অধিবাসী এমন দূরত্ব অতিক্রম করেন যাতে সালাত কসর করতে হয়। এমন দূরত্বে যে, তিনি নিজ অঞ্চলের চাঁদের উপরে নির্ভর করেন।

তিনি আরো বলেছেন : আমাদের শাফিয়ীদের কেউ কেউ বলেছেন যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে চাঁদের সংবাদ পেলে। সকল দেশের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে।[102]

ইমাম নববী এ উক্তির কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেছেন।

শাফিয়ীরা আরো বলেছেন : রমাযানের চাঁদ যদি এক শহরে দর্শনই অন্য শহরে না হয় তাহলে শহর দু'টি কাছাকাছি হবে দু'টি শহরের আইন একই হবে। কিন্তু শহর দু'টি যদি খুব দূর দূর অবস্থানে হয় তাহলে এক শহরের সিয়াম অন্য শহরবাসীর উপর ফরয হবে না। যেমন হিজায, 'ইরাক, খোরাসান প্রভৃতি। এদের চাঁদের উদয় স্থলে অনেক পার্থক্য আছে। আর কাছাকাছি বলতে বোঝায় যাদের চাঁদের উদয়স্থলে খুব একটা পার্থক্য নাই। যেমন বাগদাদ কুফা প্রভৃতি।[103]

এমতানুসারে কলকাতা-ঢাকা, কলকাতা-পাটনা, কলকাতা-ভুবনেশ্বর প্রভৃতি শহরের লোকেরা একে অপরের চাঁদের সঠিক সংবাদ পেলে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারে।

---

101 মিরআত ৬/৮২৩ পৃঃ, শারহু নববী ১ম খন্ড ৩৪৭ পৃঃ।

102 মিরআত ৬/৪২৬ পৃঃ।

103 রওয়াতুত তালেবীন ২/৩৪৮ পৃঃ।

কিন্তু দিল্লী, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি চাঁদের সংবাদে কলকাতায় সিয়াম ও ঈদ পালন করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে শাইখ আবূ সায়ীদ মুহাম্মাদ শারফুদ্দীন বলেছেন, যে দু' শহরের সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যে তিন ঘন্টা পার্থক্য আছে সেখানে একে অপরের চাঁদের আইন মানতে বাধ্য নয়। তার কম হলে চলবে।[104]

সুপ্রিয় পাঠকের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ যে, ইমাম শাফিয়ী ও তাঁর মাযহাবের ইমামের অনেকেই এক শহরের চাঁদ অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে না অধিক দূরত্বের কারণে এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং মাদানী সাহেবের বই পড়ে এবং আমার এ বই পড়ে কমপিয়ার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

এমন কি দেশ বরেণ্য 'আলিমদের নিকটে জিজ্ঞাসা করে সঠিকটা জেনে নিন। আল্লাহ আপনাকে জানার তাওফীক দিন। আমীন॥

জানেন কি, বিশ্ববরেণ্য দুই ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহ.) এবং ইসহাক বিন রাহওয়াইহীহ (রহ.)'র ফাতাওয়া কী?

উত্তর ঃ বিশ্ব বরেণ্য ইমাম ও ইমাম বুখারীর সুযোগ্য শিক্ষক মুহাদ্দিস আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে রমাযানের চাঁদের সংবাদ মুমিন বান্দার নিকট হতে পাওয়া গেলে সকল দেশের সকল মুমিনের উপর সিয়াম পালন করা অপরিহার্য। নিম্নোক্ত ভাষ্যে আছে ঃ

إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأواه قبلهم قضاء ما أفطروه، (حاشية المؤطأ للإمام مالك وعون المعبود)

পক্ষান্তরে, তাঁর সাথী ও ইমাম বুখারীর সুযোগ্য শিক্ষক মুহাদ্দিস ইসহাক বিন রাহওয়াইহীহ্ তাঁর বিপরীত ফাতাওয়া দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ স্ব-স্ব দেশে বা শহরে চাঁদ দেখেই সিয়াম ও ঈদ পালন করবে।[105]

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিস্কে এ পুস্তিকা অধ্যায়ণ করে সিয়াম ও ঈদ পালন করুন। কেননা, এমতই বিশুদ্ধ।

---

104 ফাতাওয়া সানারিয়াহ ১/৪১৬ পৃঃ।

105 আওনুল মা'বুদ ৬/২২৫ পৃঃ এবং আল-মুগনী দেখুন।

জানেন কি, বিশ্ববরেণ্য ইমাম মালিক (রহ.)- এর ফাতাওয়া এবং তাঁর অনুসারী ইমামদের ফাতাওয়া কী?

উত্তর ঃ বিশ্ব বরেণ্য ইমাম ও মুহাদ্দিস মালিক ইবনু আনাস ইবনু মালিক ইবনু আনাস (রহ.) একদা চাঁদ সম্পর্কে মাসআলা বর্ণনা করা কালে বলেন যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে মাহে রমাযানের চাঁদের সংবাদ পাওয়া যাবে তাখনই সকল দেশের সকল মুমিনের উপর সিয়াম পালন করা অপরিহার্য হয়ে যাবে।[106]

পক্ষান্তরে, তাঁর মাযহাবের একাধিক ইমাম ও স্বনাম ধন্য মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক তাঁর বিপরীত ফাতাওয়া দিয়ে গেছেন। যেমন, ইমাম ইবনুল আরাবী স্বীয় "আহকামুল কুরআনে" এবং হাফিয ইবনু আব্দিল বার। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

الاجماع على خلافه وقال : أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعـــد

من البلاد كخراسان والأندلس، (عون المعبود جـــ٦ وحاشية المؤطأ صـــ١٦)

অর্থাৎ মালিকী মাযহাবের ইমামগন এবং অন্যান্য ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এক শহরের চাঁদ উদয় তা হতে দূরবর্তী শহরের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না। যেমন খোরাসান ও স্পেন।

তাঁর ফাতাওয়া তাঁর মাযহাবের বিশ্ব বরেণ্য ইমামগণ গ্রহণ করেননি। বরং বিপরীত দিকে গেছেন।

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিস্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কারণ ইমাম মালিক ফাতাওয়া দিলেও তাঁর মাযহাবের ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ স্ব-স্ব দেশের চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করার ফাতাওয়া দিয়েছেন।[107]

জানেন কি, এ প্রসঙ্গে মক্কার মাসিক "উম্মুলকুরা" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত ফাতাওয়া কী?

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গে অত্র পত্রিকার প্রশ্নোত্তরে এসেছে যে, স্ব-স্ব শহরে বা দেশে নতুন চাঁদ দেখেই সিয়াম ও ঈদ পালন করবে, অন্য দেশের উপর নির্ভর করবে না। অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যার উত্তর আজও আমরা দিতে অক্ষম। যার ফলে আমরা এ সিদ্ধান্তে অটল যে স্ব-স্ব দেশেই চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করবে।

---

[106] আওনুল মা'বুদ ৬/২২৫ পৃঃ

[107] আওনুল মা'বুদ ৬/২২৬ পৃঃ মুয়াত্তা মালিক টীকা ৮৬ পৃঃ।

সেই প্রশ্নোত্তরের সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

যারা স্ব-স্ব শহরেই চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করাকে সঠিক বলে স্বীকৃত দেয়না, তাদের নিকট বিগড়জনিত ব্যক্তির বিলাপ তা বলাই বাহুল্য, যেমন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হিজাব, নাজদ, মিসর, ফিলিস্তিন অঞ্চলে রমাযানের চাঁদ উদয় হয় রবিবার সন্ধ্যায়, সোমবার প্রথম সিয়াম পালন হয়, ভারতে কোন কোন স্থানে মঙ্গলবারে, দিল্লী ও পাঞ্জাবে বুধবারে প্রথম সিয়াম পালন হয়। এতে দিল্লী ও পাঞ্জাবাবাসীকে একটি সওম (রোযা) কাযা (পরে পালন) করতে হবে কি? যদি দিল্লী ও পাঞ্জাববাসীগণ মক্কাবাসীদের চাঁদ অনুয়ায়ী সিয়াম পালন করে নিশ্চয় ৩১ টি হবে এতে কোনও সন্দেহ নাই। অত্র পত্রিকার নিম্মোক্ত ভাষ্য ঃ

وقد ثبتت رؤية الهلال في هذه المملكة العربية السعودية ليلة الإثـــنين الماضي (ثبث) الصيام ابتدآء من يوم الإثنين الماضي أن الصـــيام في مصـــر وفلسطين كان ابتدآء من يوم الإثنين طبقا.

শাইখ শিববীর আহমাদ দেওবন্দী হানাফী বলেন :

نعم ينبغى أن يعتبر اختلافها أن لزم منه التفاوت بين البلدتين بأكثر من يوم واحد لأن النصوص مصرحة بأن الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين فـــلا تقبل الشهادة ولا يعمل بها فيما دون أقل العدد ولا في أزيد من أكثر!

অর্থাৎ হাঁ একদেশের চাঁদ দেখা আর এক দেশের জন্য যদি এক দিনের অধিক পার্থক্য হয় তবে সে মতামতকে মান্য করা উচিত যেহেতু শরী'আতের আইন প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত যে, মাস ২৯ বা ৩০ হয়, অতএব এ সংখ্যার কম বা বেশী সাব্যস্ত হলে সে সাক্ষ্য কবূল করা যাবে না বা তার প্রতি 'আমল করা চলবে না।[108] অতএব দিল্লী ও পাঞ্জাববাসীগণ মক্কার সংবাদ অনুযায়ী আমল করলে শা'বান ২৮ রমাযান ৩১ হওয়াই স্বাভাবিক এবং এটা গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফী মাযহাবের মাশহুর ফাতাওয়ার কিতাব "জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া" লিখক আল্লামাহ রুকনুদ্দীন কেরামানী হানাফী বলেন :

---

[108] ফতহুল মুলহিম ৩/১১৩ পৃঃ।

لو صام أهل بلدة بتسعة وعشرين يوما وأهل بلدة ثلاثين وإن كان يختلف المطالع لا يلزم أحدهما حكم الآخر،[١٠٩]

অর্থাৎ যদি এক দেশবাসী ২৯টি সিয়াম পান করে আর একদেশবাসী ৩০টি রাখে এবং যদি উভয় স্থলের মধ্যে উদয় অস্তের ব্যবধান হয় তবে উভয়কে একে অপরের হুকুম মানা জরুরী হবে না। উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখিত আছে :

أهل بلد عيدوا يوم الإثنين وأهل بلد أخر عيدوا يوم الثلثاء لا يجب عليهم قضاء يوم– [١١٠]

অর্থাৎ একদেশে সোমবারে ঈদ হয়, আর অন্য দেশে মঙ্গলবারে হয়। তবে সোমবার ঈদকারীদের উপর এক দিবসের সওম (রোযা) কাযা (পরে পালন) করা জরুরী হবে না। খতীবে হিন্দ শাইখ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদী স্বীয় গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সারাংশ এ বিষয়ে হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের ফায়সালা এই যে, চাঁদের উদয়ের বিভিন্নতাকে গ্রহণযোগ্য করে প্রত্যেক শহরের চাঁদ স্ব-স্ব শহরের জন্যই। তা সর্বব্যাপী হবে না বরং এর পরিপন্থী এবং তা দলীলের পরিপন্থী।

অতএব যেসব অঞ্চলে চাঁদ উদয় হয়নি তাদের সিয়াম পালনের আদেশ দেয়া কেবল এজন্য যে, অন্য দূর অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেছে বলে, অথচ আবার তা সম্পূর্ণ ভুল ও হাদীসের বিপরীত।

মুর্শিদাবাদের অন্যতম শাইখ 'আব্বাস খান স্বীয় গ্রন্থ "নূরুল ঈমান" য়ে বলেছেন :

এক মুলুকের চাঁদ অন্যের তরে তো কাফী না হবে দেখাশুনা সকলেতে।
আগাপিছা হয় উঠা কারণে দূরের।
না হবে একে দেখা কাফী অপরের।
আর এক সাথে উঠে যেসব দেশেতে।
হবে সবার কাফী দেখলে একেতে।

---

[109] جواهر الفتاوى الباب الثاني من كتاب الصوم

[110] جواهر الفتاواى

দ্বিতীয় কথা ছিল যে, চাঁদের সংবাদ দাতা কুরাইব একাকী বলে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি। উক্তি একবারেই বাতিল। কেননা, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন।[111]

شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

"এক ব্যক্তি কর্তৃক রমাযানের নতুন চাঁদ দেখাতে সাক্ষ্যধর্তব্য"।

قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان

"এক ব্যক্তি কর্তৃক রমাযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য"। স্বয়ং তাঁর নিজের ফাতাওয়া একজনের সাক্ষী চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যথার্থই।

তাই আল্লামাহ শাইখ মারদেনী (রহ.) ব্যাপকভাবে বলেছেন :

قول ابن عباس "لا" حينما قال له كريب أو لا تكتفى برؤية معاويــة يبعد هذا الاحتمال الجوهر التقى.

অর্থাৎ কুরাইব যখন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললেন, মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র চাঁদ দেখা কি যথেষ্ট হবে না? ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর 'না' বলাই শুধু কুরাইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র এককভাবে চাঁদ দেখা বিষয়টিকে যথার্থ নয়- একথাই সংশয়মুক্তভাবে প্রকাশ করে।

টেলিগ্রাম এবং রেডিওতে সিয়াম ও ঈদের চাঁদ অর্থাৎ তার ও বেতারের দ্বারা যেসব সংবাদ চাঁদ সম্বন্ধে পাওয়া যায় তা গ্রহণ অগ্রহণ সম্বন্ধে মুহাম্মাদীয় ধর্ম বিষয়ের খবরগুলো গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্বন্ধে কতগুলো আলোচনা আছে।

প্রথম কথা তার ও বেতারের দ্বারা চাঁদের সংবাদকে খবর কিংবা সাক্ষী বলে গ্রহণ করা হবে? যদি খরব বলে মান্য করা যায় তবে মুহাম্মাদীয় শরী'আতকে অজানা লোকের খবরকে বিশ্বাস করা এবং শরী'আতের বিধান হিসেবেই পালন করা মুহাম্মাদীয় আইন বিরুদ্ধ দীনী মুহাম্মাদীয় বিপরীত সিদ্ধান্ত।

এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনু কাসীর দিমাশক্বী স্বীয় গ্রন্থে বলেছেন :

فأما المبهم الذي لم يسم أو سمى ولم تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمائنا.

---

111 আবূ দাউদ ও নাসাঈ।

অর্থাৎ যে সংবাদের মধ্যে সংবাদদাতার নাম নেয়া হয় না কিংবা নাম বলা হলেও মানুষটির পরিচয় যথার্থ হয় না এরূপ ব্যক্তির দ্বারা পরিবেশিত সংবাদ কোন বিশ্বাসযোগ্য আলেম বিশ্বাস করেছেন বলে আমরা জানি না।[112]

(أم القرى ٢٧ اكتوبر ١٩٣٨ع) ولله الحمد رب العالمين :

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন মক্কা ও মদীনার মুফতী ও শাইখরা স্ব-স্ব শহরেই বা দেশেই চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদ পালন করার পক্ষে আল কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং যুক্তির মানদণ্ডে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

আপনি জানেন কি, বাংলাদেশ আহলে হাদীস আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "আত্ তাহরীক" নামক পত্রিকার ফাতাওয়া কী?

উত্তর : অত্র ফাতাওয়া বোর্ডকে যখন পশ্ন করা হয়েছিল তখন অত্র বোর্ডের সুযোগ্য মুফতীগণ দলীল ও যুক্তিপূর্ণ তাফাওয়া দিয়েছেন।

প্রশ্ন : (১/৪৪১)

বর্তমানে কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে, তারা মক্কার সাথে মিলিয়ে একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন করছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক কিনা জানিয়ে বাধিত করবেন?

জাফর ইকরাম
আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি সঠিক হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, {فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে সে যেন সিয়াম পালন করে (বাকারাহ : ১৮৫)। এ মাস পাবে অর্থ এ মাসের নতুন চাঁদ দেখবে।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين،

---

[112] আল বায়িসুল হাসিম ৩০ পৃঃ।

তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখেই সিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে আচ্ছন্ন থাকে তাহলে শা'বান ত্রিশ দিনপূর্ণ করে নাও।[113]

উপরিউক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সিয়াম ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত। এক্ষণে এ চাঁদ দেখা বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত না বিশ্বের যে কোন প্রান্তে একজন মু'মিন চাঁদ দেখলেই পৃথিবীর সকল দেশের সকল মু'মিনের জন্য তা প্রযোজ্য হবে? যেমন আজকাল বিভিন্ন আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ও তা সর্বত্র সাথে সাথে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এর জবাব রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভাষায় নিম্নরূপ :

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة ثم قال : الشهر هكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين (رواه البخاري ومسلم)

অনুবাদ : আমরা নিরক্ষর উম্মত। আমরা লিখতেও জানি না, হিসাবও জানি না। মাস হল এরূপ, এরূপ ও এরূপ তৃতীয়বারে তিনি বৃদ্ধ আঙ্গুল মুষ্ঠিবদ্ধ করলেন। রাবী ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এ দ্বারা তিনি প্রথমবারে ২৯ দিন ও পরের বারে ৩০ দিন বুঝালেন, অর্থাৎ চান্দ্র মাস হল একবার ২৯ দিনে, একবার ৩০ দিনে।[114]

উপরিউক্ত জবাবে এটা পরিষ্কার যে, চাঁদ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা অনুরূপ কোন আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি ও হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নাই। স্বাভাবিক চোখে কোন অঞ্চলের কেউ চাঁদ দেখলেই সে অঞ্চলের সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। সাথে সাথে এ মূলনীতি ঠিক রাখতে হবে যে, রমাযান কখনোই ৩০ দিনের বেশী হবে না এবং ২৯ দিনের কমে হবে না। তাছাড়া রাসূলল্লাহ ﷺ বলেন, **شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذوا الحجة** একই বছরে দুই ঈদের মাস অর্থাৎ রমাযান ও যুলহিজ্জাহ এক সাথে কম হয় না।[115]

অর্থাৎ একটি ২৯ দিনে হলে অপরটি ৩০ দিনে হয়ে থাকে দু'টিই ২৯ দিনে হয় না।

এখানে অঞ্চল বলতে কতটুকু দূরত্বের অঞ্চল বুঝায়? এবিষয়ে আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থ কুরাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে

---

[113] মুত্তাফাকুন আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০ 'সাওম' অধ্যায় চন্দ্র দর্শনের অনুচ্ছেদ।

[114] মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত ২/১৯৭।

[115] মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/ ১৯৭২।

এসছে যে তিনি সিরিয়ায় রমাযানের সিয়াম রেখে মাস শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার সিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশ দেখতে পান। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, সিরিয়ার আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) এর গৃহীত সিয়ামের তারিখ মদীনায় প্রযোজ্য নয়। কেননা, ওখানে তোমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছ। আর আমরা এখানে শনিবার সন্ধ্যায়।

অন্য বর্ণনায় এসেছে আমরা ৩০ দিনে পূর্ণ করব। তাঁকে বলা হল : মু'আবিয়ার সিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিন বললেন, না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন।[116]। ইমাম নববী বলেন, এ হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরে প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে।[117]

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং ৭০০ মাইলের মত দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য ১৮ মি: ৪০ সেকেন্ড। সম্ভবতঃ সেকারনেই সেখানে মদীনার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখেছিল। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারোকপুরী (১৩২২-১৪১৪ হিঃ /১৯০৪-১৯৯৪) বলেন, পশ্চিম দিগন্তে ভূপৃষ্ঠ থেকে চাঁদের উদয়কালের উচ্চতার আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখানে থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এ চাঁদ গণ্য হবে। আর যদি পূর্বের অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে পশ্চিম অঞ্চলের সকল দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।[118] সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত হিসাব মতে মক্কায় চাঁদ দেখা গেলে পূর্ব অঞ্চলের দেশসমূহে ৫৬০ মাইল পর্যন্ত উক্ত চাঁদ দেখা সম্ভব এবং উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাঁদের হিসাবে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারে। উল্লেখ্য যে, এ মাইলের হিসাব সরাসরি আকাশ পথের মাইল, সড়ক পথের মাইল নয়। উক্ত হিসাব অনুযায়ী মক্কা নিকটবর্তী ও পূর্বদিকের ৫৬০ মাইল দূরত্বের বাইরের অধিবাসীদের জন্য মক্কার চাঁদ প্রযোজ্য নয়। তারা স্ব-স্ব এলাকায় সিয়াম ও ঈদ পালন করবেন। পুরা বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ ও আসামসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে উপরোক্ত দূরত্বের হিসাবে একই চাঁদের সিয়াম ও ঈদ পালন করা যেতে পারে। তবে ভারত বিশাল আয়তনের দেশ হওয়ায় পূর্বের কলিকাতার চাঁদ পশ্চিমের নয়াদিল্লীতে প্রযোজ্য হবে না।

---

[116] সহীহ তিরমিযী হা/৫৫৯, সহীহ আবূ দাউদ হা/২০৪৪।

[117] মির'আত ৬/৪২৮ হা/১৯৮৯'র ব্যাখ্যা।

[118] মিরআত ৬/২৪৯ হা/ ১৯৮৯।

অনুরূপভাবে পাকিস্তানের চাঁদ বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না। কারণ কা'বা হতে ইসলামাদের দ্রাঘিমার দূরত্ব ৩২+৫৬ (বত্রিশ ডিগ্রী ছাপান্ন মিনিট) নয়াদিল্লীর ৩৬+৪৬ কলিকাতা ৪৮+৯ এবং ঢাকার দূরত্ব ৫০=১২। সময়ের পার্থক্য যথাক্রমে ইসলামবাদের ২ ঘণ্টা ১১ মিঃ, ৪৪ সেকেন্ড নয়াদিল্লীতে ২ ঘণ্টা ২৭ মিঃ ৪ সেঃ কলিকাতায় ৩ ঘণ্টা ১২ মিঃ ৩৬ সেঃ এবং ঢাকায় ৩ ঘণ্টা ২০ মিঃ, ৪৮ সেঃ একই অঞ্চলের এক বা দুইজন মু'মিনর চাঁদ দেখা তা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। ফলে কেউ ঢাকায় চাঁদ দেখলে আর রাজশাহীতে না দেখলে চাঁদ গণ্য করবেন না আবার কেউ মক্কার চাঁদ অনুযায়ী বাংলাদেশ এক বা দু'দিন আগে চাঁদ গণ্য করবেন, এগুলো ঠিক নয়। কেননা, আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

"সওম হল যেদিন তোমরা সিয়াম রাখো, ঈদুল ফিৎর হল যেদিন তেমরা সেটা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা তা পালন কর"।[119]

অত্র হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলের একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি। অতএব কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন এবং কোন বাংলাদেশী যদি বিদেশে থাকেন, তাহলে সে দেশের মুসলিমদের সাথেই তিনি সিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, নিজ দেশের হিসাবে নয়।

সূর্য পূর্ব পশ্চিমে যায় এবং চাঁদ পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়। আর কা'বা ঢাকা থেকে পশ্চিম হওয়ায় সেখানে চাঁদ দেখে মক্কায় চাঁদ দেখার ৩ ঘণ্টা ২০ মি. ৪৮ সেকেন্ড পরে ঢাকায় চাঁদ দেখা সম্ভব কিন্তু, ঢাকায় তখন রাত থাকায় পরের দিন সন্ধ্যায় সেটা আমরা দেখি যদিও সরকারী হিসেবে প্রমাণ সময়' (Standard time) ৩ ঘণ্টা ধরা হয়। যেমন রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ পদ্মা নদীর এপার-ওপার। সূর্যাস্তের পার্থক্য অতি সামান্য হলেও সরকারী 'প্রমাণ সময় হল ৩০ মিনিট। ফলে মক্কায় যখন মাগবীরের আযান হয়, ঢাকার মুসল্লীগণ তখন এশার সলাত আদায়ের পর রাতের খানাপিনা শেষ করেন। অনুরূপভাবে ঢাকায় যখন মাগরীব হয়, কানাডা, অ্যামেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় তখন ফজরের সময় হয়। এদেশে যখন রাত, ঐ সব দেশে তখন দিন। এদেশে যখন শবে কদর ঐ সব দেশে তখন যোহরের সলাতের সময় অতএব সারা বিশ্বে একই সময়ে চাঁদ দেখা ও একই দিনে সিয়াম, শবে কদর

---

[119] আবূ দাউদ, তিরমিযী, সনদ সহীহ ইরওয়া হা/৯০৫, ৪/১১।

ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়, যারা এটা করতে চান, তারা সূর্যের হিসাবে করতে পারেন। কিন্তু, ইসলাম উক্ত 'ইবাদতগুলোকে চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। অতএব মূলনীতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রমাযান, হাজ্জ ও ঈদাইন প্রভৃতি 'ইবাদতের হিসাব আল্লাহ্ তা'আলা চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সৌর হিসাবে করেননি, যাতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলিমদের জন্য সকল ঋতুতে এগুলো পালনের সুযোগ হয়। অন্যথা কোন দেশে কেবল গ্রীষ্মকালেই রমাযান আসত, আবার কোন দেশে হয়ত কেবল শীতকালেই আসত। এতে নির্দিষ্ট এলাকার মুমিনদের উপরে অবিচার করা হত। কেননা, চান্দ্রমাস সৌর মাসের চেয়ে ছোট এবং প্রতি বছর ১২ দিন করে এগিয়ে আসে। ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার সকল বান্দার প্রতি সুবিচার করার জন্য উপরিউক্ত ইবাদাতগুলির সময়কালকে আল্লাহ্ চান্দ্র মাসের সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে সালাতের দৈনন্দিন সময়কালকে সূর্যের সাথে হিসাব করা হয়েছে। অতএব চাঁদের হিসাবো বিশ্বে একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করা প্রকারান্তরে আল্লাহর উক্ত কল্যাণ বিধান থেকে মাহরুম হওয়ার শামিল। উল্লেখ করা আবশ্যক হাজ্জ ও আরাফাহ মক্কার হিসাবেই হবে এবং হাদীসে যেহেতু "ইয়াউমু আরাফাত" শব্দ এসেছে। এ কারণে মক্কার বাইরের মুসলিম আরাফা দিনেই নফল সিয়াম পালন করবেন।

সউদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শাইখ 'আব্দুল 'আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৯১৩-১৯৯৯ খৃঃ) এবং দ্বিতীয় মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ্ আল-উসায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হিঃ/১৯২৭-২০০১ খৃঃ) উপরোক্ত মর্মে ফাতাওয়া দিয়ে গেছেন। সেদেশের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ ও একই মত পোষণ করেন।[120]

জানেন কি, এ প্রসঙ্গে সউদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফাতাওয়া কী?

قرار رقم (٢)

الحمد لله وحدة والصلاة السلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آلـــه وصحبه أو بعد :

[120] দ্রঃ মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু বায ৫/১৬০-১৭৯, আল-উসায়মীন, ফাতাওয়া আরাকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর নং ৩৯৩-৩৯৪ পৃঃ ৪৫১-৪৫৪।

فبناء على خطاب المقام السامى رقم (٢٢٤٥١) وتاريخ ١٣٩١/١١/٦هـ المتضمن إحالة موضوع الأهلة إلى هيئة كبار العلماء نظرا إلى أن الموضوع عند دراسة مجلس رابطة العالم الإسلامي في جلسته المعقدة في ١٥ شعبان عام ١٣٩١ هـ ، واطلاعها على قرار اللجنة الفقهية المنبنقة من المجلس، قررت الموافقة على القول : بعدم اعتبار اختلاف المطالع إلا أن بعض أعضاء المجلس التأسيس رأى التريث في الأمر، وزيادة البحث والتقصي في هذا الموضوع، بناء على ذلك عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورها الثانية المنعقدة في شعبان عام ١٣٩٢ هـ ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وإلا فتاء في موضوع إثبات الأهلة المشتمل على الفقرتين التاليتين :

أ- حكم إعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره.

ب- حكم إثبات الهلال بالحساب.

دورها الثالثة عشرة المنعقدة في شهر شعبان عام ١٣٩١هـ ومرفقة بحث اللجنة الفقهية المشكلة من بعض أعضاء مجلس الرابطة في الموضوع، وبعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأي فيه، قررما يلي :

أولا : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمن بالضرورة حساً و عقلاً، و لم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الإختلاف بين علماء المسلمين في إعتبار اختلاف المطالع من عدمه.

ثانيا : مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، و الإختلاف فيها في أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ويؤجر فيه المخطئ أجراً للإجتهاده.

وقد اختلف أهل العلم في هذه السألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم ير اعتباره واستدل كل فريق بأدلته من الكتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكها في الاستدلال بقوله تعالى :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (سورة البقرة : ١٨٩)

وبقوله صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته ..... الحديث)

وذلك لإختلاف الفهم في النص، وسلوك كان منهما طريقا في الاستدلال به وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة، ونظراً لاعتبارات قدرتها الهيئة والأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له آثار يخشى عواقبها،

وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرنا لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الأمية على رؤية واحة فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة اسلامية حق اختبار ما تراه بواسطة علماءها من الرأيين المشار إليهما في المسألة إذا لكل منهما أولته ومستنداته.

ثالثا : أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب:

فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذالك وبعد الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره،

لقوله صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته ... الحديث)

ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه) الحديث

وبإلا التوفيق. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

رئيس الدولة

محمد الأمين الشنقيطي،	عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن باز	عبد الله بن حميد
محمد الحركان	عبد المجيد حسن
صالح بن غصون	ابراهيم بن محمد آل الشيخ
محمد بن جبير	عبد الله بن غديان
صالح بن لحيدان	عبد الله بن منيع
محضار عقيل	عبد الاخياط
عبد العزيز بن صالح	سليمان بن عبيد
راشد بن حنين	

সিদ্ধান্ত নং (২)

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর যার পর আর কোন নবী নাই। আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর পরিবারবর্গ ও তার সহচর বৃন্দের উপর। অতপর ১৩৯১ হিঃ সনের ৬ই জিলক্বদ তারিখের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের নিকট (২২৪৫১) নং চিঠির ভিত্তিতে যার বিষয়বস্তু হচ্ছে নব চাঁদ নির্দ্ধারণ। উল্লেখ্য যে ১৩৯১ হিঃ সনের ১৫ শা'বান এ অনুষ্ঠিত রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী বৈঠকে ফিকহ বিষয়ক কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, চাঁদের উদয়ের স্থান ভেদের বিষয়টি ধর্তব্য নয়।

তবে রাবেতার মূল কমিটির কয়েকজন সদস্য এটাও ব্যক্ত করেন যে, বিষয়টি আরো আলোচনা পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৯২ হিঃ সনের শা'বান মাসে অনুষ্ঠিত সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের বৈঠকে আবারো বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। যে পরিষদ দারুল ইফতা এর স্থায়ী কমিটি দ্বারা গঠিত, তাতে চাঁদ নির্ধারণে নিম্নবর্তী দুটি বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়।

(ক) চাঁদ উদয়ের ক্ষেত্রে স্থান ভেদের বিষয়টি ধর্তব্য কি না?

(খ) পঞ্জিকার হিসাবানুযায়ী চাঁদ উদয়ের সিদ্ধান্ত সঠিক কি না?

অনুরুপ ভাবে ১৩৯১ হিঃ সনের শা'বান মাসে অনুষ্ঠিত রাবেতা আল আলাম আল ইসলামীয়ার ১৩ তম বৈঠকের রাবেতার কতিপয় সদস্য নিয়ে গঠিত ফিকহ্ বিষয়ক কমিটির উক্ত বিষয়ের সিদ্ধান্তটিও পর্যালোচনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উক্ত কমিটি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার ও মতামত আদান প্রদান এর পর নিম্নবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঃ

(১) চাঁদ উদয়ের স্থানের ভিন্নতা এমন একটি বিষয় যা যুক্তি ও বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে কারো মত ভিন্নতা নাই, মুসলিম ওলামাদের মধ্যে শুধু এ বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে যে, এই ভিন্নতা ধর্তব্য কি না?

(২) উদয়স্থল এর মাসয়ালাটি এমন একটি মাসয়ালা যাতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। ধর্মীয় বিষয়ে যাদের পান্ডিত্য রয়েছে এবং এরূপ বিষয়ে যাদের মতামত দেয়ার যোগ্যতা আছে তাদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইহা এমন একটি বৈধ মতভেদ যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত উপনিত মুজতাহিদ দ্বিগুন সওয়াব পাবেন : ইজতিহাদের সওয়াব ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার সওয়াব। আর যিনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনিত হবেন তিনি ইজতিহাদের সওয়াব পাবেন।

আর উক্ত মাসআলাটিতে ওলামাগণ ২ ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। আর কেউ কেউ বলেন যে, তা ধর্তব্য নয়। উভয় দলই কুরআন হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। আর উভয় দলের দলীল একই। যেমন ঃ উভয় দলের কুরআন থেকে দলীল ঃ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (سورة البقرة : ١٨٩)

হাদীস থেকে দলীল ঃ

لقوله صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته... الحديث

ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه ... الحديث

(أنظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جـ ١٠ صـ ١٠٩-
١١٠- ١١٢)

আর মত ভিন্নতার কারণ দলীল বুঝার ক্ষেত্রে ভিন্নতা এবং তা থেকে দলীল গ্রহণের পদ্ধতির ভিন্নতা।

পরিষদ মাসআলাটি আলোচনা পর্যালোচনার পর মনে করে এটা এমন একটি বিষয় যে; ভিন্নতা ধর্তব্যে নেয়া বা না নেয়াতে এমন কোন প্রভাব পড়বে না যে, যার পরিনতি ভয়াবহ হবে, আর এই দ্বীন ইসলামের প্রকাশের চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে এমন কোন একটি অংশ পাওয়া যায়না যে, উক্ত সময়ে সকল উম্মত একমতে পৌঁছেছে যে, যে কোন স্থানের চাঁদ দেখা সকলের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

অতএব উক্ত পরিষদ মনে করেন যে, বিষয়টি যেভাবে ছিল সে ভাবেই থাক এবং এ বিষয়ে কোন বিশৃংখোলা সৃষ্টি না হোক। পরিষদ এটাও মনে করেন যে, প্রত্যেক মুসলিম রাষ্টেরই অধিকার রয়েছে সে রাষ্টের ওলামাদের কে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার, তারা উপরোক্ত দুটি মতের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে।

(২) পঞ্জিকার হিসাবনুযায়ী চাঁদ উদয় হওয়া সাব্যস্ত করা এ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা পর কমিটি একমত পৌঁছেছে, পঞ্জিকার হিসাব ধর্তব্য নয়। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ না দেখে সিয়াম পালন করবে না এবং তা না দেখে সিয়াম ভঙ্গ করবে না। (আল-হাদীস)

আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক দাতা। আমাদের নবী ﷺ তার পরিবার বর্গ ও সকল সহচর বৃন্দের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষণ করুন।

সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ ঃ

মুহাম্মদ আমীন আশ্‌শান্‌ক্বীত্বী (রহ.)
মুহাম্মদ হারকান (রহ.)
মুহাম্মদ বিন জুবাইর (রহ.)
আব্দুর রায্‌যাক আকীফী (রহ.)
আব্দুল মাজীদ হাসান (রহ.)
আব্দুল্লাহ বিন গাদয়ান (রহ.)
আব্দুল্লাহ্ বিন সানী (রহ.)
আব্দুল আযীয় বিন সালেহ (রহ.)
রাশেদ বিন খুনাইন (রহ.)
আব্দুল আযীয বিন বায (রহ.)
সালেহ বিন গাসূন (রহ.)
সালেহ বিন লাহীদান (রহ.)
আব্দুল্লাহ্ বিন হামীদ (রহ.)
ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ আলুশ্ শাইখ (রহ.)
মিহযার আক্বীল (রহ.)
আব্দুল্লাহ্ খাইয়্যাত্ব (রহ.)
সুলাইমান বিন আবীদ (রহ.)

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিষ্কে এ পুস্তিকা অধ্যায়ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। কেননা, রাবেতায়ে আলাম আল-ইসলামীর সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ মাদানী সাহেবের বিপরীত ফাতাওয়া প্রদান করেছেন যদিও পূর্বের সিদ্ধান্ত ছিল মাদানী সাহেবের পক্ষে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শরী'আত অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালনকরার তাওফীক দিন। আমীম॥

জানেন কি, এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর জনাব এ. কে. এম. শামসুল আলম (হাফি.) এর ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর ঃ মাননীয় স্যার এ. কে. এম. শামসুল আলম যখন অবগত হলেন যে, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক শাইখ এনামুল হক আল-মাদানী এবং মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার হেড মুহাদ্দিস শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী-এর মাঝে পৃথিবী ব্যাপী একই দিবসে সিয়াম পালন করা শরীআতের দৃষ্টিতে সঠিক কি না? এ ফাতাওয়া নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তখন মাননীয় স্যার জুন মাসের ৯ তারিখ ২০০৮ ইং অত্র মাদরাসা মসজিদে বাদ আসর উভয়কে একত্র করার মান্সে এবং ফাতাওয়া সঠিক নির্ণয় করণার্থে এক সভার আয়োজন করেছিলেন। সে সভায় শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী ও শাইখ এনামুল হক মাদানীকে ফোনের মাধ্যমে আহবান করেছিলেন। সাথে সাথে শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল- কাসেমী মাননীয় স্যারের আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু শাইখ এনামুল হক আল-মাদানী কোন ক্রমেই সাড়া দেননি। এমনকি সে সভায় অন্যান্য জনগণ এবং শাইখ এনামুল হক মাদানী সাহেবের একাধিক ভক্তরাও উপস্থিত ছিলেন।

সেই বির্তক সভা আয়োজনের জন্য মাননীয় স্যার এ. কে. এম. শামসুল আলম সাহেবের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রাণ খোলা দু'আ করি আল্লাহ্ যেন তাঁকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন॥

আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি একদা মাদানী সাহেবের সাথে আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করব। ঘটনাক্রমে আমি একদিন তাঁকে তাঁর বাসায় এমন রাগান্বিত অবস্থায় পেলাম।

যার ফলে তাঁর সাথে আর আলোচনার পরিবেশ পেলাম না, বিধায় এ পুস্তিকা সংকলন করলাম যাতে মাদানী সাহেবের নিকট পৌছে যায় এবং স্বীয় ভূল সংশোধন করে নেন। পক্ষান্তরে, যদি তিনি স্বীয় ভুল সংশোধন করে না নেন তাহলে পূন: আমাদের জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি স্যার এ. কে. এম. শামসুল আলম এর অধীনে আরেক সভার আয়োজন করেন। কেননা, বাংলাদেশের মুসলমানকে আর ভুল পথে আহবান করিয়েন না।

সুপ্রিয় পাঠক! নীরব মস্তিষ্কে বিচার করুন,প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার টা কি? যদি মাদানী সাহেব সঠিক পথে থাকেন তাহলে তিনি মাননীয় স্যারের আহবানে সাড়া দেননি কেন?

পক্ষান্তরে, হেড মুহাদ্দিস শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল- কাসেমী প্রস্তুত ছিলেন। আমি উচ্চ কণ্ঠে বলব যে, মাদানী সাহেব ব্যক্তিগত গবেষণা করে একক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাতাওয়া দিচ্ছেন। তাঁর উচিৎ যে, বাংলাদেশের মুহাদ্দিসদের সাথে উক্ত বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

আলিম সমাজের নিকট বিনীত অনুরোধ রইল।

** প্রথমতঃ আমি মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার শেষ বর্ষের ছাত্র, প্রখ্যাত লিখক নই। এতদসত্ত্বেও আমি আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে আল-কুরআন, সহীহ হাদীস এবং বিজ্ঞানের আলোকে মানুষকে সঠিক ফাতাওয়া অবগত করার মানসে এ পুস্তিকা সঙ্কলন করলাম। এ জন্যেই আল্লাহর নিকট আমি সাওয়াবের আকাঙ্খা ব্যক্ত করি। আর আপনারা আমার জন্য দু'আ করুন যাতে আল্লাহ আমাকে প্রখ্যাত লিখক বানান যার দরূন আমরা সকলেই ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উত্তম প্রতি দানের অধিকারী হই।-আমীন॥

** দ্বিতীয়তঃ আমার এ গ্রন্থের ফাতাওয়া যদি কোন 'আলিমের মতের পরিপন্থী হয়, তাহলে তিনি যেন আমাকে ফোনের মাধ্যমে পর্যালোচনা করেন। আর যদি না করেন তাহলে তিনি যেন এর প্রতিউত্তর লিখে আমার ঠিকানায় প্রেরণ করেন। আমার ভুল হলে আমি স্বীকার করতে বাধ্য থাকব। ইন্‌শাল্লাহ॥

** পক্ষান্তরে, তাঁর লেখনির পুনঃজবাব দেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। ইন্‌শাআল্লাহ॥

** তৃতীয়তঃ আমার এ গ্রন্থের ফাতাওয়া যে সকল আলেমের মতের পক্ষে যাবে সে সকল আলেম যেন এ গ্রন্থ সামনে রেখে আরও চমৎকারভাবে আল-মাদানী সাহেবের লেখনির জবাব প্রদান করেন।

** চতুর্থতঃ মাদানী সাহেব পৃথিবী ব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে যে পুস্তিকা সঙ্কলন করেছেন, তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি অগোছালোভবে সহীহ হাদীসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং মাসআলা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাঁর পুস্তিকা এবং আমার এ পুস্তিকা নীরব মস্তিকে অধ্যায়ন করে তুলনা করুন। আল্লাহ যেন আপনাকে তুলনা করার তাওফীক দিন। আমীন॥

** পঞ্চমতঃ আমার বিশ্বাস যে, 'আলিমগণ যে কোন এক দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। যেমন কেউ মাসজিদের খত্বীব, মাদ্রাসার শিক্ষক, কিংম্বা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। তাঁরা যেন নিজ দায়িত্ব পালনকালে উপস্থিত ও অনপুস্থিতিদেরকে আলোচ্য বিষয়টির সঠিকরূপ নিয়ে আল-কুরআন, আল-হাদীস এবং বিজ্ঞানের আলোকে বিস্তারিত পর্যালোচনার মাধ্যমে অবহিত করেন। আল্লাহ যেন সকলকে তা অবহিত করার তাওফীক দান। আমীন॥

** ষষ্ঠতঃ আমি মাদানী সাহেবের পুস্তিকার জবাব লিখার সময় কোন পুস্তিকা থেকে কোন মতামত বা উক্তি রয়েছে তা হুবহু লেখিনি, বরং উক্ত সূত্র অনুযায়ী মূল কিতাব বা বই স্ব-চক্ষে অধ্যয়ন করে উল্লেখিত ভাষায় লিখে পরে নিজ ভাষায় অনুবাদ করেছি (এক স্থান ছাড়া) যাতে আলিমগণ তুলনা করতে সক্ষম হন। পক্ষান্তরে, মাদানী সাহেব তা করেননি।

** সপ্তমতঃ মাদানী সাহেব স্বীয় পুস্তিকায় প্রমাণাদি ও যুক্তি সাজিয়ে লিখেননি, যার ফলে আমি মনে মনে তা সাজিয়ে নিয়ে প্রতিউত্তর লিখলাম। যদি পুস্তিকাটি সাজানো গুছান পেতাম তাহলে আর ও চমৎকারভাবে প্রতিউত্তর দিতে পারতাম।

আধুনিক শিক্ষিতদের নিকট বিনীত অনুরোধ রইল।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিধায় তাদের নিকট বিনীত অনুরোধ রইল।

** প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা আল্লাহরই ইবাদত করে। আর এ ইবাদত করার একমাত্র বিধান হলো আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস। উক্ত বিধানদ্বয় ছাড়া কোন ইবাদত আল্লাহর নিকট গৃহিত হবে না। বরং আল্লাহর সাথে শিরক সাবস্ত্য হবে। এজন্যেই আধুনিক শিক্ষিতদের নিকট আমার অনুরোধ রইল যে, তাঁরা যতদুর সম্ভব আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস অধ্যায়ন করে আল্লাহর ফরয ও নফল ইবাদত পালন করেন। আর তন্মধ্যে সিয়াম পালন করা সকলের উপর ফরয। আর এ ফরয ইবাদত পালন করতে গিয়ে আজ বাংলাদেশেও এক নতুন ফিৎনা দেখা যাচ্ছে যে, কিছু লোক সউদী 'আরবের সাথে মিলিয়ে একই দিবসে সিয়াম পালন করছে। নিঃসন্দেহে এটি আল-কুরআন, সহীহ হাদীস, বিজ্ঞান এবং মানুষের বিবেকেও পরিপন্থী, রাষ্ট্রীয় বিধানের পরিপন্থী হওয়া দূরেই থাক।

সেসকল লোকদের খপ্পরে লিপ্ত হয়ে ফরয সিয়াম বিনষ্ট করবেন না।

আমার এ পুস্তিকা ক্রয় করে ভালভাবে অধ্যায় করে সিয়াম পালন করে যান। আমি এ প্রার্থনাই করি। আর যদি অধ্যায়ন করার পরেও সংশয় থেকে যায়, তাহলে আমার নিকট ফোন করে জেনে নিন অথবা আপনার বাড়ীর পার্শ্বের কোন 'আলেমের নিকট অত্র পুস্তিকা নিয়ে গিয়ে সঠিকটা জেনে নিন। আল্লাহ যেন আপনাকে সঠিক জেনে সিয়াম পালন করে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জীবনে ভাগ্যবান করেন। আমীন॥

** দ্বিতীয়ত ঃ মাদানী সাহেব পৃথিবী ব্যাপী একই দিবসে সিয়াম পালনের পক্ষে এলোপাতাড়িভাবে এক পুস্তিকা সংকলন করেছেন এবং আমি তার লেখনির জবাবও দিলাম। মনে চাইলে তাঁর পুস্তিকাও ক্রয় করে কমপিয়ার করুন। আল্লাহ আপনাদের কমপিয়ার করার তাওফীক দিন। আমীন॥ (দ্রঃ মাদানী সাহেবের পুস্তিকার নাম ঃ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং সালফে সালেহীনদের বিশ্লেষণের আলোকে পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম 'ঈদুল ফিতর 'আরাফা 'ঈদুল আযহা আশুরা পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন।)

** তৃতীয়ত : অত্র পুস্তিকায় মাদানী সাহেব হলেন শাইখ মুহাঃ এনামুল হক আল মাদানী।

যে সকল ইমাম, মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিগণ স্ব-স্ব দেশে বা শহরে চাঁদ দেখে সিয়াম পালনের পক্ষে গিয়েছেন নিম্নে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করলাম।

১। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ২। আল-কাসেম বিন মুহাম্মাদ ৩। সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন 'আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ৪। ইকরিমা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ৫। ইমাম বুখারীর শিক্ষক ইসহাক বিন রাহওয়াইহীহ। ৬। ইমাম আবু দাউদ ৭। ইমাম তিরমিযী ৮। ইমাম নাসায়ী ৯। ইমাম নববী ১০। ইমাম ইবনু আব্দিল বার ১১। সিন্ধী হানাফী ১২। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ১৩। ইমাম শাফিয়ী ১৪। শাইখুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ১৫। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ১৬। 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ্ বিন বায ১৭। মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন। আরও প্রমুখ মুহাদ্দিস ও ইমামগণ।

মাদানী কর্তৃক পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে রচিতগ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শাইখুল হাদীস মুহাম্মদ শফীকুর রহমান-এর

অভিমত

একদা শাইখ এনামুল হক মাদানী সাহেব স্বীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অভিমত চাইলেন শাইখুল হাদীস মুহাম্মদ শফীকুর রহমান বিন রিযাউল্লাহ আল মাদানীর নিকট, তখন তিনি নিম্নোক্ত অভিমত প্রদান করলেন।

অভিমত

পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দেখা গেলে বিশ্বের সকল মুসলিমকে সে অনুযায়ী চাঁদের উদয় ও অস্তের সাথে সম্পর্কিত ইবাদতসমূহ এক সাথে পালন করতে হবে কি না? সে সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ ঃ

* চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা একটি সর্বস্বীকৃত বিষয়, যা বাস্তব ও বিবেক উভয়দিক থেকে প্রমাণিত কেউ ভিন্নমত পোষণ করেনি এবং ভিন্নমত পোষণের সুযোগও নাই।

* বিশ্বের কোথাও চাঁদ দেখা গেলে পৃথিবীর সকল মুসলিমকে চাঁদ উদয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতসমূহ একই সাথে পালন করা, না করা সংক্রান্ত মাসআলাটি দৃষ্টি ভঙ্গিগত মাসআলা সমূহের অন্তর্ভুক্ত যাতে ওলামাদের ইজতেহাদের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং যুগে যুগে এ ধরণের বিষয় সমূহে বড় বড় ইমাম ও আলেমগণ মতভেদও করেছেন। তদ্রুপ এটিও একটি বিতর্কিত মাসআলা, যে সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে ওলামাদের মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে এবং এটি একটি এমন মাসআলা যাতে মতভেদ লিপ্ত উভয় পক্ষের আলেমগণ একই আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং এ সংক্রান্ত কারো মতামত, প্রমাণ ও যুক্তি ছুঁড়ে ফেলার মত নয়। অতএব এ বিষয়ে ইজতিহাদকারীর সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয় তাহলে তিনি দু'টি সওয়াবের অধিকারী হবেন, আর যদি সঠিক না হয় তাহলে তিনি একটি সওয়াবের অধিকারী হবেন বলে আমি মনে করি।

* ইসলাম আগমনের পর প্রায় এক হাজার চারশত বছর বা চৌদ্দ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এর কোন কালে বা কোন শতাব্দীতে চাঁদ উদয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতসমূহ বিশ্বের মুসলিমগণ এক সাথে তথা একই দিবসে পালন করেছে এরকম কোন প্রমাণ আমার জানা নাই। অতএব ১৫তম শতাব্দীতে এসে সাধারণের মধ্যে এ

ধরণের বিষয়ের উদ্রেক ঘটিয়ে শৃংখলা বিনষ্ট করে এমন কোন কিছু এমাসআলার ক্ষেত্রে না করায় উত্তম বলে মনে করি এবং এক্ষেত্রে এদেশে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করে যাওয়াটাই উচিৎ বলে মনে করি।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسَ، رواه الترمذي : جـ١ صـ ١٦٥. انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : ١٥/٨١، ٨٧.

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ" أخرجه الترمذي : جـ١ صـ ١٥٠. انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : ١٥ صـ ٦٣-٦٤، ٧٣، ٧٨، ٨١، ٨٦، ٨٧. وانظر : مجموع فتاوى الشيخ ابن بات : صـ ١٧٠-١٧١.

* হাঁ তবে এ বিষয়ে যদি বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠি একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আপন দেশের জনগণকে নির্দেশ প্রদান করে তাহলে তাকে স্বাগত জানানো যেতে পারে। আর এব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে এবং এর মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব, নচেৎ নয়।

* তবে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের যে বিস্তার ও প্রসারতা এবং যে সময় এক এলাকার সংবাদ অন্য দূরবর্তী এলাকায় পৌঁছাতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর সাম লেগে যেত সে সময় চাঁদ উদয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতসমূহ যে ভাবে পালিত হত বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের মাধমে গোটা বিশ্ব একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হলেও তা পরিবর্তন না করে اختلاف المطالع। এর বাস্তবতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইবাদাত সমূহ পূর্ববৎ পালন করে যাওয়াটাকে আমি উত্তম মনে করি।

* চাঁদ উদয় স্থলের ভিন্নতার বাস্তবতা যদি মেনে নেয়া হয় আর আমরা বাংলাদেশের মুসলিমগণ যদি সউদী আরবের চাঁদ দেখা অনুযায়ী সওম, ঈদ পালন করি, তাহলে তা প্রকারান্তরে নিম্নে বর্ণিত হাদীসের বিরোধীতা করা হবে বলে আমি মনে করি।

عَنْ أبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلاَّ أَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَــوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ" (متفق عليه، مشكوة : /١٧٤)

وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لاَ تُقَدِّمُوْا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَهُ أوْ تُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أوْ تُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ" (رواه النسائي : صــ ٢١٥.)

هذا ما اتضح لي وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

৩১/০১/০৯ ইং

(মুহাম্মাদ শফীকুর রহমান)
মুহাদ্দিস
শাহ্ সুলতান (রহ.) কামিল মাদরাসা
গোদাগাড়ী, রাজশাহী, বাংলাদেশ

সমাপ্ত বাণী :

আমি ফোনে জেনেছি, শাইখ এনামুল হক আল-মাদানী সাহেব কোন একদিন স্বীয় ভক্তদের মধ্যে ইউসুফ ইয়াসীন এবং ইমামুদ্দীন আবদুল ওয়াহাব সাহেবদ্বয়কে সাথে নিয়ে পরামর্শ বৈঠক করে পরিকল্পিতভাবে পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে পুস্তিকা সঙ্কলন করেন এবং তাদেরকেও সঙ্কলন করতে বলেন যাতে করে মানুষেরা তাঁর মত অনুসরণ করে। অথচ তাঁরা কোন মাদরাসায় লিখা-পড়া করেননি অর্থাৎ আলেম নন।

মাদানী সাহেবের পুস্তিকার মতই তাঁরা "মতভেদ নাই মুসলিমে এটাও তাওহীদ পৃথিবীতে সবাই মিলে একই দিনে করি ঈদ" এবং "রমাযানের সিয়াম, লাইলাতুল ক্বদর, ঈদ কবে এবং কতদিনে" নামক পুস্তিকাদ্বয় সঙ্কলন করেছেন।

তাঁরা শুধুমাত্র একে অপরের সূচীপত্র পরিবর্তন করেছেন অন্যথায় সব ঠিক আছে। আপনারা তাদের বিভ্রান্ত মতামতে লিপ্ত হয়ে ফরয সিয়াম বিনষ্ট করবেন না।

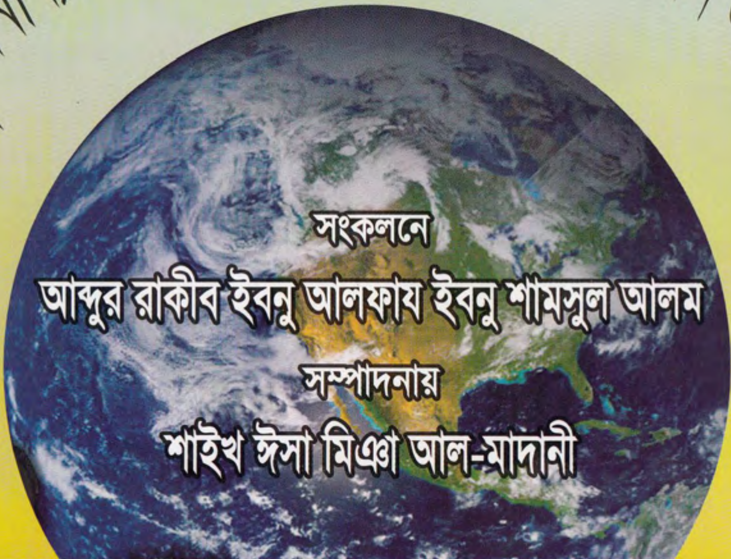
দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আসুন আমরা নিজেদের গোঁড়ামী, পক্ষপাতিত্ব, হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের ছায়াতলে এসে নিজেদেরকে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি লাভে ধন্য করি। আল্লাহ তাওফীক দিন। আমীন॥

****** সমাপ্ত ******

Contents

আল-কুরআন, সহীহ হাদীস, সালফে-সালেহীনদের বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের আলোকে

পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ



সংকলনে

আব্দুর রাকীব ইবনু আলফায ইবনু শামসুল আলম

সম্পাদনায়

শাইখ ঈসা মিঞা আল-মাদানী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী